Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৫

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	১ম সংখ্যা
যিলহজ্জ-মুহাররম	১৪৩৬-৩৭ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪২২ বাং
অক্টোবর	২০১৫ ইং

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

শিশু আয়লানের আহ্বান : বিশ্বনেতারা সাবধান!

তুরস্কের সাগরতীরে কালো হাফপ্যান্ট ও লাল শার্ট পরা তিন বছরের শিশুপুত্র কুর্দী আয়লানের মৃতদেহ পড়ে আছে উপুড় হয়ে। হঠাৎ নযর পড়ল দূর থেকে এক মহিলা চিত্রগ্রাহিকার। বুকটা বেদনায় ককিয়ে উঠল তাঁর। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। বুঝলেন, শিশুটি সবার মায়া ছেড়ে চলে গেছে পরপারে। কারু কাছে তার আর কিছুই চাওয়ার নেই। তাই বলে কি সে এভাবেই নীরবে ভূমধ্যসাগরের ঢেউয়ে হারিয়ে যাবে? বিশ্ববাসীর কাছে তার কি কিছুই বলার নেই? হ্যাঁ এবার সক্রিয় হয়ে উঠল হাতের ক্যামেরাটি। ব্যথাভরা মনে নিখুঁতভাবে তুলে নিলেন নিথর দেহের নির্বাক ছবিটি। আহ যেন মনে হয় ও জীবন্ত। বিশ্বনেতাদের ধিক্কার দিয়ে পিঠ উঁচু করা বাচ্চাটি যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছে সামনের উত্তাল পানিরাশিতে। সব হারিয়েছে সে। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বে তার সবই ছিল। পরিবারের ১২ জন সদস্যের সাথে সেও তার পিতা-মাতা ভাই-বোনের সঙ্গে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যাচ্ছিল দূর ইউরোপের কানাডায় স্রেফ একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু না। নৌকাডুবিতে সাগরে ভেসে গেল সবাই। সবশেষে হাত ছাড়িয়ে যাওয়া পিতাকে সে করুণ কণ্ঠে বলেছিল, আব্বু তুমি মরে যেয়ো না! আল্লাহ তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। যুবক পিতা আব্দুল্লাহ ভাসতে ভাসতে তীরে উঠেছিলেন। কিন্তু সন্তানকে তিনি পেলেন মৃত লাশ হিসাবে। সর্বহারা এই মানুষটির হৃদয় তাই বারবার কুরে কুরে খাচ্ছে, শিশু আয়লানের সর্বশেষ আকুতি, 'আব্বু তুমি মরে যেয়ো না'...।

আরেকটি ছবি তার কয়েকদিন পরের। আর মাত্র ১০০ মিটার যেতে পারলেই কূলে উঠতে পারবে। হঠাৎ নৌকাটি ডুবতে শুরু করল। বুকে ধরা শিশুপুত্রের চোখ বন্ধ ছবি ও যুবক পিতার বাঁচার আকুতিভরা সেই করুণ চিত্র বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে গেল। কিন্তু এগুলি কি বিশ্বনেতাদের হৃদয় টলাতে পেরেছে? হ্যাঁ, মৃত শিশু আয়লানের মর্মন্তুদ ছবি ইউরোপিয় নেতাদের বন্ধ দুয়ার ক্ষণিকের জন্য খুলে দিয়েছিল। তাতে লাখ খানেক সিরীয় শরণার্থী জার্মানীসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু এখন তারা আবার কঠোরতা আরোপ করছে। অথচ সিরীয় সংকটের মূলে ইউরোপীয়রাই দায়ী। তাদের নেতা আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাকের তৈল লুট করার হীন উদ্দেশ্যে সেখানে হামলা করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য মিথ্যা অভিযোগ তোলে যে, ইরাকে জনবিধ্বংসী মারণাস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর ইরাকীদের বিভক্ত করার জন্য সেখানে শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্ব উস্কে দেয়। অথচ এটা সেখানে কোনদিন কোন ইস্যু ছিল না। সাদ্দামের অনেক ব্যাটালিয়ন শী'আ যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। যারা ১৯৮০-৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ করেছে।

একই ডিভাইড এণ্ড রুল (বিভক্ত কর ও শাসন কর) পলিসি তারা সিরিয়াতেও শুরু করে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো 'উইকিলিক্সে' ফাঁস করা তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালে দামেস্কে কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম রোবাকের তারবার্তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকা সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সরকারের ভিতরে ক্যু সৃষ্টির চেষ্টা চালায় এবং বাইরে জনগণের মধ্যে শী'আ-সুন্নী বিভেদকে উত্তেজিত করে। যাতে শান্ত দেশটিতে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আর যাতে এজন্য ইরানকে এবং সঊদী আরব ও মিসরকে দায়ী করা যায়। পরবর্তীতে সেটাই হয়। ২০১১ সালে কথিত আরব বসন্তের সময় থেকে সঊদী আরব ও কাতার এমনকি তুরস্ক সুন্নী সন্ত্রাসীদের এবং ইরান শী'আ সন্ত্রাসীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে লালন করতে থাকে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাশার সরকারের বিরুদ্ধে এবং রাশিয়া বাশারের পক্ষে মাঠে নামে। সেই সাথে আইএস নামক এক ভয়ংকর দৈত্য সৃষ্টি করে তাদের নৃশংসতম কর্মকাণ্ডগুলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার করে বিশ্বব্যাপী 'ইসলামী সন্ত্রাস' নামের জুজুর ভয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে ভবিষ্যতে নো ফ্লাই জোন সৃষ্টি করে একচেটিয়াভাবে টন কে টন বোমা ফেলে লিবিয়ার ন্যায় ইরাক ও সিরিয়া সহ পুরা মধ্যপ্রাচ্যকে ধ্বংস অথবা বগলদাবা করা যায়। ২০১১ সাল থেকে সৃষ্ট সিরীয় সংকটে সেদেশের ২ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ইতিমধ্যে প্রায় পৌনে এক কোটির বেশী মানুষ হতাহত ও দেশছাড়া হয়েছে। বাকীরা মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে সবকিছু হারিয়ে ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছে। পথিমধ্যে ভূমধ্যসাগরে প্রতিদিন বহু শরণার্থীর সলিল সমাধি ঘটছে।

সঊদী আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরায়েন, আরব আমিরাত প্রভৃতি ধনকুবের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে। অথচ আগামী ২০২২ সালে বিশ্ব অলিম্পিকের ভেন্যু তৈরীর জন্য কাতার শত শত কোটি ডলার ব্যয় করছে। অন্যদিকে ইরান তার লালিত হাউছী সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ইয়ামনে সুন্নীদের হত্যা করছে। তার বিরুদ্ধে গত মার্চ থেকে সঊদী জোটের বিমান হামলায় প্রতিদিন সেখানে গড়ে ৪টি শিশু নিহত ও ৫টি শিশু পঙ্গু হচ্ছে। ফলে দলে দলে মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সাগরতীরে পড়ে থাকা মৃত শিশু আয়লান কি সেই নিহত শিশুদের প্রতিনিধি নয়?

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যখন দেখি সংকটের রাজনৈতিক সমাধান বাদ দিয়ে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাশে বসে আছেন হারামাইন শরীফাইনের খাদেম বাদশাহ সালমান দু'টি ফ্রিগেট খরিদ করার জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা ভুলে গেছেন যে, কিছুদিন আগেও তারা ছিলেন মিসকীন। শুষ্ক মরুর বুক থেকে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা তৈল বিক্রয়লব্ধ পয়সা আল্লাহ্র শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে তারা আজ তাদের কাছ থেকে খরিদ করছেন নিজেদের জন্য মারণাস্ত্র। নিজের ভাল পাগলেও বুঝে। সিরিয়া ও ইয়ামনে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা না করে সঊদী বাদশাহ এখন জার্মানীতে আশ্রয় নেওয়া সিরীয় মুসলমানদের জন্য সেদেশে ২০০ মসজিদ তৈরীর প্রস্তাব দিয়েছেন। এটা কি তাদের সাথে মসকরা নয়? এখন তারা সিরীয় শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ইউরোপীয়দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। এটাই কি তাহ'লে সমাধান? অথচ সিরীয়রা ইতিপূর্বে কখনো উদ্বাস্তু হয়নি। যেখানে বিশ্বের দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট উরুগুয়ের নেতা হোসে মুজিকা সিরীয় ইয়াতীম শিশুদের জন্য তাঁর বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন, সেখানে সঊদীআরবের অনাবাদী বিশাল ভূখণ্ড এবং রাজ পরিবারের শত শত প্রাসাদ কোন্ কাজে লাগছে? সম্প্রতি হারাম শরীফে অসময়ে প্রচণ্ড ধূলিঝড় ও বজ্রপাত ও তাতে ক্রেন ভেঙ্গে কয়েকশ' হাজীর হতাহত হওয়া কি আল্লাহ্র গযব নয়? ঐ গযব হারামের পাশে সঊদী বাদশাহ্র প্রাসাদে পড়া আদৌ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু পড়েনি কেবল হুঁশিয়ার করার জন্য। অতএব হে ইরান! হে সালমান! তোমরা সাবধান হও! ইহূদী-নাছারা চক্রান্তের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসো। অস্ত্র ফেলে দাও। আল্লাহ্র উপর পূর্ণভাবে ভরসা কর। শী'আ-সুন্নী বিদ্বেষ ভুলে যাও। আদর্শকে আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা কর। হে আল্লাহ! তুমি বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা কর- আমীন! *(স.স.)*।

আলোর পথ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন,

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ–

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ’তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করেছে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ’ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের খবর দিচ্ছেন যে, তার সন্তুষ্টির সন্ধানীদের তিনি শান্তির রাস্তাসমূহ দেখাবেন। অতঃপর তিনি বিশ্বাসী বান্দাদেরকে অবিশ্বাস, সন্দেহবাদ ও দ্বিধা-সংকোচের অন্ধকার থেকে বের করে সত্যের স্পষ্ট, উজ্জ্বল, প্রকাশ্য ও উদ্ভাসিত সরল পথের দিকে নিয়ে যাবেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের অভিভাবক হ’ল শয়তানেরা। যারা মানুষের মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতাকে শোভনীয় করে দেখায়। এর মাধ্যমে তারা তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বের করে নেয় এবং সেখান থেকে সরিয়ে অবিশ্বাস ও অপবাদের দিকে নিয়ে যায়।

আর সেকারণ এখানে আল্লাহ ‘নূর’ বা আলো-কে এক বচন এবং ‘যুলুমাত’ বা অন্ধকারকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। কেননা সত্য এক এবং অবিশ্বাসের পথ বহু। যার সবই মিথ্যা। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–

‘আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ’লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার’ *(আন‘আম ৬/১৫৩)*। এভাবে আল্লাহ সর্বত্র সত্যের পথ একটাই এবং মিথ্যার পথ অগণিত বলেছেন *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে ‘তাগূত’-এর কথা বলেছেন। যা একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় *(কুরতুবী)*। সেকারণ এখানে ক্রিয়াপদ বহুবচন হয়েছে এবং বলা হয়েছে, يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ‘তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকার সমূহের দিকে নিয়ে যায়’। অতঃপর পরিণতি হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে’।

এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাগূত ও তার অনুসারীরা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আর ‘তাগূত’ হ’ল শয়তান ও তার সাথীরা। যারা আলোর পথের অনুসারী মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে। এরা জিন ও ইনসান দুই জাতি থেকে হয়ে থাকে। জিন শয়তান মনের মধ্যে খটকা সৃষ্টি করে। আর মানুষ শয়তান সরাসরি সামনে এসে পথভ্রষ্ট করে।

الطَّاغُوتُ এসেছে طُغْيَانٌ মাছদার থেকে। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা, অবাধ্যতা করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ নূহের প্লাবণ সম্পর্কে বলেন, إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ‘যখন পানি সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমরা তোমাদের নৌকায় উঠিয়ে নিলাম’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/১১)*। জাহান্নামীদের দু’টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى– وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا– فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى– ‘অতঃপর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করল’ ‘এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিল’, ‘জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে’ *(নাযে‘আত ৭৯/৩৭-৩৯)*।

আলোচ্য আয়াতে ‘তাগূত’ অর্থ হ’ল সীমালংঘনের মাধ্যম آلة الطغيان যাকে দেখে বা পূজা করে বা অনুসরণ করে মানুষ সীমালংঘন করে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এগুলি বিভিন্ন হ’তে পারে। যেমন মূর্তি, ছবি, প্রতিমূর্তি, পূজার স্থান বা বেদী, নেতা বা অনুরূপ যেকোন ব্যক্তি বা বস্তু। যা মানুষকে আলোর পথ থেকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়।

কুরআনে তাগূত (الطَّاغُوتُ) শব্দটি ৮ জায়গায় এসেছে। বাক্বারাহ ২৫৬, ২৫৭; নিসা ৫১, ৬০, ৭৬; মায়েদাহ ৬০; নাহল ৩৬ ও যুমার ১৭। সব স্থানেই তাগূতকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। সেই সাথে তাদের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। যেমন নিসা ৫১ আয়াতে يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ‘তারা প্রতিমা ও শয়তানের উপর ঈমান আনে’ বলে উভয়টিকে ‘তাগূত’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইহূদী-নাছারা প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ইলাহী কিতাব তাওরাত-ইনজীল থাকা সত্ত্বেও তারা ধর্মের নামে মূর্তিপূজারী হয়েছে। এতবড় পাপ করেও তারা দাবী করত যে তারা মুসলমানদের তুলনায় অধিক সরল পথে রয়েছে *(ঐ)*। শয়তান তাদেরকে চমৎকার যুক্তি ও আকর্ষণীয় কথাবার্তার মাধ্যমে এমনভাবে হতবুদ্ধি করেছিল যে, বড় বড় ধর্মনেতা ও সমাজ নেতারা অবলীলাক্রমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের হাতে গড়া প্রাণহীন একটা মূর্তির সামনে

গিয়ে প্রণত হ'ত ও তার কাছে প্রার্থনা জানাতো।

এ যুগের মুসলিম ধর্মনেতারা মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে একইভাবে প্রার্থনা করছে ও সেখানে নযর-নিয়ায পেশ করছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা তাদের মূল নেতার কবরে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছে। তাদের ছবি-প্রতিকৃতিতে ফুল দিচ্ছে ও সেখানে গিয়ে নীরবে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকছে। মানুষ হত্যা করলেও বিচার নেই। কিন্তু নেতার ছবির অবমাননা করলে বা মূর্তির গায়ে ঢিল মারলে জীবন হারাতে হবে অথবা কারাগারে যাওয়াটা নিশ্চিত। আল্লাহ্র বিধান মানাটা ঐচ্ছিক। কিন্তু নেতাদের মনগড়া বিধান মান্য করা আবশ্যিক। শয়তানের প্ররোচনায় এরাই পথভ্রষ্ট মানুষের সর্বাধিক ভালবাসা পায়। এমনকি আল্লাহ্র চাইতে মানুষ তাদেরকেই বেশী ভালবাসে। কারণ জিন ও মানুষ শয়তানেরা তাদের ভক্তদের বুঝিয়েছে যে, এদের খুশীতে আল্লাহ খুশী। এদের অসীলাতেই মুক্তি। এমনকি বিনা চেষ্টায় মামলা খালাস। বিনা লেখায় পরীক্ষায় পাস। কেননা যে আল্লাহ্র হুকুমে পরীক্ষক একজনকে ১০০-এর মধ্যে ৯০ দেন। সেই আল্লাহ্র হুকুমে তিনি 'শূন্য' পাওয়া ছাত্রকে ১০০ দিতে পারেন। এরূপ নানাবিধ অপযুক্তির মাধ্যমে ধর্মের বেশধারী মানবরূপী শয়তানেরা ঈমানদারগণকে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করা ও তাঁর বিধানসমূহ মান্য করা থেকে বিমুখ করে। কর্মস্পৃহ মানুষকে নিষ্কর্মা করে। উদ্যমীকে হতোদ্যম করে। আশান্বিতকে আশাহত করে।

আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ– 'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে থাকে। আর যালেমরা (মুশরিকরা) যদি জানত যখন তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা (তাহ'লে তারা শিরকের ক্ষতিকারিতা ব্যাখ্যা করে দিত)। বস্তুতঃ আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

ইমাম রাযী (৫৪৩-৬০৬ হি.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র সমকক্ষ বা 'আনদাদ' কারা সে বিষয়ে বিদ্বানগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, এর অর্থ মূর্তি ও প্রতিমা। দ্বিতীয় হ'ল, ধর্ম ও সমাজ নেতারা। মানুষ যাদের অনুসরণ করে এবং হারামকে হালাল করে। এই দলের বিদ্বানগণ পূর্বেরটির উপর এটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনটি কারণে। (১) 'তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায়' বাক্যে 'তাদেরকে' সর্বনামটি প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য, প্রাণহীন মূর্তির জন্য নয়। (২) তারা জানে যে, মূর্তি একটি প্রাণহীন বস্তু মাত্র। যা কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। (৩) এই আয়াতের পরেই আল্লাহ বলেছেন, 'যেদিন অনুসরনীয়রা অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৬)*। এটাতো কেবল ঐ সময় সম্ভব যখন কাউকে মানুষ আল্লাহ্র সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করবে। যাদের প্রতি মানুষ ঐরূপ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করবে, যেরূপ করা উচিত ছিল আল্লাহ্র প্রতি'।[1]

অন্ধকারের লোকদের আকর্ষণীয় যুক্তিসমূহ

(১) বাপ-দাদাদের বিধান মান্য করা :

যখন তাদের বলা হয়, অহি-র বিধান মেনে চল। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদার বিধানসমূহ মেনে চলব *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*। এর বাইরে তারা কিছুই শুনতে চায় না। ইমাম রাযী বলেন, এটাই হ'ল তাক্বলীদ। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। (ক) যদি ঐ মুক্বাল্লিদকে বলা হয় যে, অন্যের তাক্বলীদ তখনই সিদ্ধ, যখন জানা যাবে যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপর আছে। এক্ষণে যদি তুমি তা না জানো, তাহ'লে কিভাবে তার তাক্বলীদ জায়েয হবে? আর যদি জানো যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপর আছে, তাহ'লে তোমার তাক্বলীদের প্রয়োজন কি?

যদি তুমি বল যে, ওসব আমার জানার বিষয় নয়। তাহ'লে তুমি স্বীকার করে নিলে যে, মিথ্যার অনুসরণ করা সিদ্ধ। এটির প্রতিবাদেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে তাদের বাপ-দাদাদের রীতি-নীতি অনুসরণ করে। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝেনা বা হেদায়াতের উপর থাকেনা'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করে' *(লোকমান ৩১/২১)*।

এখানে পথভ্রষ্ট বাপ-দাদাকে আল্লাহ সরাসরি শয়তান বলেছেন। অতএব অহি-র বিধানের বাইরে সবকিছুই শয়তাদের পথ। অত্র আয়াতে দলীলের অনুসরণের প্রতি তীব্র তাকীদ রয়েছে। যেন তারা বে-দলীল কোন কথা না মানে'।[2]

(২) ধর্মনেতাদের মনগড়া বিধান মান্য করা :

আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ– (التوبة ৩১)– 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

---

১. *তাফসীর কাবীর ৪/২৩০ পৃঃ।*
২. *তাফসীর কাবীর ৫/৭ পৃঃ।*

Contents

'আদী বিন হাতেম বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণ (বা রৌপ্যের) ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। এ সময় তিনি সূরা তওবাহ্র ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে, اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'ইহূদী-নাছারাগণ আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে'। তখন আমি বললাম, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা ওদের ইবাদত করি না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ 'তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ হালাল করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হারাম করে? তোমরা কি ঐসব বস্তু হালাল করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হালাল করে? 'আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৩]

উক্ত হাদীছের ও কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا. 'ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দেননি। বরং তারা তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে নির্দেশ দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[৪]

রবী' বলেন, আমি আবুল 'আলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, বনু ইস্রাঈলের মধ্যে রুবূবিয়াত কিভাবে প্রবেশ করল? তিনি বললেন, তারা যখন আল্লাহ্র কিতাবে তাদের ধর্মনেতাদের ফৎওয়া বিরোধী কিছু পেত, সেগুলিকে তারা প্রত্যাখ্যান করত। রাযী বলেন, আমাদের শায়েখ ও উস্তাদ বলেছেন, আমি একদল মুক্বাল্লিদকে দেখেছি, যখন তাদের সামনে আমি আল্লাহ্র কিতাব থেকে কোন আয়াত তেলাওয়াত করেছি যা তাদের মাযহাবের বিরোধী, সেগুলি তারা কবুল করেনি। বরং বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, কিভাবে এইসব আয়াতের উপর আমল করা সম্ভব? অথচ আমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে এর বিপরীত ফৎওয়া চলে আসছে? হে পাঠক! তুমি যদি গভীরভাবে দেখ, তবে দেখতে পাবে যে, এই ব্যাধি বিশ্ববাসীদের অধিকাংশের মধ্যে রয়েছে।

রুবূবিয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, কিছু জাহিল ও বাজে লোক তাদের শায়েখদের ও নেতাদের প্রতি সম্মানে বাড়াবাড়ি করে। ফলে তারা হুলূল ও ইত্তিহাদের ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। হুলূল অর্থ স্বয়ং আল্লাহ তার দেহে প্রবেশ করেন এবং ইত্তিহাদ হ'ল আল্লাহ ও বান্দা এক হয়ে যাওয়া। তখন ঐ শায়েখ যদি দুনিয়াদার হয় ও দ্বীন থেকে দূরের হয়, তখন সে তার শাগরিদ ও ভক্তদের তার প্রতি সিজদার আহ্বান জানায়। হুলূল ও ইত্তিহাদের ধোঁকায় ফেলে সে অনেক সময় নিজেকে ইলাহ দাবী করে। যদি এটা এই উম্মতের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহ'লে পূর্বের উম্মতগুলির পক্ষে কেন সম্ভব হবে না? বরং পূর্বের উম্মতের ব্যাধিগুলির সবই এই উম্মতের মধ্যে আছে'।[৫]

ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি.) ও ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হি.) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও এই উম্মতের মুক্বাল্লিদ লোকেরা ইহূদী-নাছারাদের মত আচরণ করে। উভয়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্য যেমন ডিমের সাথে ডিমের, খেজুরের সাথে খেজুরের ও পানির সাথে পানির।

অতএব হে আল্লাহ্র বান্দারা! হে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্র অনুসারীরা! তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা কিতাব ও সুন্নাহকে একপাশে রেখে দিলে। আর তোমাদেরই মত মানুষের দিকে রুজূ হ'লে? তোমরা তাদের মনগড়া বিধানসমূহের অনুসারী হ'লে? কিতাব ও সুন্নাতে যার ভিত্তি নেই এমনসব কাজ তোমরা করছ। আর তাদের তোমরা ডাকছ সর্বোচ্চ ভক্তির সাথে?[৬] নূহ (আঃ)-এর সময়কার প্রধান প্রধান ধর্মনেতা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে' *(নূহ ৭১/২৩)*।

(৩) সমাজ নেতা :

সচেতন ও যোগ্য লোকেরাই সাধারণতঃ সমাজনেতা হয়ে থাকেন। সমাজ পরিচালনার জন্য এটা আল্লাহ্রই প্রদত্ত্ব সৃষ্টিগত বিধান। পশু-পক্ষীর মধ্যেও এমনকি পানিতে ও জঙ্গলে সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ্র এ বিধান কার্যকর রয়েছে। এরা স্বভাবধর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্র বিধান মতে চললে সমাজ সুন্দর ভাবে চলে। আর বিপথে গেলে সমাজ বিপথে যায়। পৃথিবীর এই সুন্দর ব্যবস্থাপনাকে বিশৃংখল ও বিনষ্ট করার জন্য শয়তান এদের পিছনে কাজ করে থাকে। এরা পার্থিব লোভ-লালসা ও মন ভুলানো যুক্তি সমূহের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। প্রত্যেক নবীর যুগে এরাই ছিল অহি-র বিধানের সবচেয়ে বড় বিরোধী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

৩. *তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী, হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩; সনদ হাসান।*

৪. *তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত : ১৯৮৬) ১০/৮০-৮১; হা/১৬৬৪১। মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান পতনদশায় উক্ত হাদীছটি অতীব গুরুত্ববহ। এর মধ্যে হেদায়াতের আকাংখীদের জন্য রয়েছে সঠিক পথের দিশা।*

৫. *ফাখরুদ্দীন রাযী, তাফসীরুল কাবীর, (মিসর : বাহিইয়াহ প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৫৭/১৯৩৮ খৃ.) ১৬/৩৬-৩৮ পৃঃ।*

৬. *নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, তাফসীর ফাৎহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন; ভূপাল, ছিদ্দীকী প্রেস, ১২৯১ হি.) ২/২৪১-৪২; শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, (মিসর : বাবী হালবী প্রেস ১৩৫০ হি.) ২/৩৩৭ পৃঃ।*

Contents

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ 'এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়। যদি তোমার প্রভু চাইতেন, তাহ'লে তারা এটা করতে পারতো না। অতএব তুমি ওদেরকে ও ওদের মিথ্যা অপবাদসমূহকে ছেড়ে চল' *(আন'আম ৬/১১২)*।

সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে তার দোহাই দিয়ে এরা নবীদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইত। সেকারণ উক্ত আয়াতের পরপরই আল্লাহ স্বীয় শেষনবীকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ 'যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

অতঃপর অহি-র বিধান যে চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায়ের উৎস, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য আল্লাহ স্বীয় নবীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়ে বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১১৫)*।

বিশ্বের প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ্র সত্যবাণী প্রচারের অপরাধে (?) ইবলীসের শিখণ্ডী এইসব সমাজ নেতারাই নির্যাতন করত। এরাই লোকদের বলেছিল, لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না' *(নূহ ৭১/২৩)*। এভাবে তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছিল *(নূহ ৭১/২৪)*। এমনকি অতুলনীয় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ইউসুফ, দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এরাই মিথ্যা ও নোংরা অপবাদ সমূহ আরোপ করেছিল। যাতে মানুষ নবীদের অনুসরণ না করে এইসব দুনিয়া সর্বস্ব সমাজ নেতাদের অনুসারী হয়। আজও দেশে দেশে অহি-র বিধান পালনে এরাই সমাজ জীবনে সবচেয়ে বড় বাধা। যদিও তারা মুখে বলে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। এটা তারা অন্যের ক্ষেত্রে উৎসাহের সাথে প্রদর্শন করে থাকে। এমনকি ইসলামের নামে বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী পর্বে ও অনুষ্ঠানে এদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে এরা সদা খড়গহস্ত।

(৪) রাষ্ট্রনেতা :

অন্ধকার জগতের সবচেয়ে বড় নায়ক হলেন দুনিয়াদার রাষ্ট্রনেতারা। সেকারণ দরসে উল্লেখিত আয়াতের পরেই আল্লাহ ইরাকের সম্রাট নমরূদের সাথে ইবরাহীম (আঃ)-এর বাদানুবাদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীরা সাধারণতঃ অহংকারী হয়ে থাকে। তারা মনে করে 'আমাদের চাইতে ক্ষমতাশালী আর কে আছে? *(হামীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। যখন তাদের বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন পদমর্যাদার অহংকার তাদেরকে পাপে স্ফীত করে *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*। এই ক্ষমতাকে আল্লাহ বিরোধী পথে লাগানোর জন্য শয়তান তার যাবতীয় ক্রিয়া-কৌশল প্রয়োগ করে। নমরূদ ও ফেরাঊনের সভাসদরা যেমন সেযুগে দুষ্কর্ম করেছে, এযুগেও তেমনি আল্লাহবিরোধী রাষ্ট্রনেতারা তাদের সভাসদগণের মাধ্যমে দুষ্কর্মসমূহ করে থাকে। তারা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে। আল্লাহ্র বিপক্ষে কাজে লাগানোর জন্য শয়তান এদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেছে নেয়। দেশের সর্বত্র এদের মাধ্যমে খুব সহজে কুফর ও জাহেলিয়াত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর কিছু বুদ্ধিজীবী ও কথিত সুশীল লোক এদের সহযোগী হিসাবে মিথ্যাকে সত্য করার মিশন নিয়ে ময়দানে কাজ করে। এরা অনেক সময় ইসলামের দোহাই দিয়ে যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, পার্থিব জীবনে যার কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরের কথাগুলির ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। অথচ সে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি' *(বাক্বারাহ ২/২০৪)*। এরাই দেশে সমস্ত অশান্তি ও বিশৃংখলার মূল নায়ক। কিন্তু মুখে তারা শান্তির ফেরিওয়ালা হয়ে থাকে। এদের মুখোশ খুলে দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ- أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ- 'যখন তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো সংশোধনকামী'। 'সাবধান! ওরাই হ'ল অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু ওরা তা উপলব্ধি করে না' *(বাক্বারাহ ২/১১-১২)*। আজকের অশান্ত বিশ্ব কি এদেরই সৃষ্ট নয়?

(৫) অসৎ বন্ধু ও সংগঠন :

মানুষ মানুষ ছাড়া চলতে পারে না। তাই তাকে সর্বদা বন্ধু তালাশ করতে হয়। বন্ধু যদি সৎ হয়, তাহ'লে সে সৎ হয়। আর বন্ধু অসৎ হ'লে সে অসৎ হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর রীতির উপর হয়ে থাকে। অতএব দেখ সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে'।[৭] তিনি বলেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ '(ক্বিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে থাকবে'।[৮] আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

---

৭. *আহমাদ হা/৮০১৫; তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।*
৮. *বুখারী হা/৬১৬৮।*

Contents

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'মুমিন নর-নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*। পক্ষান্তরে কপট বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত সমূহ বন্ধ রাখে (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় থেকে কৃপণতা করে)' *(তওবা ৯/৬৭)*। তিনি আরও বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا 'যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে ত্বাগূতের পথে। অতএব তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল অতীব দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ঐসব লোকদের যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*। অতএব অসৎ বন্ধুর নিদর্শন হ'ল, সে সর্বদা শোভনীয় কথাবার্তা ও লোভনীয় প্রস্তাবসমূহের মাধ্যমে তার বন্ধুকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে রাখে এবং মন্দ কর্মে প্রলুব্ধ করে।

অন্ধকার থেকে আলোর পথে :

অন্ধকারের পথসমূহ না চিনলে মানুষ তা ছেড়ে আলোর পথে আসতে পারে না। উপরের আলোচনায় সে পথগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেগুলির একমাত্র পরিণাম দুনিয়াতে ব্যর্থতা ও আখেরাতে জাহান্নাম। এক্ষণে ঐসব পথ থেকে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজন কেবল দু'টি বস্তু : (১) বর্জন : অর্থাৎ অন্ধকারের পথ বুঝতে পারার সাথে সাথে তীব্র ঘৃণাসহ তা বর্জন করা এবং শয়তানকে বামে তিনবার থুক মেরে আলোর পথে ফিরে আসা। (২) গ্রহণ : অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট জান্নাতী পথের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে তা গ্রহণ করা এবং পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ্র উপর নিজেকে সোপর্দ করা। কেননা তিনিই বান্দার হায়াত-মউত এবং রুটি-রূযী ও মান-সম্মান সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করার অপার্থিব তৃপ্তি যখন সত্যসেবী মুমিন উপলব্ধি করে, দুনিয়ার ভোগবিলাস তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আর তখনই সে আলোর পথে পুরোপুরি চলে আসে এবং তার দিশারী হয়ে ওঠে। আর এটাই স্বাভাবিক যে আলোর পথের অভিসারী কখনই তার অপর ভাইকে জাহান্নামের আগুনে জীবন্ত পোড়ার মর্মান্তিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারে না। ফলে সে পাগলপারা হয়ে উঠবে নিজেকে ও অন্যকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য। সে তার সকল আরামকে হারাম করে ছুটবে প্রত্যেক আদম সন্তানের কাছে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সে সংগ্রাম করবে নবীগণের দেখানো পথে একাকী ও সংঘবদ্ধভাবে *(তওবা ৯/৪১)* সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় *(ছফ ৬১/৪)*। এর বিপরীত করলে পৃথিবী বিশৃংখলায় ভরে যাবে ও অগ্নিগর্ভ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ 'যারা (দুনিয়াতে) কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দান করেছিল, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা (পৃথিবীতে) অশান্তি সৃষ্টি করত' *(নহল ১৬/৮৮)*।

অতএব হে মানুষ! অন্ধকারের পথ ছেড়ে ফিরে এসো আলোর পথে। শয়তানের দেখানো চাকচিক্য সর্বস্ব লোভনীয় পথ ছেড়ে ফিরে এস আল্লাহ্র দেখানো ছিরাতে মুস্তাক্বীমের কনকোজ্জ্বল রাজপথে। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন- আমীন!

Contents

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

[২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

(৫ম কিস্তি)

আব্দুল মজীদের সাথে নওগাঁ কারাগারে আরো একজন ফাঁসির আসামী ছিল; নাম হামীদুল ইসলাম। সে তার ৮/১০ বছর বয়সী সৎ ভাইকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত। হামীদুলের জ্ঞান-গরিমাও আব্দুল মজীদের মত। কারাগারে এসে কোন রকমে কুরআন মাজীদ পড়া শিখেছে। আব্দুল মজীদ এবং হামীদুলের ফাঁসির দণ্ড ছাড়াও মামলা ছিল। কোন ফাঁসির আসামীকে সাধারণত জেলা কারাগারে না রেখে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। যেহেতু তাদের আরো মামলা ছিল, সে কারণে তাদেরকে নওগাঁয় রাখা হয়েছিল। অনেকে আপন জনের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করার সুবিধার্থে জেলা কারাগারে থাকার কৌশল হিসাবে ইচ্ছা করেই নিজে থেকে যেকোন মামলা দিয়ে রাখে।

আব্দুল জব্বার বিহারীর ক্রন্দন :

নওগাঁ জেলখানায় চৌকাতে কাজ করত আব্দুল জব্বার বিহারী। সাত বছর বয়সে অভাবের তাড়নায় বিহার প্রদেশ থেকে নদী পথে নৌকায় ভাসতে ভাসতে এসে নওগাঁ যেলার আত্রাই রেল ষ্টেশনে আশ্রয় নিয়েছিল। ধান উৎপাদনের এলাকা। মাঠে ধান কুড়িয়ে তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত সে। এভাবেই সে ধীরে ধীরে বড় হয়। সে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যায়। একদা এলাকার একজন প্রভাবশালী ধনী পরিবারের লোকের নযরে পড়ে যায়। তিনি তাকে বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানেই সে প্রতিপালিত হয়। তার মুখে কিছু কথা শুনা যাক-

প্রশ্ন : আপনি আহলেহাদীছ হ'লেন কিভাবে?

উত্তর : আমি তো জন্ম থেকেই আহলেহাদীছ। ভারতের বিহার রাজ্যের কলমিতলা আমার জন্মস্থান। আব্বা বড় মসজিদের ইমাম। একবার যারা আমীন বলে না, তাদের সাথে আব্বার বাহাছ হ'ল। প্রতিপক্ষের বড় বড় হুযূর বিরাট পাগড়ী-জুব্বা পরে মহিষের গাড়ী বোঝাই করে কিতাব নিয়ে হাযির হ'লেন। আব্বা তাদের সামনে ছোট্ট একটি ব্যাগে মাত্র তিনটি বই নিয়ে হাযির হ'লেন। বাহাছ আরম্ভ হ'ল। বিচারক ছিলেন হিন্দু জজ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের ধর্মের নাম কি? জবাব আসল, ইসলাম। জজ: আপনাদের ধর্মীয় কিতাব কি কি? উত্তর : পবিত্র কুরআন ও হাদীছ। জজ : আচ্ছা আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন ও হাদীছগুলি ইংরেজীতে নাম লিখে আমার কাছে জমা দিন। আমার আব্বা লিখলেন, (১) দি হলি কুরআন (২) দি হাদীছ বুখারী শরীফ (৩) দি হাদীছ মুসলিম শরীফ।

প্রতিপক্ষ জমা দিল : (১) দি হেদায়া (২) দি শরহে বেকায়া (৩) দি কুদূরী (৪) দি বেহেশতী জেওর ইত্যাদি।

জজ : আপনাদের ধর্মীয় কিতাব জমা দিন। উত্তর : স্যার এইগুলিই তো ধর্মীয় কিতাব। জজ : আপনারা কিছুক্ষণ আগেই বললেন, ধর্মীয় কিতাবের নাম কুরআন ও হাদীছ। এসব তো বলেননি। কুরআন ও হাদীছ জমা দিন। উত্তর স্যার এগুলিতো কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। জজ : আমি তো ব্যাখ্যা চাইনি, আমি মূল কিতাব চেয়েছি।

অতঃপর আব্বার দিকে তাকিয়ে জজ ছাহেব বললেন, আচ্ছা মওলানা ছাহেব! আপনি আপনার মূল কিতাব কুরআন শরীফ থেকে আমীন বলা দেখান। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে সূরা ফাতেহা বের করে দেখালেন যে তার শেষে আমীন লেখা আছে এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হবে তা দেখালেন বুখারী ও মুসলিম থেকে। জজ ছাহেব আব্বার পক্ষে রায় দিয়ে নিরাপত্তা প্রহরী দিয়ে আব্বাকে মসজিদে পৌঁছে দিলেন। তখন ঐ পাগড়ীধারী হুযূরগণ আব্বার উপরে ক্ষিপ্ত হ'ল। কিছু দিন পর কৌশলে আব্বাকে দাওয়াত দিয়ে রসগোল্লার মধ্যে বিষ প্রয়োগ করে তারা আব্বাকে মেরে ফেলল।

প্রশ্ন : আপনি ড. গালিব স্যারকে চিনলেন কিভাবে?

উত্তর : জেলখানায় আসার আগে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তবে তাঁর নামের সাথে পরিচিত ১৯৯৮ সাল থেকে। এক শুক্রবারে আমি নলডাঙ্গা হাটের মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করে বসে তাসবীহ-তাহলীল করছি। এমন সময় ইমামের সাথে মুছল্লীদের কিছুটা বাক-বিতণ্ডা শুনে এগিয়ে গেলাম। দেখি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) নামক একটি বই হাতে নিয়ে ইমাম ছাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, দেখুন এই বইটা কোন আজেবাজে লেখকের লেখা নয়। লেখক একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তিনি আহলেহাদীছদের আমীর। এতদিন আমাদের আমীর ছিল না। এখন আমাদের আমীর হয়েছেন। সুতরাং তাঁর কথা শুনতে হবে এবং মানতে হবে। এই বইয়ের নির্দেশ মোতাবেক আমি মোনাজাত করিনি। আমার ইমামতি থাক বা যাক আমি হাদীছের বিপরীত আমল করতে পারব না। ইমাম ছাহেবের দৃঢ় মনোবল দেখে মনে হ'ল তার পিছনে শক্ত খুঁটি আছে। লোকজন চলে যাওয়ার পরে আমি ইমাম ছাহেবের কাছে গিয়ে বইটি হাতে নিয়ে দেখি বইটি ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের লেখা। তাঁর একটি সংগঠন আছে, যার নাম 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। শাখারীপাড়ার মুযযাম্মেল মাওলানা তার সভাপতি ইত্যাদি শুনে গালিব স্যারের সাথে দেখা করার আগ্রহ হ'ল। পরের বাড়ী কাজ করার কারণে সময় হয়নি। তবে মনে বাসনা ছিল প্রবল। তাই জেলখানায় তাঁর খেদমত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছিলাম। কিন্তু আজ তিনি চলে গেলে সেই নেকী থেকে বঞ্চিত হব। তাই সহ্য করতে না পেরে কাঁদছি। শুনেছি তিনি নাকি বই লিখে বিক্রি করে তার দাম নেন না। সভা করে, ওয়ায করে টাকা নেন না। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা তাঁর

* *সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

Contents

প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে পাঁচ তলা বিল্ডিং করে হাদীছ ফাউণ্ডেশন নাম দিয়ে এক বিরাট ছাপাখানা তৈরী করেছেন। সেখান থেকে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বই-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ড. গালিব স্যার রাজশাহীর নওদাপাড়াতে এক মাদরাসা করেছেন। সেখানে লেখা-পড়া শিখে বড় আলেম হওয়া যায়। ছাত্ররা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করে। সেখানে একটি বড় ইয়াতীমখানাও আছে। ঐ মাদরাসায় লেখাপড়া শিখে ছাত্ররা বড় আলেম হ'তে মদীনায় যায়। এত বড় গুণী ব্যক্তির সাথে জেলখানায় আমার সাক্ষাৎ! এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আজ থেকে তা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সাথে বসে মনের কথাগুলি বলার সময়ও হ'ল না। যাওয়ার সময় দো'আ চাইব, কিন্তু মনের ব্যথায় মুখে কথা বের হচ্ছিল না। এই বলে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, হে আল্লাহ! তাঁকে মুক্তি দাও! তাঁর মান-সম্মান বৃদ্ধি কর, তাঁকে হেফাযত কর।

১৭ই আগষ্ট দেশব্যাপী বোমা হামলা :

১৭ই আগষ্ট সকাল বেলা অন্য দিনের মত লকাপ খুললে আমরা ব্যায়াম ও গোসল শেষ করে নাশতা খাচ্ছি, এমন সময় পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। সেল তালাবদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পর সুবেদার এসে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। গোটা দেশে ৬৩টি যেলায় এক সাথে বোমা ফাটিয়েছে। হতাহতের তেমন খবর পাওয়া যায়নি। তবে সারা দেশে আতংক বিরাজ করছে। জেলখানায় পাহারা জোরদার করা হয়েছে। আপনারা বের হবেন না। কখন যে কি হয়? কার ঘাড়ে দোষ যায়, বলা যায় না। বিকালের দিকে সুবেদার ছাহেব একটি লিফলেট হাতে এসে বললেন, 'জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ' উক্ত বোমা ফাটানোর দায়িত্ব স্বীকার করেছে এবং ইতিমধ্যে দুই/একটি যেলায় তারা ধরা পড়েছে। তখন জে.এম.বি. শব্দটি ছিল আমাদের কাছে নতুন। আমরা বলাবলি করছিলাম, তারা কোন দল, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? সালাফী ছাহেব বললেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থী একটি দল ইসলাম ধ্বংস করার জন্য তৈরী হচ্ছে। তাদের থেকে আপনারা সাবধান থাকুন। বোমা ফাটিয়েছে সেই দল। আমাদের নানা রকম মন্তব্য ও দুশ্চিন্তা করতে করতে দিন কেটে গেল। পরের দিন সকাল বেলা সুবেদার ছাহেব একটি কাগজে নিম্নের কোটেশন লিখে আমাদের শুনিয়ে বললেন, বলুন তো কে লিখেছেন? কোথায় লিখেছেন? 'জিহাদের অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্ত গংগা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদের ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র। আযীযুল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, আমি পারব, মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইয়ে উক্ত কথা লিখেছেন। সুবেদার ছাহেব হেসে বললেন, শাব্বাশ! আপনি ড. হ'তে পারবেন। আমীরে জামা'আতের এই লেখনীই আপনাদের মুক্তির পথ সহজ করবে ইনশাআল্লাহ।

আযীযুল্লাহ বলল, আমি আমীরে জামা'আতের আরো অনেক বক্তৃতার কথা শুনাতে পারি। যেমন তিনি বলেন, 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র যুদ্ধে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘর-বাড়ী, এমনকি লেখা-পড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেই যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি! ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হউক এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়?

সুবেদার ছাহেব বললেন, তাহ'লে আমীরে জামা'আতের অনুরূপ বক্তব্যগুলি এক জায়গায় করে প্রচার করা আপনাদের কর্তব্য। আমরা বললাম, আমাদের দেখা আসলে পরামর্শ দেব।

একদিন সুবেদার ছাহেব এসে বললেন, আপনারা যে, জি.এম.বি, নন, তার প্রমাণ সরকার পেয়ে গেছে। কারণ গোয়েন্দাদের হাতে একটি চিঠি ধরা পড়েছে তাতে লেখা আছে, ড. গালিবকে যেখানে পাও, সেখানেই বাধা দাও। বাড়াবাড়ি করলে একদম বাঁধ ভেঙ্গে দিও। তিনি আমাদের প্রধান শত্রু'। চিঠিটি লেখা ছিল আরবীতে। সুবেদার ছাহেব বললেন, আমার ধারণা আপনারা অতি দ্রুত ছাড়া পাবেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার মুখের কথা কবুল করুন।

জেএমবি আসামী : ১৭ই আগষ্ট ২০০৫ জামা'আতুল মুজাহিদীন কর্তৃক সারাদেশে একযোগে বোমা হামলায় নওগাঁ যেলাও বাদ পড়েনি। নওগাঁ শহরে আদালত পাড়া, মুক্তির মোড়, বাস স্ট্যান্ডসহ মোট ৫টি পয়েন্টে সেদিন বোমা ফাটানো হয়। তবে সে হামলায় নওগাঁয় কেউ আহত হয়নি। উক্ত হামলার পর নওগাঁ যেলায় প্রথমে মাত্র একটি ছেলে ধরা পড়ে। ছেলেটির নাম আব্দুল কাইয়ূম। বয়স ২০-এর আশেপাশে। গায়ের রং ফর্সা, হালকা পাতলা গড়ন। তেমন মেধাবী মনে হ'ল না। কিন্তু ইবাদত-বন্দেগীতে যাথেষ্ট অগ্রগামী। আমরা রুম থেকে বের হয়ে তার রুমের সামনে আসার সাথে সাথেই সুন্দর করে সালাম দেয়। মাঝে-মধ্যে তার সাথে আলোচনা করে জেএমবির কার্যকলাপ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতাম। আমরা তাকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বুঝাতাম যে, ইসলামে চরমপন্থার কোন স্থান নেই। মুহতারাম আমীরে জামা'আত যখন নওগাঁ কারাগারে আসতেন ও থাকতেন, তখন আব্দুল কাইয়ূমকে তিনি খুব সুন্দর করে এসব বিষয়ে বুঝাতেন। আব্দুল কাইয়ূম মুহতারাম আমীরে জামা'আতের

কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতো। বিশেষ করে কুরআনের যে আয়াতগুলো তারা অপব্যাখ্যা করে থাকে, সেই আয়াতগুলো তাকে বেশী বেশী বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

দু'তিন মাস পরের কথা। জানতে পারলাম, আমাদের পিছনের সেলে ৭/৮ জন নতুন আসামী এসেছে। তারা সবাই নাকি জেএমবির সদস্য। পরে জানা গেল তাদের সকলের যামিন হয়ে গেছে। কারণ তাদেরকে নিতান্তই সন্দেহের বশে ধরা হয়েছিল। এর কিছুদিন পর জেএমবির পরিচয়ে আবার কয়েকজন নতুন আসামী কারাগারে আসল। তারা নাকি নওগাঁর কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঁশ বাগানে বসে হামলার পরিকল্পনা করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে গিয়ে তাদেরকে বিস্ফোরক দ্রব্যসহ গ্রেফতার করে। তারা সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তবে শিক্ষিত। দু'একজন বাদে সকলেই ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক। এক পর্যায় তাদেরকে আমাদের সেলের একটি কক্ষে রাখা হ'ল। ফলে তাদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হ'ল। আব্দুল কাইয়ূমের মত তাদের কাছেও আমাদের দাওয়াতী কাজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আলেম মানুষতো, এ কারণে অন্যের মত তারা সহজে বুঝতে চাইতো না। এক পর্যায় তাদের নামে ৪/৫টি মামলা দেওয়া হয়। আমরা বের হওয়ার পরে জানতে পারি তাদের প্রত্যেকের কোন মামলায় ৩০ বছর, কোন মামলায় ১৪ বছর, কোন মামলায় ১০ বছর এমনি করে প্রত্যেকের ৮৫/৯০ বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে।

এরপর জেএমবির আরেক সদস্য আসল। নাম হাফেয মিনহাজ। বাড়ি বগুড়া, বয়স ২০-এর কম। ছেলেটির পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। নওগাঁয় একটি হাফেযী মাদ্রাসায় থাকতো। সে জেএমবির সক্রিয় সদস্য ছিল। কপাল দোষে ছেলেটি গ্রেফতার হয় ও সাজা ভোগ করে। মিনহাজ বলেছে, একদিন সে তার এক সাথী ভাইকে ফোন করে। সে তখন রাজশাহীতে র‍্যাবের হাতে বন্দী সেটা মিনহাজ জানতো না। র‍্যাব তাকে বলে, তুমি যে আমাদের কাছে বন্দী আছো তা ওকে বলবে না। তুমি স্বাভাবিক কথা বলে কৌশলে ও এখন কোথায় আছে সেটা জেনে নেও। মোবাইলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মিনহাজ তুমি এখন কোথায়? সে বলে, আমি আমার মাদ্রাসায় আছি। তখন তাকে বলা হয়, তুমি থাকো আমি আসছি। র‍্যাব তখন রাজশাহী থেকে ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত নওগাঁয় এসে সেই মাদরাসা থেকে মিনহাজকে গ্রেফতার করে সরাসরি রাজশাহী নিয়ে চলে যায়। সেখানে তাকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বীকারোক্তি আদায় করে নওগাঁর সদর থানায় হস্তান্তর করে। কিন্তু বাইরের যোগাযোগের কারণে হোক অথবা ভুল করে হোক নওগাঁ থানা মিনহাজের নামে কোন মামলা না দিয়ে ৫৪ ধারায় তাকে কারাগারে প্রেরণ করে। কোন দিন তাকে কোর্টেও নেয় না, আবার তার যামিনও হয় না। এমনিভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। এমতাবস্থায় একদিন কারাগার পরিদর্শনে গেলেন নওগাঁর পুলিশ সুপার মহোদয়। কেউ কারাগার পরিদর্শনে গেলে সেদিন কারা অভ্যন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নসহ সর্বস্তরে অন্য রকম সাড়া পড়ে যায়। আর কে পরিদর্শনে আসছেন তাও আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এদিন মিনহাজ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, আমার রুমের সামনে এসপি ছাহেব আসলে আমার বিষয়টা তাঁকে সরাসরি বলব। যথারীতি এসপি ছাহেব কারাগারে প্রবেশ করলেন, ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের সেলে ঢুকলেন। আমাদের সাথে বিশেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে অনেকক্ষণ খোশগল্পের মত আলাপ করলেন। এরপর মিনহাজের পালা। এসপি ছাহেব যখন তার রুমের সামনে গেলেন, তখন সে তাঁকে সালাম দিয়ে বলল, স্যার আমি বিনা বিচার এভাবে কতদিন জেলের ভিতরে পঁচবো? এসপি ছাহেব বললেন, কেন, তোমার কি মামলা? সে বলল, আমার কোন মামলা নেই, ৫৪ ধারায় আটক দেখানো হয়েছে। এসপি ছাহেব বললেন, তোমার সমস্যা কি? মিনহাজ বলল, আমাকে জেএমবি সন্দেহে ধরা হয়েছে। তখন এসপি ছাহেব বললেন, আমার জেলায় কোন জেএমবি তো ৫৪ ধারায় থাকার কথা না। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বিষয়টির নোট নিতে বললেন।

এক অথবা দুইদিন পর মিনহাজের আদালতে ডাক পড়ল। যথারীতি তাকে পরপর দু'বারে সম্ভবত ৮ বা ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ড নিল। রিমান্ড শেষে মিনহাজ ফিরে আসলে জানতে পারলাম, স্বীকারোক্তিতো আদায় করেছেই, সেই সাথে যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। অবশেষে মিনহাজ আব্দুল কাইয়ূমের কেস পার্টনার হয়ে গেল। অর্থাৎ তাকে আব্দুল কাইয়ূমের মামলায় 'শোন এ্যারেষ্ট' আসামী করা হ'ল। উক্ত মামলায় উভয়কে নিম্ন আদালত ফাঁসির দণ্ড প্রদান করে। পরে উচ্চ আদালতে আপিল করলে তাদের সাজা কমিয়ে ১০ বছর কারাদণ্ড প্রদান করে। উক্ত সাজা ভোগের পর বর্তমানে তারা মুক্ত।

নেশাখোর আসামী : একদিন এক আসামীকে হাতে-পায়ে বেড়ী ও দড়ি বেঁধে আমাদের সেলে আনা হ'ল। লোকটি যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি শক্তিশালী। একতলা ভবনের প্রতিটি সেলে ৫টি করে রুম। আমরা এক প্রান্তের পাশাপাশি দু'টি রুমে আছি। ছেলেটিকে অপর প্রান্তের শেষ রুমে একা রাখা হ'ল। জানতে পারলাম, লোকটিকে গাজা বা হেরোইন খেতে বাধা দেওয়ার কারণে নিজের স্ত্রীকে দরজার হাক (যা দিয়ে দরজা আটকানো হয়) দিয়ে বাড়ি মেরে আহত করেছে। স্ত্রী চিৎকার করতে করতে বাথরুমে গিয়ে দরজা আটকে দিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। বৌমার চিৎকার শুনে নেশাগ্রস্ত ছেলেকে বকাঝকা করতে করতে মা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। ছেলে তখন নেশার ঘোরে হাতে থাকা সে হাক দিয়ে সজোরে মায়ের মাথায় বাড়ি মারে। এক বাড়িতে মা মাথা ফেটে ওখানেই মারা যান। মায়ের এই অবস্থা দেখে বাবা ছুটে আসেন, বাবাকেও অনুরূপ এক বাড়ি মারে। বাবাও ঐ

Contents

জায়গায় শেষ। এরপর সে উন্মাদের মত বাড়ির ছাদের উপরে উঠে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। এ অবস্থা দেখে পাশের বাড়ির লোকজন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখে এই পরিস্থিতি। পুলিশ ও জনগণ এসে তাকে বাড়ির ছাদ থেকে গ্রেফতার করে এবং তার আহত স্ত্রীকে বাথরুম থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে।

ঘটনা জানতে পেরে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তখন মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ কি জন্য নেশাকে হারাম করেছেন, তার বাস্তব প্রতিফল দেখে নাও। একথা বলে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে নেশার কুফলের উপর নাতিদীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দিলেন।

এই ছেলেকে কারাগারে আনার পর থেকে সে অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করছে। কারাগারের ম্যাট-পাহারা সবাই তার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। তাকে খাবার দেওয়ার সময় খুব সতর্কভাবে দিচ্ছে। যাতে করে সে তাদের উপর আক্রমণ করতে না পারে। রাত গভীর হয়েছে, আমরা সবাই যে যার মত ঘুমিয়ে পড়েছি। আমরা তিনজন এক রুমে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত একা অন্য রুমে। হঠাৎ দেখি প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে গোটা ভবন কাঁপছে। ঘুম ঘেঙে গেল। ভাবলাম ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? কিন্তু না, পরক্ষণে বুঝতে পারলাম ঐ ছেলেটা তার সেলের লোহার দরজা ধরে নিজের যথাশক্তি প্রয়োগ করে সজোরে ঝাঁকি দিচ্ছে। বাবু (কারারক্ষী) বলছে, স্যার, ও কোন কথাই শুনছে না। সারা রাত আমাদের কারো আর ঘুম হ'ল না। সকালে উঠে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বললেন, নূরুল ইসলাম! আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। এই ছেলেকে এভাবে আমাদের সেলে রাখা কোন ষড়যন্ত্র নয়তো? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যুগে যুগে বহু মনীষীকে কারাগারে নানা কৌশলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। যাতে তারা আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হ'তে বাধ্য হয়। বাস্ত বতা এই যে, ঐ ছেলেটা যতদিন আমাদের সেলে ছিল, তত দিন তার অত্যাচারে আমরা কেউই ঠিক মত ঘুমাতে পারিনি।

জানতে পারলাম, ছেলেটি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নওগাঁ শহরেই দোতলা বাড়ি, বেশ ধনী লোক। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ওর নিকটাত্মীয়রা তাকে মানসিক রোগী সাজিয়ে মামলা থেকে মুক্তির চেষ্টা করে। সেই সূত্র ধরে তাকে নওগাঁ কারাগার থেকে চিকিৎসার অজুহাতে পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেটি সেল থেকে বিদায় হওয়ায় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সার্জন নূরুল ইসলামের 'আহলেহাদীছ' আক্বীদা গ্রহণ :

সিভিল সার্জন নূরুল ইসলাম নওগাঁ শহরের একজন সুপরিচিত বিজ্ঞ ডাক্তার। বয়স ৮১ বৎসর। জমি-জমার দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে মারামারিতে তার জমির উপরে এক চেয়ারম্যান নিহত হয়। উক্ত মামলায় তার ফাঁসির রায় হয়। আমরা বিকালে সেলের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি। এমন সময় দেখি আমাদের সেলের পাশের রুমে ডাঃ নূরুল ইসলাম ছাহেবকে নিয়ে হাযির। ডাক্তার ছাহেব কাঁদছেন আর আল্লাহকে ও জজ ছাহেবকে বেপরোয়াভাবে ফাহেশা কথায় গালি দিচ্ছেন। তার কান্না দেখে এগিয়ে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তিনি তো আমাদের দেখে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আলেম-ওলামাকে গালি দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর শান্ত হ'লে তার খাবার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সেবা-যত্নের মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লকাপ বন্ধ হ'লে চলে আসলাম। পরের দিন ভোরে লকাপ খুললেই তার কাছে গিয়ে ছালাতের কথা বলতেই তিনি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ছালাতী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নানা রকম মন্তব্য করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ নেই বলে মত প্রকাশ করতে থাকলেন। সেদিন আমরা তার কথার প্রতিবাদ না করে তাঁকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে চলে আসলাম। পরের দিন ঠাণ্ডা পরিবেশ দেখে তার কাছে গিয়ে দাদু বলে ডেকে গল্পের সূচনা করলাম। এক পর্যায়ে তার ফাঁসির রায়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বিস্তারিত ঘটনা বললেন।

যার সারসংক্ষেপ হ'ল, ২২ বিঘা জমি এক হিন্দু প্রথমে ডাক্তার ছাহেবের কাছে বিক্রি কবলা করে। তার তিন মাস পরে গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে পুনরায় বিক্রি করে ভারতে পালিয়ে যায়। ঐ জমি দখল নিয়ে মারামারি হয়। প্রতিপক্ষ তাকে হত্যা করার জন্য ফালা উত্তোলন করতেই তিনি লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে আত্মরক্ষা মূলক গুলি করেন। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চেয়ারম্যানের বুকে লাগে এবং তিনি নিহত হন। এই সময় সমস্ত লোক জন পালিয়ে যায়। তখন আমার কোট খুলে চেয়ারম্যানের গায়ে পরায়ে দেওয়া হয়। ডাক্তারি রিপোর্টে প্রমাণ করা হয় যে, শরীরের গুলির আঘাত কিন্তু কোট ছিদ্র হয়নি। এটা কি করে হয়? সুতরাং সে নিজেই আত্মহত্যা করেছে অথবা তার নিজের লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে। কেস চলতে থাকে থানা, কোর্ট, সাক্ষী, উকিল, জজ সবার সঙ্গে কথা বলা সব ঠিক করা হয়। কিন্তু রায়ের দিন নতুন জজ এসে হঠাৎ ফাঁসির রায় ঘোষণা করে। একেই বলে তকদীর। একেই বলে কপালের লিখন। বললাম, আচ্ছা ডাক্তার ছাহেব! আপনিই বললেন যে আল্লাহ বলতে কিছু নেই। আবার আপনিই বলছেন তকদীর? বললেন, শুনুন! আমি তো হুযূরদের উপর রাগ করে বলেছি। আচ্ছা বলুন তো যে মারা যায় তার রূহ আবার কিভাবে মীলাদের মাহফিলে হাযির হয়? আর তার সম্মানে আমাদের দাঁড়াতে হবে? আচ্ছা মীলাদে যদি এত বরকত হয়, তাহ'লে হুযূরের বাড়ীতে মীলাদ হয় না কেন? হুযূর বলেন, ছালাত মানুষকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে। তাহ'লে যে হুযূর ২২ বছর ধরে আমার মসজিদে ইমামতি করল, সে আবার কি করে ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল? সেদিন খেদু তার বউয়ের উপর রাগ করে বউকে তিন তালাক দিল। আর হুযূর তাকে হিল্লা করার জন্য তাকে বিয়ে করে বউ নিয়ে পালালো। এইগুলি যদি ইসলাম হয়, তো সে ইসলাম আমি মানি না।

Contents

তিনি বললেন, হুযূরদের আল্লাহ ধরতে পারে না, শুধু আমাকে দেখতে পায়? আমি বললাম, দাদু আল্লাহ্‌র শানে এসব কথা বলতে হয় না। আমাদের দেশে ইসলাম দুই প্রকার। এক. পপুলার ইসলাম, দুই. পিওর ইসলাম। পিওর ইসলামে মীলাদ নেই, হিল্লা নেই। আমরা সেই পিওর ইসলামে বিশ্বাসী। বললেন, আচ্ছা! পিওর ইসলাম কেমন? বললাম, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেমন আছে, আমরা তেমনভাবেই ইসলাম মেনে চলি। আমরা মনে করি আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তিনি আপনাকে ফাঁসিও দিতে পারেন, তিনি আপনাকে বাঁচাতেও পারেন। অতীতে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে। আমীরে জামা'আতের থিসিসের মধ্যে পড়েছি 'সাতক্ষীরার মর্জুম হোসেনের ফাঁসির দড়ি তিনবার ছিঁড়ে গেলে ইংরেজ বিচারক ফাঁসির রায় বদলিয়ে তাকে মুক্তি দেয় *(থিসিস পৃঃ ৪২১)*। তখন উনি বললেন, মাওলানা ছাহেব আমাকে ছহীহ শুদ্ধভাবে নামায শিখিয়ে দিন। বললাম, আমরা নামায বলি না, আমরা ছালাত বলি। নামায অর্থ কুর্ণিশ করা। আর ছালাত অর্থ আল্লাহ্‌র শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা। মৌলভীদের কাছে যা শিখেছি সবই ভুল। আমরা ডাক্তার ছাহেবকে ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিলাম। তিনি ছালাত সহ যাবতীয় আহকাম মাঝে-মধ্যে জিজ্ঞেস করে শুদ্ধ করে নিতেন। তিনি রাজনীতির বিষয়টি নিয়ে সালাফী ছাহেব ও আযীযুল্লাহ্‌র সাথে তর্ক করতেন। সবশেষে তিনি প্রচলিত রাজনীতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্‌র রহমতে আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। নইলে আমি নাস্তিক হয়েই মারা যেতাম। তাকে জেলখানায় রেখেই আমাদের বিদায় নিতে হ'ল। বিদায় ক্ষণে তিনি অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জন্য ও আমাদের জন্য দো'আ করলেন এবং তাঁর মুক্তির জন্য দো'আ চাইলেন। বর্তমানে আপিলের মাধ্যমে তিনি মুক্তি পেয়ে ছহীহ আক্বীদার উপরে টিকে আছেন।

ম্যাট-পাহারা : কারা বিধি অনুযায়ী যারা সশ্রম সাজাপ্রাপ্ত আসামী তাদের অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল কারাগারের বন্দীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা। তাদের তিন বেলার খাদ্য প্রস্তুত করা, সময় মত তা বন্দীদের মাঝে সরবরাহ করা, সকাল-সন্ধ্যা দরজা খোলা ও বন্ধ করা, কারাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বন্দীদের কারা অভ্যন্তরে সুশৃঙ্খলভাবে রাখা ইত্যাদি। আমরা যখন নওগাঁ কারাগারে গেলাম, তখন আমাদের সেলের কাজ-কর্মের দায়িত্বে ছিল একজন বিহারীর, যার নাম মোঃ আব্দুল জব্বার, বয়স ৫০-এর উপরে। তার বাড়ি নওগাঁ রাণীনগর থানায়। লোকটি খুব সুন্দর এবং নির্ভুলভাবে উর্দূ ভাষায় কথা বলতে পারতেন। লোকটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বিচক্ষণ। সেলের ম্যাট-পাহারা হিসাবে আর যারা আসতো প্রতি মাসেই তারা পরিবর্তন হয়ে নতুন নতুন লোক আসতো। কিন্তু বিহারীর পরিবর্তন হ'ত না। তার বিষয়ে ইতিপূর্বে বলেছি।

এক দিন রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একজন পুরাতন কয়েদী বদলী হয়ে নওগাঁ কারাগারে এল। তার নাম বাচ্চু। তাকে প্রথমে আমাদের সেলের একটি রুমে রাখা হয়। বদলী হয়ে আসা কোন আসামীকে আসার পরপরই কোন কাজ দেওয়া হয় না। প্রথমে তাকে কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। বাচ্চুর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

বাচ্চুর বাড়ি ময়মনসিংহ যেলায়। সে একটি হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। ঘটনার সময় বাচ্চুর বয়স ১৪ বছরের কম হওয়ায় কিশোর আইনে তাকে ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন অর্থাৎ ৩২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। বাচ্চু ধবধবে ফর্সা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চতুর এবং অভিজ্ঞ ম্যাট। অনেক ক্ষেত্রে কারা কর্মকর্তারাও তার বুদ্ধির কাছে হার মেনে যায়। সে দীর্ঘ দিন রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রধান ম্যাটের দায়িত্ব পালনসহ সিআইডি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে। কারা অভ্যন্তরে কারারক্ষী, জামাদার, সুবেদার প্রভৃতি নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মচারী-কর্মকর্তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করছে কি-না, এ বিষয়ে বাচ্চু সিআইডি হিসাবে জেলার বা সুপার ছাহেবকে রিপোর্ট করত। তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নাকি অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর কমবেশী বিভাগীয় শাস্তিও হয়েছে। কারাগারের পুরাতন কয়েদীর প্রায় সকলেই এক নামে বাচ্চুকে চেনে। কারণ সে দীর্ঘ কারা জীবনে বিভিন্ন মেয়াদে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের দশটি বড় বড় কারাগারে বদলি হয়েছে। নিজের দীর্ঘ কারাজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একদিন বাচ্চু বলে, স্যার! একবার রাজনৈতিক কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০/৬০ জন শিবিরের ছাত্রকে ধরে কারাগারে পাঠাল। কারাগারে তাদেরকে এক সাথে রাখা যাবে না। আবার শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল তাদেরকেও এক ওয়ার্ডে রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু এতগুলো ছেলের মধ্যে কিভাবে সেটা বাছাই করা যাবে, এ নিয়ে কারা প্রশাসন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাচ্চু বলল, স্যার, চিন্তা করবেন না, ও দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি তখন তাদের কাছে গিয়ে বললাম, দেখেন আপনাদের সকলকে আমরা এক ওয়ার্ডে জায়গা দিতে পারবো না। ৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করে রাখব। এখন আপনাদের যার যার সাথে ভাল বন্ধুত্ব আছে, তারা তারা মিলে নিজেরা ৫ ভাগে ভাগ হন। তখন সবাই খুশি হয়ে যার যার বন্ধুর সাথে মিলে ৫ ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমি তখন তাদের প্রত্যেক দল থেকে একজন একজন করে নতুন দল করে আমাদের মত করে সাজিয়ে নিলাম। আমার বাছাই কৌশল দেখে কর্তৃপক্ষ খুব খুশি হয়ে গেল। এক পর্যায় বাচ্চুকে বিহারী ছাহেবের সাথে আমাদের সেলেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল।

[চলবে]

Contents

আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের স্বরূপ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(পঞ্চম কিস্তি)

আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর অভিমত : তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন তা কোন পরিবর্তন, প্রত্যাখ্যান, সাদৃশ্য বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন ব্যতিরেকে বিশ্বাস করা। তারা (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত) বিশ্বাস করে যে, তাঁর সাদৃশ্য কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তারা প্রত্যাখ্যান করে না ঐ সমস্ত গুণাবলীকে যেসব গুণে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। তারা আল্লাহ্র কালামকে স্বীয় স্থানচ্যুত করেন না এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করেন না। তারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীকে অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করেন না। তারা সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে স্রষ্টার গুণাবলীকে সাদৃশ্য দান করেন না এবং স্বরূপও বর্ণনা করেন না। কেননা তিনি মহান ও পবিত্র। তাঁর কোন সমকক্ষ ও শরীক নেই। আর তাই আল্লাহ্র সাথে তাঁর সৃষ্টজীবের কোন প্রকার তুলনা করা চলে না। তিনি তাঁর নিজের ও অপরের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি সত্যবাদী ও সর্বাপেক্ষা সঠিক কথা বলেন।'[১]

ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ছাহাবায়ে কেরাম আহকাম সম্বলিত মাসআলা সমূহের অনেক ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। অথচ তাঁরা হ'লেন মুমিনদের মাঝে নেতৃস্থানীয় এবং উম্মতের মাঝে পরিপূর্ণ ঈমানদার। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা আল্লাহ্র নাম, গুণাবলী ও কর্ম সংক্রান্ত মাসআলা সমূহের একটি মাসআলাতেও মতবিরোধ করেননি। বরং তাঁদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা এক বাক্যে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা তাতে কোন প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যা করেননি, প্রত্যাখ্যান ও পরিবর্তন করেননি এবং কোন প্রকার উদাহরণ পেশ করেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কখনো বলেননি যে, এসব ছিফাতের আসল অর্থ না করে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে। বরং সেটা যেরূপে বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেরূপেই গ্রহণ করেছেন ও মেনে নিয়েছেন।'[২]

এ সম্পর্কে বিভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলরা বিভক্ত হয়েছিল ৭২ ফিরক্বায়; আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরক্বায়।'[৩]

এই ফিরক্বাবন্দীর মূল উৎস হ'ল আক্বীদাহ। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্বীদাগত ফিরক্বাবন্দীর মূল কারণ হ'ল তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্ট ধারণা। আর একে কেন্দ্র করেই মুসলমানরা দু'টি বিভ্রান্ত ফিরক্বায় বিভক্ত হয়েছে। (১) মু'আত্তিলাহ- যারা আল্লাহ্র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে বাতিল পথ অনুসরণ করেছে। (২) মুশাব্বিহা বা মুজাসসিমা- যারা আল্লাহ্র ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাঁর ছিফাতকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। প্রথম দল, যারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করে তারা আবার তিনটি দলে বিভক্ত। যেমন-

(১) الجهمية (জাহমিয়্যাহ) : এরা জাহম বিন ছাফওয়ান সামারকান্দী (মৃত ১২৮ হিঃ)-এর অনুসারী। হিজরতের দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে বানী উমাইয়া যুগের শেষের দিকে এবং তাবেঈনদের শেষ যামানায় পারস্যের খোরাসান প্রদেশ থেকে এই জাহমিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 'সর্বেশ্বরবাদ' (وحدة الوجود) তথা 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন' মতবাদের প্রবর্তক হ'ল জা'দ বিন দিরহাম (মৃত ১১৮ হিঃ)। সে আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করতঃ তাঁকে নির্গুণ বলে দাবী করত। তদানীন্তনকালের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম তাকে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। তারই ছাত্র জাহম বিন ছাফওয়ান সামারকান্দী (মৃত ১২৮ হিঃ) তার ভ্রান্ত মতবাদগুলো জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকে।[৪]

ইবনুল মুবারাক, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, জাহমিয়াদের সকল দলই আল্লাহ্র ছিফাতকে অস্বীকার করে।[৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সালাফে ছালেহীনের নিকট আল্লাহ্র ছিফাতকে অস্বীকারকারীরা হ'ল জাহমিয়্যাহ।[৬]

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় আল্লাহ্র সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করে। এমনকি এ সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ আল্লাহ্র নাম সমূহকেও অস্বীকার করে। এরা বলে যে, আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী কোনটাই সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। এ মর্মে তাদের যুক্তি হ'ল যদি আপনি আল্লাহ্র নাম সাব্যস্ত করেন তাহ'লে তাঁকে সৃষ্টিজীবের নামের সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করলেন। আর যদি তাঁর গুণাবলী সাব্যস্ত করেন তাহ'লে সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর সাথে তাঁর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করলেন। তাই আমরা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী কোনটাই সাব্যস্ত করি না। তারা আরো বলে যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্র নাম ও

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; প্রধান দা'ঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরক্বান সেন্টার, হূরা, বাহরাইন।*

১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৩০ পৃঃ; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসেত্বিয়া, (দারু ইবনিল জাওযী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৭ হিজরী), পৃঃ ৭৪-৮৫।*

২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, (দার ইবনুল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৫ হিজরী) ২/৯১ পৃঃ।*

৩. *তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩; তারাজু'আতুল আলবানী হা/১১।*

৪. *ইমাম বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ ওয়ার রদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ, (মাকতাবা দারুল হিজায, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৪), পৃঃ ১৪৫।*

৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/২২৯ পৃঃ।*

৬. *ঐ, ১৪/৩৪৯ পৃঃ।*

Contents

গুণাবলী নিয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। এদের এই ভ্রান্ত যুক্তি ও চিন্তার পর থেকেই আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হ'তে থাকে, যা ইতিপূর্বে কখনোই ছিল না।[৭]

(২) المعتزلة (মু'তাযিলা) : এরা ওয়াছেল বিন আত্বা গায্যাল (৮০-১৩১ হিজরী)-এর অনুসারী। সে হাসান বছরী (রহঃ)-এর ছাত্র ছিল। একদা হাসান বছরী (রহঃ) দারস দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রবেশ করে প্রশ্ন করলেন যে, বর্তমানে একটি দল বের হয়েছে (খারেজী) যারা কাবীরা গুনাহগারকে কাফের সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য করে। অপরদিকে অন্য আরেকটি দল বের হয়েছে (মুরজিয়া) যারা কাবীরা গুনাহগারকে পূর্ণ মুমিন মনে করে। তাদের নিকটে আমল ঈমানের কোন অংশ নয়। উল্লিখিত দু'টি দল খারেজী ও মুরজিয়া সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? তখন হাসান বছরী (রহঃ)-এর উত্তর দেওয়ার আগেই তাঁর ছাত্র ওয়াছেল বিন আত্বা দাঁড়িয়ে বলল যে, কাবীরা গুনাহগার মুমিনও নয় আবার কাফেরও নয়। বরং তারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণরূপে ঈমানের গণ্ডি থেকে খারিজ (মুমিন নয়) এবং সম্পূর্ণরূপে কুফরী থেকে মুক্ত (কাফির নয়)। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে মুমিন ও কাফির এ দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যবর্তী কোন অবস্থার কথা বলেননি। বরং আল্লাহ বলেছেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ– 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ মুমিন' *(তাগাবুন ৬৪/২)*। ওয়াছেল বিন আত্বা কুরআন ও হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে নতুন এক মতের জন্ম দেয় এবং একে কেন্দ্র করেই সে হাসান বছরী (রহঃ)-এর দরস থেকে বের হয়ে গিয়ে মসজিদের এক কোণে বসে পড়ে। তখন আরো কিছু ছাত্র তার মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তার সাথে যোগ দেয়। তখন হাসান বছরী (রহঃ) বললেন, اعتزل عنا واصل 'ওয়াছেল আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল'। হাসান বছরী (রহঃ)-এর এ কথা থেকেই পরবর্তীতে المعتزلة 'মু'তাযিলা' নামে এ সম্প্রদায়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[৮]

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হ'ল তারা কবীরা গুনাহগারকে ঈমানের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং তাকে হত্যাযোগ্য কাফির সাব্যস্ত করে না। তাই তারা মানুষ হত্যার পথ পরিত্যাগ করে সঠিক দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে পূর্ণ ঈমানদার বানানোর চেষ্টা করে।[৯]

মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহ্র সবগুলি ছিফাতকে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি হ'ল যেহেতু তাওহীদ অর্থ আল্লাহ একক ও তাঁর কোন শরীক নেই। সেহেতু আল্লাহ্র যাবতীয় ছিফাতকে অস্বীকার করা ব্যতীত তাঁর সাথে শরীক স্থাপন থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণাবলীকে সাব্যস্ত করলে তা সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*। তাই তারা আল্লাহ্র নাম সমূহকে সাব্যস্ত করে। কিন্তু এ নামের সাথে স্বভাবতই যে আল্লাহ্র গুণাবলীও রয়েছে তা অস্বীকার করে (নাঊযুবিল্লাহ)। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র যে সমস্ত ছিফাত বা গুণাবলীর বর্ণনা এসেছে সেগুলোকে তারা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা, তাঁর আরশের উপর সমুন্নীত হওয়া অর্থ তাঁর কর্তৃত্ব বা মালিকানা ইত্যাদি। তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিজেদের যুক্তির মানদণ্ডে বুঝতে চায়। নিজের বিবেক যদি ভাল মনে করে তাহ'লে তা গ্রহণ করে; অন্যথা প্রত্যাখ্যান করে এবং বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে অপব্যাখ্যা করে থাকে। আর এমন অপব্যাখ্যারই ফসল হ'ল, আল্লাহ্র ছিফাত সমূহকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করা।[১০]

মু'তাযিলাদের এই ভ্রান্ত মতবাদ খলীফা আল-মামূন, মু'তাছিম এবং ওয়াছিকদের যুগে তাদের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল ও প্রসার লাভ করেছিল।[১১]

(৩) الأشعرية (আশ'আরিয়্যাহ) : এরা আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী (২৬০-৩৩৪ হিঃ)-এর অনুসারী। তিনি প্রথম যামানায় মু'তাযিলী ছিলেন। লেখা-পড়া করেছেন মু'তাযিলী মাদরাসায়। এরপর মু'তাযিলা ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যবর্তী একটি মতবাদের উদ্ভব ঘটান। যা আশ'আরী মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে তিনি সেই ভ্রান্ত আক্বীদা পরিহার করে ৩০০ হিজরী সনে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা গ্রহণ করেন। যা তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-ইবানাহ আল উছূলিদ দিয়ানাহ'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল আজ পর্যন্ত তাঁর অনেক অনুসারী তাঁর প্রথম মতবাদ তথা আশ'আরী মতবাদের উপরেই অটল রয়েছে। আশ'আরীরা আল্লাহ্র নাম সমূহ স্বীকার করে এবং তাঁর গুণাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র সাতটি গুণকে স্বীকার করে। আর বাকী গুণাবলীকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে। তারা যে সাতটি গুণকে বিশ্বাস করে তা হ'ল-

---

৭. শারহুল আক্বীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ, ৩৩৭ পৃঃ।
৮. ড. মাহমূদ মুহাম্মাদ মাযরূ'আহ, ফিরাক্ব ইসলামিয়্যাহ, (দারুর রিযা, ২য় সংস্করণ ২০০৩), পৃঃ ১০৭-১০৮; শারহু আক্বীদাহ ওয়াসেত্বিয়্যাহ ৩৪১-৩৪৩ পৃঃ।
৯. শারহু আক্বীদাহ ওয়াসেত্বিয়্যাহ ৩৪১-৩৪৩ পৃঃ।
১০. ফিরাক্ব ইসলামিয়্যাহ ১১৩ পৃঃ।
১১. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/৩৮ পৃঃ।

Contents

(১) حي (হাই) তথা চিরঞ্জীব, জীবন নামক গুণসহ।

(২) عليم (আলীম) তথা মহাজ্ঞানী, জ্ঞান নামক গুণসহ।

(৩) قـدير (ক্বাদীর) তথা মহা শক্তিশালী, শক্তি নামক গুণসহ।

(৪) سميع (সামী') তথা সর্বশ্রোতা, শ্রবণ নামক গুণসহ।

(৫) بصير (বাছীর) তথা সর্বদ্রষ্টা, দর্শন নামক গুণসহ।

(৬) متكلم (মুতাকাল্লিম) তথা কথক, কথা নামক গুণসহ।

(৭) مريـد (মুরীদ) তথা ইচ্ছা পোষণকারী, ইচ্ছা নামক গুণসহ।

আশ'আরীরা উল্লিখিত সাতটি ছিফাত বিশ্বাস করে। এতদ্ভিন্ন সকল ছিফাতকে অস্বীকার করে এবং রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে।[১২]

দ্বিতীয় প্রকার : মুশাব্বিহা বা মুজাসসিমা : এরা হ'ল হিশামিয়্যাহ, যাওয়ারিবিয়্যাহ এবং কারামিয়্যাহ সম্প্রদায়। যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীকে স্বীকার করে বটে কিন্তু তা সৃষ্টির সাথে তুলনা করতঃ বলে যে, আল্লাহ্র গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর মতই। যেমন তারা বলে, আল্লাহ্র হাত আমাদের হাতের মত, তাঁর কান আমাদের কানের মত ইত্যাদি (নাঊযুবিল্লাহ)।

সম্মানিত পাঠক! আহলুত তা'তীল বা যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি ফিরক্বা অন্যতম। যাদের মধ্যে (১) জাহমিয়্যাহ; যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর সবগুলিকেই অস্বীকার করে। (২) মু'তাযিলা; যারা আল্লাহ্র নাম সমূহকে স্বীকার করে। কিন্তু তাঁর ছিফাত বা গুণাবলীর সবগুলিকেই অস্বীকার করে। (৩) আশ'আরিয়্যাহ; যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ স্বীকার করে কিন্তু গুণাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র সাতটি গুণকে স্বীকার করে। আর বাকী গুণাবলী অস্বীকার করে। উপরোক্ত বিভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণাবলীকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে। যেমন আল্লাহ্র হাত অর্থ কুদরতী হাত, আল্লাহ্র চেহারা অর্থ তাঁর অস্তিত্ব; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার, আল্লাহ্র ক্রোধান্বিত হওয়া অর্থ তাঁর শাস্তি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অপর বিভ্রান্ত ফিরক্বা (মুশাব্বিহা বা মুজাসসিমা); যারা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীর সবগুলিকেই স্বীকার করে, কিন্তু আল্লাহ্র গুণাবলীকে মানুষের গুণাবলীর সাথে তুলনা করে। ফলে এরা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলীকে স্বীকার করেও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ বিষয়ে সঠিক আক্বীদা হ'ল এই যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই নাম ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেরূপে বর্ণিত হয়েছে সেরূপেই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অস্বীকার ও দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে না। এই মধ্যবর্তী পথই হ'ল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পথ ও গৃহীত আক্বীদা। যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত আক্বীদার অনুরূপ।

সম্মানিত পাঠক! ইতিপূর্বে এ বিষয়ে চার ইমামের আক্বীদা আলোচনা করা হয়েছে; যেখানে সরাসরি তাদের উক্তি পেশ করা হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সাথে ইমাম চতুষ্টয়ের আক্বীদাগত কোন পার্থক্য নেই। কারণ সকল ইমামই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর আক্বীদাই হ'ল ইসলামের মৌলিক বিষয়। তাই কেউ যদি কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে চায়, তাহ'লে তার কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তার অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামের আক্বীদা গ্রহণ করা। অর্থাৎ যদি কেউ হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করতে চায় তাহ'লে তার কর্তব্য হবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যে আক্বীদাহ পোষণ করেছেন তার অনুসরণ করা। অনুরূপভাবে যদি কেউ শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতে চায় তাহ'লে তার কর্তব্য হবে তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামদের আক্বীদা গ্রহণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল ভারত উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম; যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করেন তারা আক্বীদার দিক থেকে আশ'আরিয়্যাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছে। আশ'আরিয়্যারা যেমন আল্লাহ্র ছিফাতকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন। তেমনিভাবে ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ হানাফী ওলামায়ে কেরামও আল্লাহ্র ছিফাতকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে এবং বলে যে, আল্লাহ্র হাত অর্থ তাঁর কুদরত, আল্লাহ্র চেহারা অর্থ তাঁর অস্তিত্ব ইত্যাদি। তাই আমাদের দেশের হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা নিজেদেরকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে বুলি আওড়িয়ে মুখে ফেনা তুললেও তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী নয়। কারণ তারা ফিক্বহী মাস'আলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করলেও ইমলামের মৌলিক বিষয় আক্বীদাগত দিক থেকে তারা আশ'আরী, মু'তাযিলী, জাহমী এবং মাতুরিদিয়্যাদের অনুসারী। প্রকৃত হানাফী সেই ব্যক্তি যার আক্বীদা হবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। যে ব্যক্তি যাবতীয় যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলে গেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُـوَ مَـذْهَبِيْ– 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১৩]

[চলবে]

১২. *ফিরাক্ব ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ১৪৭-১৬২।*

১৩. *হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন, ১/৬৩ পৃঃ।*

Contents

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৭ম কিস্তি)

জামা'আতুল মুসলিমীন দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

প্রশ্ন : নিবেদন হ'ল যে, 'জামা'আতুল মুসলিমীন' (রেজিস্টার্ড) বুখারী ও মুসলিমের এই (সামনে আসছে) হাদীছকে নিজেদের পক্ষে পেশ করে থাকে। যখন তাদের এই বুঝ ও ইসতিফাদাহ (উপকৃত হওয়া) এবং এভাবে দলীল গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের ভিন্নমত রয়েছে। দয়া করে খায়রুল কুরূনের (স্বর্ণ যুগ) বুঝ ও ইসতিফাদাহ দ্বারা উপকৃত করবেন।

كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ 'যখন জামা'আত থাকবে না তখন কি করতে হবে' অনুচ্ছেদের অধীনে ১৯৬৮ নং হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

'জামা'আতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তুমি ঐ দলগুলোকে পরিত্যাগ করবে। যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকতে হয় এবং এমতাবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়'।[১]

মুহতারাম! এ সম্পর্কে তিনটি যুগের উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিন যে, 'জামা'আতুল মুসলিমীন' (রেজিস্টার্ড) এ হাদীছের ভিত্তিতে-

১. সবাইকে গোমরাহ এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সঠিক মনে করে।

২. তাদের কতিপয় গ্রন্থ যেমন (১) দাওয়াতে ইসলাম (পৃঃ ৪৭-৪৮)-এ ৩৪টি মাযহাবী জামা'আত (২) দাওয়াতে ফিকর ও নযর (পৃঃ ৪৯) গ্রন্থে ৩৩টি মাযহাবী জামা'আত এবং লামহায়ে ফিকরিয়াহ (পৃঃ ৪২) ও অন্যান্য গ্রন্থে ৩৩টি মাযহাবী জামা'আতের নাম গণনা করেছে। সেখানে এই বুঝ দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, এই (জামা'আতগুলি) যেহেতু 'জামা'আতুল মুসলিমীন' (রেজিস্টার্ড)-এর সাথে সম্পৃক্ত নয়; সেহেতু (সেগুলি) গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট।

৩. সাধারণভাবে তাতে রাজনৈতিক দলসমূহের উল্লেখ থাকা কোন আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়।

দয়া করে আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় বিশেষ দিকনির্দেশনার জন্য অবশ্যই উৎসর্গ করবেন।

-সংস্কার ও কল্যাণকামী : তারেক মাহমূদ, সাঈদ অটোজ, দীনা জেহলাম।

জবাব : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হুজ্জাত বা দলীল এবং কুরআন ও হাদীছ থেকে ইজমায়ে উম্মতের দলীল হওয়া সাব্যস্ত রয়েছে। এজন্য শরী'আতের দলীল হ'ল তিনটি- ১. কুরআন মাজীদ ২. ছহীহ ও হাসান লি-যাতিহি এবং মারফূ' হাদীছ সমূহ ৩. ইজমায়ে উম্মত।

সাবীলুল মুমিনীন সংক্রান্ত আয়াত এবং অন্যান্য দলীল দ্বারা নিম্নোক্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিও প্রমাণিত রয়েছে :

১. কুরআন ও সুন্নাহর স্রেফ ঐ মর্মই গ্রহণযোগ্য, যেটি সালাফে ছালেহীন (যেমন ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুহাদ্দিছগণ, ওলামায়ে দ্বীন ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন হাদীছ ব্যাখ্যাকারগণ) থেকে সর্বসম্মতিক্রমে অথবা কোন মতভেদ ছাড়াই সাব্যস্ত রয়েছে।

২. ইজতিহাদ যেমন সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা।

এই ভূমিকার পরে সাইয়েদুনা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ 'মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'-এর ব্যাখ্যায় আরয হ'ল যে, এখানে জামা'আতুল মুসলিমীন দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের খেলাফত এবং 'তাদের ইমাম' (إمامهم) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল 'তাদের খলীফা' (خليفتهم) (অর্থাৎ মুসলমানদের খলীফা)। এই ব্যাখ্যার দু'টি দলীল নিম্নরূপ :

১. (সুবাই' বিন খালেদ) আল-ইয়াশকুরী (নির্ভরযোগ্য তাবেঈ)-এর সনদে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'যদি তুমি তখন কোন খলীফা না পাও, তবে মৃত্যু অবধি পালিয়ে থাকবে'।[২]

এই হাদীছের রাবীদের সংক্ষিপ্ত তাওছীক্ব নিম্নরূপ :

১. সুবাই' বিন খালেদ আল-ইয়াশকুরী (রহঃ) : তাঁকে ইবনু হিব্বান, ইমাম ইজলী, হাকেম, আবূ 'আওয়ানাহ এবং যাহাবী ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) ও ছহীহুল হাদীছ বলেছেন। সুতরাং এই শক্তিশালী সত্যায়নের পর তাঁকে 'মাজহূল' (অজ্ঞাত) কিংবা 'মাসতূর' (অপরিচিত) বলা ভুল।

২. ছাখর বিন বদর আল-ইজলী (রহঃ) : ইবনু হিব্বান এবং আবূ 'আওয়ানাহ তাঁকে ছিক্বাহ ও ছহীহুল হাদীছ বলেছেন। এই তাওছীক্বের পরে শায়খ আলবানীর তাঁকে মাজহূল বলা ভুল।

** সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *ছহীহ বুখারী, হা/৭০৮৪, ৩/৭৭৯; ছহীহ মুসলিম, ৫/১৩৭, হা/১৮৪৭ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়, 'ফিতনা আবির্ভাবের সময় এবং সর্বাবস্থায় জামা'আতুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ।*

২. *আবূদাঊদ, হা/৪২৪৭, সনদ হাসান; মুসনাদে আবী 'আওয়ানাহ, ৪/৪২০, হা/৭১৬৮।*

৩. আবুত তাইয়াহ ইয়াযীদ বিন হুমায়েদ (রহঃ) : তিনি ছহীহায়েন এবং সুনানে আরবা'আর রাবী এবং ছিক্বাহ-ছাবত (নির্ভরযোগ্য) ছিলেন।

৪. আব্দুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ (রহঃ) : তিনি ছহীহায়েন ও সুনানে আরবা'আর রাবী এবং ছিক্বাহ-ছাবত (নির্ভরযোগ্য) ছিলেন।

৫. মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ (রহঃ) : ছহীহ বুখারী ও অন্য হাদীছ গ্রন্থের রাবী এবং ছিক্বাহ-হাফেয ছিলেন।

প্রমাণিত হ'ল যে, এ সনদটি হাসান লি-যাতিহি। আর ক্বাতাদা (ছিক্বাহ-মুদাল্লিস)-এর নাছর বিন আছেম হ'তে সুবাই' বিন খালেদ সূত্রের বর্ণনাটি ছাখর বিন বদরের হাদীছের শাহেদ বা সমর্থক। যেটি মাসঊদ আহমাদ বিএসসির 'উছূলে হাদীছ'-এর আলোকে সুবাই' বিন খালেদ (রহঃ) পর্যন্ত ছহীহ।[৩]

এই হাসান (এবং মাসউদিয়ার মূলনীতি অনুযায়ী ছহীহ) বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল খলীফা। আর স্মর্তব্য যে, হাদীছ হাদীছকে ব্যাখ্যা করে।

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী 'জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ شِدَّةِ الزَّمَانِ وَعَضُّ أَصْلِ الشَّجَرَةِ كِنَايَةٌ عَنْ مُكَابَدَةِ الْمَشَقَّةِ-

'বায়যাবী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন, এর অর্থ হ'ল, যখন যমীনে কোন খলীফা থাকবে না, তখন তোমার কর্তব্য হ'ল বিচ্ছিন্ন থাকা এবং যুগের কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। আর গাছের শিকড় কামড়ে থাকা দ্বারা কষ্ট সহ্য করার প্রতি ইশারা করা হয়েছে'।[৪]

হাফেয ইবনু হাজার মুহাম্মাদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاسُ أَحْزَابًا فَلَا يَتَّبِعُ أَحَدًا فِي الْفُرْقَةِ وَيَعْتَزِلُ الْجَمِيعَ إِنِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ-

'সঠিক হ'ল, হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যে (দলটি) তার (ইমাম)-এর ইমারতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার বায়'আতকে ভঙ্গ করল, সে জামা'আত থেকে বের হয়ে গেল। তিনি (ইবনু জারীর) বলেন, আর হাদীছটিতে (এটাও) আছে যে, যখন মানুষের কোন ইমাম থাকবে না এবং লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, তখন সে কোন দলেরই অনুসরণ করবে না এবং সক্ষম হলে সব দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে'।[৫]

ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আলী বিন খালাফ বিন আব্দুল মালিক বিন বাত্ত্বাল কুরতুবী (মৃঃ ৪৪৯ হিঃ) বলেছেন, وفيه حجة لجماعة الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور، 'এ হাদীছে ফক্বীহদের জন্য মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার এবং যালিম শাসকদের বিরোধিতা না করার দলীল রয়েছে'।[৬]

হাফেয ইবনু হাজার উক্ত হাদীছের একটি অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَطَاعَةِ سَلَاطِينِهِمْ وَلَوْ عَصَوْا 'এটি মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাদের শাসকদের আনুগত্য করার ইঙ্গিতবাহী। যদিও তারা (শাসকবর্গ) নাফরমানী করে'।[৭]

হাদীছ ব্যাখ্যাকারকদের (ইবনু জারীর ত্বাবারী, ক্বাযী বায়যাবী, ইবনু বাত্ত্বাল ও হাফেয ইবনু হাজার) উক্ত ব্যাখ্যাসমূহ (সালাফে ছালেহীনের বুঝ) দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, উল্লিখিত হাদীছ (জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে) দ্বারা প্রচলিত জামা'আত ও দলসমূহ (যেমন মাসঊদ আহমাদ বিএসসির জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড) উদ্দেশ্য নয়। বরং মুসলমানদের সর্বসম্মত খেলাফত ও খলীফা উদ্দেশ্য।

একটি হাদীছে এসেছে যে, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে তার কোন ইমাম (খলীফা) নেই, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[৮]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর এক ছাত্রকে বলেছেন যে, تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه 'তুমি কি জান (উক্ত হাদীছে বর্ণিত) ইমাম কাকে বলে? ইমাম তিনিই, যার ইমাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছে। প্রতিটি লোকই বলবে যে, ইনিই ইমাম (খলীফা)। এটাই উক্ত হাদীছের মর্মার্থ'।[৯]

---

৩. *দেখুন : সুনানে আবুদাঊদ, হা/৪২৪৪; হাকেম (৪/৪৩২-৪৩৩) একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।*
৪. *ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।*
৫. *ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।*
৬. *ইবনু বাত্ত্বাল, শরহে ছহীহ বুখারী, ১০/৩৩।*
৭. *ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।*
৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, ১০/৪৩৪, হা/৪৫৭৩, হাদীছ হাসান।*
৯. *সুওয়ালাতু ইবনে হানী, পৃঃ ১৮৫, অনুচ্ছেদ ২০১১; তাহকীকী মাকালাত ১/৪০৩।*

এই ব্যাখ্যা দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হ'ল যে, 'তাদের ইমাম'(إمامهم) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ ইমাম (খলীফা), যার খেলাফতের ব্যাপারে সকল মুসলমানের ইজমা হয়ে গেছে। যদি কারো ব্যাপারে প্রথম থেকেই মতানৈক্য হয়, তবে তিনি ঐ হাদীছে উদ্দেশ্য নন। এজন্য ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার (জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড) উক্ত হাদীছ দ্বারা নিজের তৈরী ও নতুন গজিয়ে ওঠা ফিরক্বাকে উদ্দেশ্য নেয়া ভুল, বাতিল এবং অনেক বড় ধোঁকাবাজি।

আপনারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, কোন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ইমাম, মুহাদ্দিছ, হাদীছের ভাষ্যকার অথবা আলেম খায়রুল কুরূনের (স্বর্ণ) যুগ, হাদীছ সংকলনের যুগ এবং হাদীছ ব্যাখ্যাতাদের যুগে (১ম হিজরী শতক থেকে ৯ম হিজরী শতক পর্যন্ত) কি এ হাদীছ দ্বারা এই দলীল সাব্যস্ত করেছেন যে, জামা'আতুল মুসলিমীন দ্বারা খেলাফত উদ্দেশ্য নয় এবং 'তাদের ইমাম' দ্বারা খলীফা উদ্দেশ্য নয়। বরং কাগুজে রেজিস্টার্ড জামা'আত এবং তার কাগুজে অমনোনীত আমীর উদ্দেশ্য? যদি এর কোন প্রমাণ থাকে তবে যেন পেশ করে। অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদেরকে যেন বিভ্রান্ত না করে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : মুহতারাম আবূ জাবের আব্দুল্লাহ দামানভী হাফিযাহুল্লাহ্‌র গ্রন্থ 'আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ'।

আছহাবুল হাদীছ কারা?

আবূ ত্বাহের বারাকাত আল-হাউযী আল-ওয়াসিত্বী বলেছেন, আমি মালেক ও শাফেঈর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আবুল হাসান (আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আত-ত্বাইয়িব) আল-মাগাযিলী (মৃঃ ৪৮৩ হিঃ)-এর সাথে বিতর্ক করি। আমি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় শাফেঈকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করি। আর তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় মালেক (বিন আনাস)-কে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দেন। অতঃপর আমরা দু'জন আবূ মুসলিম (ওমর বিন আলী বিন আহমাদ বিন লায়ছ) আল-লায়ছী আল-বুখারী (মৃঃ ৪৬৬ হিঃ বা ৪৬৮ হিঃ)-কে ফায়ছালাকারী তৃতীয় ব্যক্তি (বিচারক) নির্ধারণ করলে তিনি ইমাম শাফেঈকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দেন। এতে আবুল হাসান রেগে যান এবং বলেন, 'সম্ভবতঃ আপনি তাঁর (ইমাম শাফেঈ) মাযহাবের উপরে আছেন'? জবাবে তিনি (ইমাম আবূ মুসলিম আল-লায়ছী আল-বুখারী) বললেন, نحن أصحاب الحديث، الناس على مذاهبنا فلسنا على مذهب أحد، ولو كنا ننتسب إلى مذهب أحد لقيل انتم تضعون له الأحاديث- 'আমরা আছহাবুল হাদীছ। লোকেরা আমাদের মাযহাবের উপরে আছে। আমরা কারো মাযহাবের উপরে নেই। যদি আমরা কারো মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত হ'তাম তাহলে বলা হ'ত, 'তোমরা তার (মাযহাবের) জন্য হাদীছ জাল করো'।[১০]

প্রতীয়মান হ'ল যে, আছহাবুল হাদীছ (আহলুল হাদীছ) কোন তাক্বলীদী মাযহাব যেমন- শাফেঈ ও মালেকী-এর মুক্বাল্লিদ ছিল না। বরং কুরআন ও হাদীছের উপরে আমলকারী ছিল। এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির পরেও যদি কোন ব্যক্তি এ দাবী করে যে, আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছগণ) শাফেঈ, মালেকী ও অন্যদের তাক্বলীদকারী ছিলেন, তবে এ ব্যক্তি যেন তার মস্তিষ্কের চিকিৎসা করিয়ে নেয়।

সতর্কীকরণ : ইমাম আবূ মুসলিম আল-লায়ছী ছিক্বাহ ছিলেন।[১১]

সালাফে ছালেহীন ও তাক্বলীদ

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হ'তে পারে'? *(যুমার ৩৯/৯)*। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, মানুষদের দু'টি (বড়) শ্রেণী রয়েছে।

১. আলেমগণ (মর্যাদাগত দিক থেকে আলেমদের কয়েক প্রকার রয়েছে। আর তাদের মধ্যে ইলম অন্বেষণকারীও শামিল রয়েছে)।

২. সাধারণ মানুষ (সাধারণ মানুষের কতিপয় শ্রেণী রয়েছে। আর তাদের মধ্যে নিরক্ষর মূর্খও শামিল রয়েছে)।

সাধারণ মানুষের জন্য এই বিধান যে, তারা আহলে যিকরদের (আলেম-ওলামাদের) জিজ্ঞাসা করবে *(নাহল ১৬/৪৩)*। এই জিজ্ঞাসাবাদ তাক্বলীদ নয়।[১২] যদি জিজ্ঞাসা করা তাক্বলীদ হ'ত তাহলে ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের সাধারণ জনতা বর্তমান ব্রেলভী ও দেওবন্দী আলেমদের মুক্বাল্লিদ হ'ত এবং নিজেদেরকে কখনো হানাফী, মাতুরীদী বা নকশবন্দী ইত্যাদি বলত না। কেউ সরফরাযী হ'ত, কেউ আমীনী, কেউ তাকাবী এবং কেউ হত ঘুম্মানী (?)। অথচ কেউই এর প্রবক্তা নন। সুতরাং সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করাকে তাক্বলীদ আখ্যা দেয়া ভুল ও বাতিল।

আলেমদের জন্য তাক্বলীদ জায়েয নয়। বরং সাধ্যানুযায়ী কিতাব ও সুন্নাত এবং কথা ও কর্মে ইজমার উপরে আমল করা যরূরী। যদি তিনটি দলীলের মধ্যে কোন মাসআলা না পাওয়া যায় তাহ'লে ইজতিহাদ (যেমন- ঐক্যমত পোষণকৃত ও অবিতর্কিত সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং ক্বিয়াসে ছহীহ ইত্যাদি) জায়েয আছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) বলেছেন, وَإِذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ لَيْسَ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ- 'আর যখন আলেমদের ঐক্যমত অনুযায়ী (ইজমা) মুক্বাল্লিদ আলেম নয়, তখন সে এ দলীল সমূহের (আয়াত ও হাদীছ সমূহে বর্ণিত ফযীলত সমূহের) অন্তর্ভুক্ত

---

১০. *সুওয়ালাতুল হাফেয আস-সালাফী লিখুমাইয়েস আল-হাউযী, পৃঃ ১১৮, ক্রমিক নং ১১৩।*

১১. *দেখুন : আমার গ্রন্থ 'আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাহক্বীক্বি ত্বাবাক্বাতিল মুদাল্লিসীন', পৃঃ ৫৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৮/৪০৮।*

১২. *দেখুন : ইবনুল হাজিব নাহবী, মুনতাহাল উছূল, পৃঃ ২১৮-২১৯ এবং আমার গ্রন্থ : 'দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা', পৃঃ ১৬।*

নয়'।[১৩] এ উক্তির মর্ম দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আলেম মুক্বাল্লিদ হন না।

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, قَالُوْا : وَالْمُقَلِّدُ لَا عِلْمَ لَهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ 'তারা (আলেমগণ) বলেছেন, মুক্বাল্লিদের কোন ইলম নেই। আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই'।[১৪]

এই ইজমা দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হ'ল যে, আলেম মুক্বাল্লিদ হন না। বরং হানাফীদের 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের টীকায় লেখা আছে যে, يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْجَاهِلِ الْمُقَلِّدَ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُجْتَهِدِ 'সম্ভবতঃ জাহিল দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মুক্বাল্লিদ। কেননা তিনি তাকে মুজতাহিদের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন'।[১৫]

এই ভূমিকার পর এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে ১০০ জন আলেমের উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল। যাদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে যে, তারা তাক্বলীদ করতেন না।-

১. সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, لاتقلدوا دينكم الرجال 'তোমরা তোমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে লোকদের তাক্বলীদ করবে না'।[১৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, أُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً بَيْنَ ذَلِكَ– 'আলেম অথবা ছাত্র হও। এতদুভয়ের মাঝে (অর্থাৎ এছাড়া) মুক্বাল্লিদ হয়ো না'।[১৭] 'ইম্মা'আহ'র একটি অনুবাদ মুক্বাল্লিদও আছে।[১৮] বুঝা গেল যে, ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিকটে লোকদের তিনটি প্রকার রয়েছে। ক. আলেম খ. ছাত্র (طالب علم) গ. মুক্বাল্লিদ।

তিনি মানুষদেরকে মুক্বাল্লিদ হ'তে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং আলেম অথবা ছাত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, وأما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم 'আলেম হেদায়াতের উপরে থাকলেও তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করবে না'।[১৯]

সতর্কীকরণ : ছাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কোন একজন ছাহাবী থেকেও তাক্বলীদের সুস্পষ্ট বৈধতা কথা বা কর্মে সাব্যস্ত নেই। বরং হাফেয ইবনু হাযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেছেন, 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ছাহাবী এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল তাবেঈর প্রমাণিত ইজমা রয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকে বা তাদের পূর্বের কোন ব্যক্তির সকল কথা গ্রহণ করা নিষেধ এবং না জায়েয'।[২০]

৩. ইমামু দারিল হিজরাহ (মদীনার ইমাম) মালিক বিন আনাস মাদানী (মৃঃ ১৭৯ হিঃ) অনেক বড় মুজতাহিদ ছিলেন। ত্বাহত্বাবী হানাফী ইমাম চতুষ্টয়ের ব্যাপারে (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ) বলেছেন, وهم غير مقلدين 'তারা গায়ের মুক্বাল্লিদ'।[২১]

মুহাম্মাদ হুসাইন 'হানাফী' নামক এক ব্যক্তি লিখেছেন, 'প্রত্যেক মুজতাহিদ স্বীয় ধ্যান-ধারণার উপরে আমল করেন। এজন্য চার ইমামের সবাই গায়ের মুক্বাল্লিদ'।[২২]

মাস্টার আমীন উকাড়বী বলেছেন, 'মুজতাহিদের উপরে ইজতিহাদ ওয়াজিব। আর নিজের মতো (অন্য) মুজতাহিদের তাক্বলীদ করা হারাম'।[২৩]

সরফরায খান ছফদর গাখড়ুবী দেওবন্দী বলেছেন, 'আর তাক্বলীদ জাহিলের জন্যেই। যে আহকাম ও দলীলসমূহ সম্পর্কে অনবগত অথবা পরস্পর বিরোধী দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করার ও অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা রাখে না...'।[২৪]

৪. ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযানী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ) বলেছেন, 'আমার এই ঘোষণা যে, ইমাম শাফেঈ নিজের এবং অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে (প্রত্যেক ব্যক্তি) স্বীয় দ্বীনকে সামনে রাখে এবং নিজের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে'।[২৫] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, ولا تقلدني 'তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না'।[২৬]

৫. আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুজতাহিদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ) ইমাম আওযাঈ ও ইমাম মালেক সম্পর্কে স্বীয় ছাত্র ইমাম আবূদাঊদ সিজিস্তানী (রহঃ)-কে বলেছেন, لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ 'তুমি তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারো তাক্বলীদ করবে না'।[২৭]

ফায়েদা : ইমাম নববী বলেছেন, فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدَ 'কেননা নিশ্চয়ই একজন মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের তাক্বলীদ করেন না'।[২৮]

---

১৩. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২০০।*
১৪. *জামেউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ২/২৩১, 'তাক্বলীদের ফিতনা' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *হেদায়া আখীরায়েন, পৃঃ ১৩২, টীকা-৬, 'বিচারকের বৈশিষ্ট্য' অধ্যায়।*
১৬. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, ২/১০, সনদ ছহীহ; আরো দেখুন : দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৫।*
১৭. *জামেউ' বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৭১-৭২, হা/১০৮, সনদ হাসান।*
১৮. *দেখুন : তাজুল আরূস, ১১/৪; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃঃ ২৬; আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ, পৃঃ ১৩৪।*
১৯. *জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ২/২২২, হা/৯৫৫, সনদ হাসান; উপরন্তু দেখুন : দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৫-৩৭।*
২০. *ইবনু হাযম, আন-নুবযাতুল কাফিয়াহ, পৃঃ ৭১; সুয়ূত্বী, আর-রাদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩১-১৩২; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৪-৩৫।*
২১. *হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর্রিল মুখতার, ১/৫১।*
২২. *মুঈনুল ফিক্বহ, পৃঃ ৮৮।*
২৩. *তাজাল্লিয়াতে ছফদর, ৩/৪৩০।*
২৪. *আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাকুলীদ, পৃঃ ২৩৪।*
২৫. *মুখতাছারুল মুযানী, পৃঃ ১; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৮।*
২৬. *ইবনু আবী হাতেম, আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাক্বিবুহু, পৃঃ ৫১, সনদ হাসান; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৮।*
২৭. *মাসাইলু আবুদাঊদ, পৃঃ ২৭৭।*
২৮. *শরহ ছহীহ মুসলিম, ১/২১০, হা/২১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

ইবনুত তুরকুমানী (হানাফী) বলেছেন, فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِـــدَ ‘কেননা নিঃসন্দেহে একজন মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের তাক্বলীদ করেন না’।[২৯]

সতর্কীকরণ : কতিপয় ব্যক্তি (নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য) কতিপয় আলেমকে ত্বাবাক্বাতে মালেকিয়া, ত্বাবাক্বাতে শাফেঈয়া, ত্বাবাক্বাতে হানাবিলাহ ও ত্বাবাক্বাতে হানাফিয়াহতে উল্লেখ করেছেন। যা উল্লিখিত আলেমদের মুক্বাল্লিদ হওয়ার দলীল নয়। যেমন-

ক. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে সুবকীর ত্বাবাক্বাতে শাফেঈয়াতে *(১/১৯৯; অন্য সংস্করণ, ১/২৬৭)* উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. ইমাম শাফেঈকে ত্বাবাক্বাতে মালেকিয়াহতে *(আদ-দীবাজুল মুযাহহাব, পৃঃ ৩২৬, ক্রমিক নং ৪৩৭)* ও ত্বাবাক্বাতে হানাবিলাহতে *(১/২৮০)* উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ কি ইমাম শাফেঈর এবং ইমাম শাফেঈ কি ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদের মুক্বাল্লিদ ছিলেন?

প্রতীয়মান হ’ল যে, উল্লিখিত ত্বাবাক্বাতে কোন আলেমের উল্লেখ থাকা তার মুক্বাল্লিদ হওয়ার দলীল নয়।[৩০]

৬. ইমাম আবূ হানীফা নু‘মান বিন ছাবিত কূফী কাবুলী (রহঃ) সম্পর্কে ত্বাহত্বাবী হানাফীর বক্তব্য গত হয়েছে যে, তিনি গায়ের মুক্বাল্লিদ ছিলেন *(৩নং উক্তি দ্রঃ)*। আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী বলেছেন, ‘কেননা ইমামে আ‘যম আবূ হানীফার গায়ের মুক্বাল্লিদ হওয়া সুনিশ্চিত’।[৩১]

ইমাম আবূ হানীফা স্বীয় শিষ্য ক্বাযী আবূ ইউসুফকে বলেন, ‘আমার সকল কথা লিখবে না। আমার আজ এক রায় হয় এবং কাল বদলে যায়। কাল অন্য রায় হয় তো পরশু সেটাও পরিবর্তন হয়ে যায়’।[৩২]

ফায়েদা : শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (উভয়ের উপর আল্লাহ রহম করুন) দু’জনেই বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন।[৩৩]

নিজেদেরকে হানাফী ধারণাকারীদের নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও লিখিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন।

(১) মুক্বাদ্দামা উমদাতুর রি‘আয়াহ ফী হাল্লি শারহিল বেক্বায়া, পৃঃ ৯ (২) কাওছারী, লামাহাতুন নাযর ফী সীরাতিল ইমাম যুফার, পৃঃ ২১ (৩) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫৭।

৭. শায়খুল ইসলাম আবূ আব্দুর রহমান বাক্বী বিন মাখলাদ বিন ইয়াযীদ কুরতুবী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) সম্পর্কে ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুতূহ বিন আব্দুল্লাহ আল- হুমায়দী আল-আযদী আল-আন্দালুসী আল-আছারী আয-যাহেরী (মৃঃ ৪৮৮ হিঃ) স্বীয় শিক্ষক আবূ মুহাম্মাদ আলী বিন আহমাদ ওরফে ইবনু হাযম থেকে বর্ণনা করেছেন, وكان متخيرا لا يقلد أحـــدا ‘তিনি (কুরআন, সুন্নাহ ও প্রাধান্যযোগ্য মতকে) বেছে নিতেন। কারো তাক্বলীদ করতেন না’।[৩৪] হাফেয ইবনু হাযমের বক্তব্য ইবনে বাশকুওয়ালের কিতাবুছ ছিলাহ-তেও *(১/১০৮, জীবনী ক্রমিক নং ২৮৪)* উল্লেখ আছে।

হাফেয যাহাবী বাক্বী বিন মাখলাদ সম্পর্কে বলেছেন, وكان مجتهدا لايقلد أحدا بل يفتي بالأثر ‘তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না। বরং আছার (হাদীছ ও আছার) দ্বারা ফৎওয়া দিতেন’।[৩৫]

ফায়েদা : হাফেয আবূ সা‘দ আব্দুল করীম বিন মুহাম্মাদ বিন মানছূর আত-তামীমী আস-সাম‘আনী (মৃঃ ৫৬২ হিঃ) বলেছেন, الأثري... هذه النسبة الى الأثر يعنى الحديث وطلبه واتباعـــه– ‘আল-আছারী... এই সম্বন্ধটি আছারের প্রতি অর্থাৎ হাদীছ, হাদীছ অনুসন্ধান এবং তার অনুসরণের দিকে সম্বন্ধ’।[৩৬]

হাফেয সাম‘আনী বলেছেন, الظاهري... هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر، وهم جماعة ينتحلون مذهب داود بن على الأصبهاني صاحب الظاهر، فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها، وفيهم كثرة– ‘আয-যাহেরী... এ সম্বন্ধটি যাহেরীদের প্রতি। আর তারা ঐ জামা‘আত, যারা দাঊদ বিন আলী ইস্পাহানী যাহেরীর মাযহাবকে গ্রহণ করে। এরা নছকে (কুরআন ও হাদীছের দলীল সমূহকে) তার বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করে। আর এরা (সংখ্যায়) অনেক’।[৩৭]

হাফেয সাম‘আনী (রহঃ) বলেছেন, اَلسَّلَفى... هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم على ما سمعت– ‘আস-সালাফী.... এই সম্বন্ধটি সালাফ এবং তাদের মাযহাব গ্রহণ করার প্রতি। যেমনটি আমি শ্রবণ করেছি’।[৩৮]

এর দ্বারা প্রমাণিত হ’ল যে, ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুসলমানদের অসংখ্য গুণবাচক নাম ও উপাধি রয়েছে। এজন্য সালাফী, যাহেরী, আছারী, আহলেহাদীছ এবং আহলে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল ঐ সকল ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন

---

২৯. *বায়হাক্বী, আল-জাওহারুন নাক্বী আলাস-সুনানিল কুবরা ৬/২১০।*
৩০. *দেখুন : আবূ মুহাম্মাদ বদীউদ্দীন রাশেদী সিন্ধী, তানক্বীদে সাদীদ বর রিসালায়ে ইজতিহাদ ওয়া তাক্বলীদ, পৃঃ ৩৩-৩৭।*
৩১. *মাজালিসে হাকীমুল উম্মাত, পৃঃ ৩৪৫; মালফূযাতে হাকীমুল উম্মাত, ২৪/৩৩২।*
৩২. *তারীখু ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, দূরীর বর্ণনা, ২/৬০৭, ক্রমিক নং ২৪৬১; সনদ ছহীহ; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৮-৩৯।*
৩৩. *দেখুন : ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২০/১০, ২১১; ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২০০, ২০৭, ২১১, ২২৮; সুয়ূত্বী, আর-রাদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয, পৃঃ ১৩২।*

৩৪. *জুযওয়াতুল মুক্বতাবাস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস, পৃঃ ১৬৮; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ১০/২৭৯।*
৩৫. *তারীখুল ইসলাম, ২০/৩১৩, ২৭৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারীরা।*
৩৬. *আল-আনসাব, ১/৮৪।*
৩৭. *ঐ, ৪/৯৯।*
৩৮. *ঐ, ৩/২৭৩।*

Contents

মুসলমান, যারা কুরআন, হাদীছ ও ইজমার অনুসরণ করে এবং কোন মানুষের তাক্বলীদ করে না। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

৮. ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বিন মুসলিম আল-ফিহরী আল-মিসরী (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وكان ثقة حجة حافظا مجتهدا لا يقلد أحدا، ذا تعبد وزهد– 'তিনি (হাদীছ বর্ণনায়) ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য, হুজ্জাত[৩৯], হাফেয ও মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না। তিনি ইবাদতগুযার ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন'।[৪০]

৯. মছূলের বিচারক আবূ আলী আল-হাসান বিন মূসা আল-আশয়াব আল-বাগদাদী (মৃঃ ২০৯ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন, وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ لاَ يُقَلِّدُ أَحَداً 'তিনি ইলমের অন্যতম ভাণ্ডার ছিলেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না'।[৪১]

১০. আবূ মুহাম্মাদ আল-ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াসার আল-বায়ানী আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) সম্পর্কে হাফেয যাহাবী বলেছেন,

ولازم ابن عبد الحكم حتى برع في الفقه وصار إماما مجتهدا لا يقلد أحدا وهو مصنف كتاب الإيضاح في الرد على المقلدين، 'তিনি (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ) ইবনে আব্দুল হাকাম (বিন আ'য়ান বিন লায়ছ আল-মিসরী)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এমনকি তিনি ফিক্বহে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং ইমাম ও মুজতাহিদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না। তিনি আল-ঈযাহ ফির রাদ্দি আলাল মুক্বাল্লিদীন গ্রন্থের রচয়িতা'।[৪২]

মুক্বাল্লিদদের প্রত্যুত্তরে তাঁর উক্ত গ্রন্থের নাম নিম্নোক্ত আলেমগণও উল্লেখ করেছেন-

ক. আল-হুমায়দী আল-আন্দালুসী আয-যাহেরী।[৪৩]

খ. আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আলী বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী।[৪৪]

গ. ছালাহুদ্দীন খলীল বিন আয়বাক আছ-ছাফাদী।[৪৫]

ঘ. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী।[৪৬]

সতর্কীকরণ : আমাদের জানা মতে হাদীছ সংকলনের যুগ (৫ম শতাব্দী হিঃ) বরং ৮ম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আলেম কিতাবুদ দিফা' আনিল মুক্বাল্লিদীন, কিতাবু জাওয়াযিত তাক্বলীদ, কিতাবু উজূবিত তাক্বলীদ বা এ মর্মের কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। যদি কারো এই গবেষণা সম্পর্কে ভিন্নমত থাকে, তবে শুধুমাত্র একটি সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি পেশ করুন। কোন জবাবদাতা আছে কি?

(চলবে)

৩৯. *যিনি তিন লাখ হাদীছের ইলম সনদ ও মতনসহ মুখস্থ রাখেন তাকে হুজ্জাত বলা হয়। দ্রঃ ড. সুহায়েল হাসান, মু'জামু ইছতিলাহাতে হাদীছ, পৃঃ ১৬৩।-অনুবাদক।*
৪০. *তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৩০৫, জীবনী ক্রমিক নং ২৮৩।*
৪১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/৫৬০।*
৪২. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৪৮, জীবনী ক্রমিক নং ৬৭১।*
৪৩. *জুযওয়াতুল মুক্বতাবাস, ১/১১৮।*
৪৪. *ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়া আল-কুবরা, ১/৫৩০।*
৪৫. *আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত, ২৪/১১৬।*
৪৬. *ত্বাবাক্বাতুল হুফফায, পৃঃ ২৮৮, জীবনী ক্রমিক নং ৬৪৭।*

জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম**

(৪র্থ কিস্তি)

ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা জামা‘আত :

যে জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ এসেছে সেটি যুগ পরিক্রমায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ সম্বলিত হাদীছ সমূহ সেটি টিকে থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ অস্তিত্বহীন কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশের কোন অর্থ থাকে না। তবে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যা এসেছে তাতে খটকা সৃষ্টি হয়। সেখানে এসেছে যে, তিনি বললেন,

قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا...–

‘আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহ’লে কী করার নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা‘আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা‘আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন ঐ সকল দলকে পরিত্যাগ করবে।[১]

হুযায়ফা (রাঃ) জামা‘আতের অস্তিত্ব না থাকাকে ধরে নিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার কথাকে অস্বীকার করলেন না। এ থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন সময়ে জামা‘আতের অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক জামা‘আতের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়টি মেনে নেয়া থেকে যেমন কোন কালে জামা‘আতের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়টি বুঝা যায়, তেমনি কোন কোন দেশে জামা‘আত না থাকার বিষয়টিও বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটিই অধিকতর সঠিক। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) কথাটি তখনই বলেছিলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে জামা‘আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এমন জামা‘আতের অস্তিত্ব না থাকা যাকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব। আর একথাটি অন্য দেশে জামা‘আতের অস্তিত্ব থাকাকে নাকচ করে না, যাকে আঁকড়ে ধরা দুঃসাধ্য। বরং দু’দেশের মধ্যে দূরত্বের কারণে কখনো সে সম্পর্কে জানা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অর্থকেই প্রাধান্য দেয় বরং নির্দিষ্ট করে দেয় ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা দলের ব্যাখ্যায় সাহায্যপ্রাপ্ত (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহ) দলের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহ। ছহীহ মুসলিমে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

ছাওবান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) না আসা পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে’।[২]

ছহীহ মুসলিমের অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে’।[৩] তিরমিযী ও ইবনু মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ–

কুররা ইবনু ইয়াস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হ’তে থাকবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না’।[৪] এগুলো ও অন্যান্য হাদীছ সমূহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত দলের (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহ) টিকে থাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি হ’ল জামা‘আত। যার ব্যাপারে তিনটি বিষয় প্রমাণ বহন করে। ১. হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন জামা‘আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন ঐ সকল দলকে পরিত্যাগ করবে। যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকতে হয় এবং এমতাবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়।[৫] নবী করীম (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে জামা‘আত ব্যতীত সকল দলকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহ) যদি সেই জামা‘আত না হয় রাসূল (ছাঃ) যেটিকে আঁকড়ে ধরার জন্য হুযায়ফা

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *বুখারী হা/৩৬০৬,৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; হাকেম হা/৩৮৬; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

২. *বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০।*

৩. *মুসলিম হা/১৫৬, ‘ঈমান’ অধ্যায়; ছহীহাহ হা/১৯৬০।*

৪. *তিরমিযী হা/২১৯২, ‘ফিতান’ অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/০৬; আহমাদ হা/১৫৬৩৫; ছহীহাহ হা/৪০৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩।*

৫. *বুখারী হা/৩৬০৬,৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; হাকেম হা/৩৮৬; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

(রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাহ'লে সেটি (জামা'আত) রাসূল (ছাঃ) তাকে যে দলগুলোকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। যা অসম্ভব। এজন্য এ বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, সাহায্যপ্রাপ্ত দল হ'ল ঐ জামা'আত, যাকে আঁকড়ে ধরতে তিনি হুযায়ফা (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। গুণাবলীর ক্ষেত্রে জামা'আত ও তায়েফাহ মানছূরাহ্র ঐক্যতান এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। কারণ হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে উল্লেখিত জামা'আত সেটি, যা একজন আমীরের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, যেমনটি ইমাম ত্বাবারী ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। আর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলীতে এসেছে যে, তারা হকের উপরে বিজয়ী থাকবে এবং তারা সত্যের পথে লড়াই করবে। সত্যের উপরে বিজয়ী থাকা এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আত ও ইমারত।

২. পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত দল ও জামা'আতের অর্থ অভিন্ন হওয়া। সালফে ছালেহীনের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম সাহায্যপ্রাপ্ত দল বলতে আহলুল হাদীছ এবং আহলুল ইলমদেরকে বুঝিয়েছেন। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার সনদে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ), আলী ইবনুল মাদীনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহর) ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হ'লেন 'আহলুল হাদীছ'।[৬]

খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তাঁর সনদে হাফেয আহমাদ ইবনু সিনান (রহঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি এ জামা'আতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হ'লেন 'আহলুল ইলম' ও 'আছহাবুল আছার' (আহলেহাদীছ)।[৭] ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকেও এর ব্যাখ্যায় এসেছে যে, তারা হ'লেন 'আহলুল ইলম'।[৮] সাহায্যপ্রাপ্ত দলের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জামা'আতেরও সেই ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ 'বিদ্বানদের নিকটে জামা'আতের ব্যাখ্যা হ'ল তারা হ'লেন আহলুল ইলম, আহলুল ফিকহ ও আহলুল হাদীছ'।[৯]

৩. নবী করীম (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি জামা'আত দ্বারা নাজাতপ্রাপ্ত দলের (ফিরক্বায়ে নাজিয়াহর) ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আবুদাউদ, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকেম ও অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থে আবু সুফিয়ান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে। তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، يَعْنِي اَهْلَ الاَهْوَاءِ، كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ– 'নিশ্চয়ই এ উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারীরা। একটি দল ব্যতীত তাদের সবগুলো জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল জামা'আত'।[১০]

সুনান ইবনে মাজাহতে আওফ বিন মালেক আশজাঈ হ'তে বর্ণিত আছে। তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ– 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে তাঁর কসম করে বলছি, 'অবশ্যই আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি দল জান্নাতে যাবে আর বাহাত্তরটি জাহান্নামে যাবে। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তিনি বললেন, জামা'আত'।[১১] এই দুই হাদীছে জামা'আত বলতে পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ সমূহে বর্ণিত জামা'আত উদ্দেশ্য। যা আল্লামা শাত্বেবী হ'তে 'জামা'আতের অর্থ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব যখন স্থির হয়ে গেল যে, নাজাতপ্রাপ্ত দল (ফিরকায়ে নাজিয়াহ) হ'ল জামা'আত, তখন আহলুল ইলমদের নিকট নাজাতপ্রাপ্ত দলই সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহ)।

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, সন্দেহের ফিৎনা এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারার কারণ হ'ল কিবলা ওয়ালাদের বিভক্তি। তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং একে অপরকে কাফের আখ্যা দিয়েছে। একমনা থাকার পর তারা বহু দল ও মতে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল ব্যতীত এ সকল দলের একটিও নাজাত পাবে না। আর তারা হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণীতে উল্লেখিত দল- لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَي ذَلِكَ... 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে...'।[১২]

আল্লামা ছান'আনী মুক্তিপ্রাপ্ত দল নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, তারা হ'লেন নিম্নের হাদীছে বর্ণিত দল, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

---

৬. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৬-২৭।*
৭. *তদেব।*
৮. *ছহীহ বুখারী ফাৎহ সহ ১৩/২৯৩।*
৯. *তিরমিযী হা/২১৬৭, ৪/৪৬৭।*

১০. *আবুদাউদ হা/৪৫৯৭; তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/২০৩; ছহীহুল জামে' হা/১০৮২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১২৪৩৫; মিশকাত হা/১৭১।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/১৪৯২; যিলালুল জান্নাহ হা/৬৩।*
১২. *বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; কাশফুল কুরবাহ পৃঃ ১৬।*

Contents

অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে'।[১৩]

শায়খ হাফেয ইবনু আহমাদ হাকামী (রহঃ)-এর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ বিষয়ে একটি কিতাব আছে। তিনি যার নামকরণ করেছেন- (أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) 'আ'লামুস সুন্নাতিল মানশূরাহ ফী ই'তিকাদিত ত্বায়েফাতিন নাজিয়াহ আল-মানছূরাহ'। গ্রন্থটির শিরোনাম প্রমাণ করে যে, তার নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটিই। কারণ তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্ত দু'টি গুণ একটি দলের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিম্নের বাণী দ্বারা কোন দল উদ্দেশ্য করেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল বিজয়ী থাকবে'?[১৪] জবাবে তিনি বলেন, এই দলটি হ'ল সে তিয়াত্তর দলের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল, যাকে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিম্নের বাণী দ্বারা আলাদা করেছেন, كُلُّهَا فِى النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ 'একটি দল ব্যতীত তার সবগুলো জাহান্নামে যাবে, আর সেটি হ'ল জামা'আত'।[১৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে উম্মতে মুহাম্মাদীর বিভক্তি সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীনকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেন,

أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيما صح عنه أنَّ اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وَأَنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع، وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل-

'নবী করীম (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীছে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, ইহুদীরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারা (খ্রিস্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত শীঘ্রই তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এই দল সমূহের মধ্যে একটি দল ব্যতীত সবগুলোই জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল যারা নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপরে থাকবে। আর এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি যারা দুনিয়ায় বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে, সেটিই ক্বিয়ামত অবধি সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহ)। যে দলটি আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিজয়ী হয়ে টিকে থাকবে'।[১৬]

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত দলের টিকে থাকার ব্যাপারে বর্ণিত দলীল সমূহ সুস্পষ্ট। আর সাহায্যপ্রাপ্ত (ত্বায়েফায়ে মানছূরাহ) দলটি হ'ল জামা'আত। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আমাদেরকে যে জামা'আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটি যুগের পরিক্রমায় বিদ্যমান রয়েছে। অতএব সেটি খুঁজে বের করা এবং সেটিকে আঁকড়ে ধরার প্রতি কামনা থাকা আবশ্যক। কারণ তা আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। আর তা আঁকড়ে ধরায় বহু উপকারিতা রয়েছে। পরের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা :

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক করে বর্ণিত দলীল সমূহ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর যারা তা ত্যাগ করবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল যে, জামা'আতবদ্ধ থাকবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকবে'।[১৭] হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তোমরা মুসলমানদের জামা'আতকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[১৮] ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার সুস্পষ্ট নির্দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ মুযারে'-এর ছীগাহ আসলেও আমর (নির্দেশ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমরের ছীগাহ আবশ্যিকতার দাবী রাখে। হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাপারে ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, فِيْهِ حُجَّةٌ لِجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ فِيْ وُجُوْبِ لُزُوْمِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَرْكِ الْخُرُوْجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ 'মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং অত্যাচারী শাসকদের আনুগত্য থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে এখানে ফকীহদের জন্য দলীল রয়েছে'।[১৯] ইবনু ওমর এবং অন্যদের থেকে বর্ণিত হাদীছে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর নাহী (নিষেধ) হারাম হওয়ার দাবী রাখে।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিষেধের ব্যাপারে কুরআনের দলীলসমূহ অভিন্ন

১৩. *বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬;তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; শারহু হাদীছে ইফতিরাকিল উম্মাহ, পৃঃ ৭৭-৮৬।*

১৪. *বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬।*

১৫. *হাকেম হা/৪৪৩; আহমাদ হা/১৬৯৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯৩।*

১৬. *ইবনু উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১/৩৮।*

১৭. *তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০।*

১৮. *বুখারী হা/৩৬০৬;১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

১৯. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১৩/৩৭।*

হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْـــتُمْ مُــسْلِمُوْنَ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না’ *(আলে-ইমরান ৩/১০২)*। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) তার সনদে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে নিম্নের আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا ‘তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এর অর্থ জামা‘আত’।[২০]

আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণীর ব্যাপারে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন, وَلاَ تَفَرَّقُــوْا ‘তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আলে-ইমরান ৩/১০৩)* ‘তিনি তাদেরকে জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হ’তে নিষেধ করেছেন’।[২১]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ، يَــوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُــوْهٌ– ‘আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সেদিন কতগুলি মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ’ *(আলে ইমরান ৩/১০৫-১০৬)*।

ইবনু জারীর (রহঃ) তার সনদে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণী সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا ‘আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পরে মতভেদে লিপ্ত রয়েছে’ *(আলে ইমরান ৩/১০৫)* তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে জামা‘আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হ’তে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।[২২]

ইবনু কাছীর (রহঃ) আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণীর ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُــوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ‘সেদিন কতগুলি মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ’ *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। তিনি বলেন, অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং বিদ‘আতী ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ব্যক্তিদের মুখমণ্ডল হবে কালো।[২৩]

জামা‘আত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে শরী‘আত প্রণেতা যে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতার উপর গুরুত্বারোপ করে। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَاَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِــبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَــةً جَاهِلِيَّــةً- ‘যে তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু লক্ষ্য করে, তাহ’লে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ’ল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল’।[২৪] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে।[২৫] আবু যার ও হারেছ আশ‘আরী (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَــعَ رِبْقَــةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِــهِ- ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে তার গর্দান হ’তে ইসলামের গণ্ডি খুলে ফেলল’।[২৬]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَــةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَــا حُجَّــةَ لَــهُ عِنْــدَهُ ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হ’ল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না’।[২৭] ইমাম নববী (রহঃ) ছহীহ মুসলিমে এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহের অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعــة ‘ফিৎনার আবির্ভাব ও সর্বাবস্থায় মুসলমানদের জামা‘আত আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম’ প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ।[২৮]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহ হ’ল তারা মনে করেন শাসকবর্গ যালেম ও পাপাচারী হ’লেও তাদের সাথে ছালাত আদায় এবং জিহাদ করা যাবে। এটি কেবল জামা‘আত

২০. *তাফসীর ইবনে জারীর ৩/৩০।*
২১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৭৪।*
২২. *তাফসীর ইবনে জারীর তাবারী ৩/৩৯।*
২৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/76।*
২৪. *বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।*
২৫. *আহমাদ হা/৬১৬৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৮; মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৭৫১১; আবু আ‘ওয়ানা হা/৭১৫৫, সনদ ছহীহ।*
২৬. *আবুদাউদ হা/৪৭৫৮; হাকেম হা/৪০১; আহমাদ হা/২২৯৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪১০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫; যিলালুল জান্নাহ হা/৮৯২; মিশকাত হা/১৮৫।*
২৭. *হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/ ৯১২৮, এ হাদীছের সনদ ছহীহ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছ ছহীহ। শু‘আইব আরনাঊত বলেন, হাসান।*
২৮. *শারহ ছহীহ মুসলিম ১২/২৩৬।*

Contents

রক্ষার জন্য। এ বিষয়টি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিষিদ্ধতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইমাম আবু ইসমাঈল ছাবূনী (রহঃ) বলেন, আহলুল হাদীছগণ মনে করেন দুই ঈদ, জুম'আ সহ অন্যান্য ছালাত প্রত্যেক নেক্কার ও ফাজির (পাপাচারী) ইমামের পিছনে আদায় করাতে কোন বাধা নেই। তাদের নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও তারা জায়েয মনে করেন, যদিও তারা অত্যাচারী পাপাচারী হয়। তারা আরো মনে করেন যে, তাদের সংশোধন, তাওফীক প্রদান, ভাল হওয়া ও প্রজাদের মাঝে ইনছাফ কায়েমের জন্য দো'আ করা যায়।[29]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। অথচ সে যুলুম-অত্যাচারে প্রসিদ্ধ ছিল।[30] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ওয়ালীদ ইবনু উকবাহ ইবনে আবী মুঈত্ব-এর পিছনে ছালাত আদায় করতেন, যখন সে কূফার আমীর ছিল। অথচ সে মদ্যপান করত। একদিন সে ফজরের ছালাত চার রাক'আত পড়িয়ে বলল, আমি কি তোমাদের জন্য ছালাত বৃদ্ধি করেছি? তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাকে বললেন, আমি আজ পর্যন্ত যতদিন আপনার সাথে ছালাত আদায় করেছি, বেশি ছালাতই আদায় করেছি।[31] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ওয়ালীদের জীবনীতে লিখেছেন, وقصة صلاته بالناس الصبح أربعا وهو سكران مشهورة مخرجة 'লোকদেরকে সাথে নিয়ে ওয়ালীদের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ফজরে চার রাক'আত ছালাত পড়ানোর কাহিনীটি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিত'।[32]

[চলবে]

---

২৯. *আক্বীদাতু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯২।*

৩০. *বুখারী। [হাদীছটি বুখারীর কোন নুসখাতে নেই। যদিও অনেক ওলামায়ে কেরাম বুখারীতে থাকার কথা বলেছেন। বরং বায়হাকীসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে। যেমন* عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ *নাফে' হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে হত্যা করার সময় ইবনু ওমর (রাঃ) মিনায় আলাদাভাবে অবস্থান নিলেন। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মিনায় অবস্থান করছিল। তিনি তার সাথে ছালাত আদায় করলেন (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৫০৮৪; মুসনাদে শাফেঈ হা/২৩০; ইরওয়া হা/৫২৫, আলবানী (রহঃ) বলেন, হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাঁর তালখীছ গ্রন্থে বলেন,* رواه البخاري في حديث *'ইমাম বুখারী একটি হাদীছে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এটি বুখারীতে পাইনি। এর সনদ ছহীহ। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,* وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَابعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إِلَى الضَّلَالِ *'ছাহাবায়ে কেরাম ঐ সকল লোকদের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন, যাদের পাপাচার সম্পর্কে তারা জানতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ ওয়ালীদ ইবনু উক্ববাহ ইবনে মু'ঈতের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন। অথচ সে মদ্যপান করত। একবার সে ফজরে চার রাকা'আত ছালাত পড়িয়েছিল। ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) তাকে মদ্যপানের কারণে বেত্রাঘাতও করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ইবনু আবী উবাইদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। অথচ সে নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল এবং ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বানকারী ছিল (মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৮১)।* عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضى الله عنه وَهْوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّى لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. *ওবায়দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনে খিয়ার হ'তে বর্ণিত, যখন ওছমান (রাঃ) অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি তার নিকট প্রবেশ করে বললেন, আপনি জনগণের নেতা। আর আপনার উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদেরকে একজন ফিৎনাবাজ নেতা ছালাত পড়াচ্ছে। আমরা সংকোচবোধ করছি। তখন ওছমান (রাঃ) বললেন, 'মানুষের আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হ'ল ছালাত। যখন লোকেরা সুন্দর করে ছালাত আদায় করবে, তখন তোমরাও তাদের সাথে একে সুন্দরভাবে আদায় করবে। আর যখন তারা কোন খারাপ করবে তখন তোমরা তাদের খারাপ থেকে বিরত থাকবে' (বুখারী হা/৬৯৫ ।- অনুবাদক)।*

৩১. *ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৩২২।*

৩২. *আল-ইছাবাহ ১০/৩১৩।*

বক্তার আধিক্য ও আলেমের স্বল্পতা

মূল (আরবী) : ঈসা আল-কাদূমী

*অনুবাদ : আছিফ রেযা**

বাস্তবেই আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি, যখন বক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আলেমদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে সত্যবাদী বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, এটা তারই বাস্তবতা। কারণ বর্তমান যুগে আলেম কম ও বক্তা বেশী। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে ঢু মারলেই আপনি অনায়াসে বক্তাদের আধিক্য এবং আল্লাহওয়ালা মুত্তাক্বী আলেমদের স্বল্পতার প্রমাণ পাবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي زَمَانٍ كَثِيْرٌ عُلَمَاؤُهُ قَلِيْلٌ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ هَوَى، وَيَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ كَثِيْرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيْلٌ عُلَمَاؤُهُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا– ‘তোমরা বর্তমানে এমন একটা যুগে আছ, যখন আলেমদের সংখ্যা বেশী এবং বক্তাদের সংখ্যা কম। এক্ষণে যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের এক দশমাংশ ত্যাগ করবে, সে ধ্বংস হবে। এরপর এমন একটা যুগ আসবে যখন বক্তাদের সংখ্যা বেশী হবে এবং আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে। তখন যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পাবে’।[১]

হাদীছটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ থেকে মন্দ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের যুগে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে অনেক আলেম ছিলেন। যখন আলেমদের সংখ্যা বেশী হয়, তখন বক্তাদের সংখ্যা কমে যায়। কারণ আলেমরা হলেন জাতির মাঝে কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রতীক। আর যে যুগে আলেমদের সংখ্যা বেশী হয়, তাতে কল্যাণ বেড়ে যায়, অকল্যাণ হ্রাস পায় এবং ফিতনা-ফাসাদের কবর রচিত হয়।

নবুঅতের যুগ যেখানে ছাহাবীগণ সঠিক পথের দিশারী রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে ছিলেন, সেটা ছিল মানুষের হৃদয়ে দ্বীন প্রোথিত হওয়ার, পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং ইসলাম প্রসার লাভের যুগ। সুতরাং নিকটবর্তী বা দূরবর্তী শত্রুর আশংকা ব্যতীত দ্বীনের প্রতিটি বিধানকে যে আঁকড়ে ধরবে না, তার কোন অজুহাত থাকবে না। আর যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের কোন একটি ওয়াজিব ত্যাগ করল, সে গোনাহগার হ'ল। নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, তারা এমন একটি যুগে বাস করছে, যেটি শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলামের মর্যাদার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্র দ্বীনের নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ ত্যাগ করল, সে ধ্বংসে নিপতিত হল। কারণ ত্যাগ করাটাই অপরাধ এবং এর কোন ওযর নেই।

এরপর এমন এক যুগ আসে, যখন ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ে, অত্যাচার-অনাচার ও পাপাচার বেড়ে যায়, ইসলামের সাহায্যকারীদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত ছিল, দ্বীনের অধিকাংশ বিধি-বিধানের প্রতি আমল করা কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে জানা বিষয় সমূহের এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরা। কারণ উম্মতের অবস্থা ও তাকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি পাত্রের এক লোকমা খাবারের মতো। এমতাবস্থায় কল্যাণকর কাজসমূহকে অকল্যাণকর কাজের উপর প্রাধান্য দেয়াই এ জাতির স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য আনয়ন করবে। সংস্কারের চেয়ে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক খতীব ও বক্তা মিম্বরে বা মঞ্চে উঠে ইচ্ছামত ইলমহীন কথাবার্তা বলবে, সেটা নয়।

ইলম ও আলেমদের সংখ্যা কম হ'লে বড় বড় বুলি আওড়ানো বিভ্রান্তকারী বক্তারা তাদের ভ্রষ্টতার বিষ ছড়ানোর সুযোগ পায়। আর এমন সব বিষয়ে লেখনী ও বই-পুস্তক বৃদ্ধি পায়, যা দেখলে দুর্ভাবনায় কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। সেসব লেখনীতে ইসলামের বিধি-বিধান ও দণ্ডবিধিসমূহ বিনষ্ট হয় এবং তার সাথে মানুষের প্রবৃত্তি ও তাদের ফিতনা অনুপাতে বিভিন্ন মনগড়া মতবাদ, বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

শেষ যামানায় আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে এবং ফিতনা-ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন আলেমদের মৃত্যু হবে, তখন ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা ধেয়ে আসবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ‘ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হ'ল (১) ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে (২) মূর্খতা বেড়ে যাবে (৩) মদ্যপান করা হবে এবং (৪) ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে’।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا–

‘নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন না। বরং আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন একজন আলেমকেও তিনি জীবিত রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খ নেতাদের গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

** ছাত্র, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *তিরমিযী হা/২২৬৭ ‘ফিতান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৮; আহমাদ হা/২১৪০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫১০।*

২. *বুখারী হা/৮০; মুসলিম হা/২৬৭১; মিশকাত হা/৫৪৩৭।*

তখন না জেনেই ফৎওয়া দিবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৩]

আলেমগণ বক্তাদের আধিক্য ও ফক্বীহগণের স্বল্পতাকে ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেছেন। ইমাম মালেক 'মুওয়াত্ত্বা'য় ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন,

إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي يُطِيلُون فِيهِ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ يُبَدُّونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ-

'তুমি এখন এমন এক যুগে বাস করছ, যে যুগে ফক্বীহ তথা প্রাজ্ঞ আলেমের সংখ্যা বেশী এবং ক্বারীর (সাধারণ আলেমের) সংখ্যা কম। এ যুগে কুরআনের সীমারেখা সমূহ সংরক্ষণ করা হয় (অর্থাৎ কুরআনের বিধি-নিষেধ পালন করা হয়), শব্দের দিকে মনোযোগ দেয়া হয় কম। এ যুগে প্রার্থীর সংখ্যা কম এবং দাতার সংখ্যা বেশী। এ যুগের লোকেরা ছালাত দীর্ঘ করে এবং খুৎবাকে সংক্ষিপ্ত করে। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণের পূর্বেই আমলের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন বিজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা কম হবে এবং ক্বারী বা সাধারণ আলেমদের সংখ্যা বেশী হবে। তখন কুরআনের শব্দ সমূহকে হেফাযত করা হবে (হাফেযের সংখ্যা বেড়ে যাবে) এবং কুরআনের সীমারেখা সমূহ বিনষ্ট হবে। প্রার্থী বেশী হবে এবং দাতা কম হবে। তখন লোকেরা খুৎবা দীর্ঘায়িত করবে এবং ছালাত সংক্ষিপ্ত করবে। আর তারা আমলের পূর্বে নিজেদের খেয়ালখুশির দিকে এগিয়ে যাবে'।[৪]

আলেম কারা?

যারা কথার ফুলঝুরিতে প্রতারিত হয়েছেন এবং বাগ্মিতাকে ইলমের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করেছেন, তাদের প্রতিবাদে হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) তাঁর মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থ 'ফাযলু ইলমিস সালাফ 'আলা ইলমিল খালাফ'-এ বলেছেন, 'আমরা কিছু মূর্খ লোকদের মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়েছি। পরবর্তী আলেমদের মধ্যে যারা বেশী কথা বলেছেন, তাদের কারো কারো ব্যাপারে তারা ধারণা করে যে, তিনি পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন ব্যক্তির বক্তব্য ও লেখনী বেশী হওয়ার কারণে তার সম্পর্কে ধারণা করে যে, তিনি তার পূর্বের ছাহাবী ও তাবেঈদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলে যে, তিনি অনুসরণীয় প্রসিদ্ধ ফক্বীহগণের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। অতঃপর ইবনু রজব (রহঃ) সুফিয়ান ছাওরী, আওযাঈ, লায়েছ ও ইবনুল মুবারক প্রমুখের নাম উল্লেখ করে বলেন, فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعـــدهم- 'এ সকল বিদ্বান পরবর্তীদের তুলনায় স্বল্পভাষী ছিলেন'।

এমন ধারণা সালাফে ছালেহীনকে দারুণভাবে খাটো করা, তাদের সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করা এবং তাদেরকে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার প্রতি সম্বন্ধ করার নামান্তর। *লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।*

হাফেয ইবনু রজব আরো উল্লেখ করেছেন যে, 'মোটকথা, এই ফিৎনা-ফাসাদের যুগে ব্যক্তিকে হয় আল্লাহ্‌র নিকটে আলেম হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে অথবা জনগণের নিকটে আলেম হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদি সে প্রথমটিতে সন্তুষ্ট হয় তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অবগতিকেই যেন সে যথেষ্ট মনে করে। আর যার সাথে আল্লাহ্‌র পরিচয় ঘটে, সে এই পরিচয়কেই যথেষ্ট মনে করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের নিকটে আলেম বিবেচিত না হলে সন্তুষ্ট হয় না, সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেখানে তিনি বলেছেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِى النَّـــارِ. 'যে ব্যক্তি মূর্খদের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা আলেমদের সাথে গর্ব করার জন্য অথবা তার দিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৫]

নিঃসন্দেহে এই যুগে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা, তার হেফাযত করা এবং দ্বীন থেকে দূরে সরে না যাওয়া। কাজেই অল্প হলেও নিয়মিত ভাল কাজ করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা এবং পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সাধ্যানুযায়ী এ বিষয়টাকে আঁকড়ে ধরা যে, 'আল্লাহ কারু উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। এইভাবে দ্বীন আঁকড়ে ধরাকে সে তার জীবন ধারা হিসাবে বেছে নিবে, যার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি তার দ্বীন ও আক্বীদাকে হেফাযত করবে।

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান অর্জনের তাওফীক দেন এবং আমরা তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকার দেয় না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত হয় না, এমন অন্তর থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দো'আ থেকে যা কবুল করা হয় না। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক' *(সৌজন্যে : মাসিক 'ছাওতুল উম্মাহ', জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, জুন ২০১৫, পৃঃ ২৪-২৬, গৃহীত : মাজাল্লাহ আল-ফুরক্বান, কুয়েত)*।

---

৩. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩;* মিশকাত হা/২০৬।
৪. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/৫৯৭; ছহীহাহ হা/৩১৮৯।*
৫. *ইবনে মাজাহ হা/২৫৩, ২৬০; মিশকাত হা/২২৫-২৬; ছহীহুল জামে' হা/৬১৫৮।*

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. *বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রো: ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*
৭. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৮. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে পালিত হয়। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুকে দুধ পান করানোও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মুর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَـــدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তি পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَــصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَـــا بِـــدَعْوَى الْجَاهِلِيَّـــةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কার শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!!

৯. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রো: মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

১০. *বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীত: আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-লীন' বরাতে: ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মঊজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

১৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

ইবনু মাজাহ (রহঃ)

*কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

ভূমিকা :

হিজরী তৃতীয় শতক ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। কুতুবুস সিত্তার সবগুলো গ্রন্থই এ শতকে সংকলিত হয়েছে। আর এ কুতুবুস সিত্তার অন্যতম একটি গ্রন্থ হ'ল 'সুনানু ইবনি মাজাহ'। শুধু ইবনু মাজাহ নয়, বরং তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ تفسير القرآن الكريم এবং তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর ইতিহাসগ্রন্থ تاريخ مليح প্রণয়ন করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। আলোচ্য নিবন্ধে ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ইলমে হাদীছে তাঁর অনন্য সংকলন সুনানে ইবনু মাজাহ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও পরিচিতি :

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ।[১] পিতার নাম ইয়াযীদ,[২] উপনাম আবু আব্দুল্লাহ,[৩] উপাধি الحافظ الكبير (আল-হাফিযুল কাবীর),[৪] নিসবতী নাম আর-রাবঈ,[৫] আল-কাযভীনী।[৬] তিনি ইবনু মাজাহ নামেই সমধিক পরিচিত।[৭] তাঁর পুরো বংশপরিক্রমা হ'ল-

الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه الربعي القزويني

'আল-হাফিযুল কাবীর আল-মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আর-রাবঈ আল-কাযভীনী'।[৮]

ইবনু মাজাহ-এর 'মাজাহ' নামটি কার উপাধি, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি, আবার কেউ বলেন, তাঁর দাদার উপাধি।[৯]

এ মতবিরোধ নিরসনকল্পে 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ফিল কামূস' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, لقب والده لا جده والصحيح هو الأول 'মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি, দাদার নয়। আর বিশুদ্ধ অভিমত হ'ল প্রথমটি'।[১০]

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) 'বুসতানুল মুহাদ্দিছীন' গ্রন্থে লিখেছেন, মাজাহ ছিল তাঁর মায়ের নাম। তিনি আরো বলেন, ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদের ছিফাত, আব্দুল্লাহ্র নয়।[১১]

তিনি ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযভীনে জন্মগ্রহণ করেন।[১২] মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়।[১৩] এ শহরের প্রথম গভর্ণর বা প্রশাসক ছিলেন বিশিষ্ট ছাহাবী বারা ইবনু আযেব (রাঃ)।[১৪]

শিক্ষাজীবন :

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) নিজ দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। এরপর তিনি কুরআনুল কারীম হিফয সম্পন্ন করেন।[১৫] অতঃপর উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং হাদীছ সংগ্রহের জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ও জনপদের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছদের দ্বারস্থ হয়েছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ ২৩০ হিজরী মোতাবেক ৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিছগণের নিকটে গমন করেন।[১৬]

আল্লামা আবু যাহু 'হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন' গ্রন্থে লিখেছেন,

وارتحل لكتابة الحديث وتحصيله إلى الري، والبصرة، والكوفة وبغداد، والى الشام ومصر والحجاز، وأخذ الحديث عن كثير من شيوخ الأمصار-

'ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্জনের জন্য রায়, বছরা, কূফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, হেজায প্রভৃতি দেশ ও জনপদে ভ্রমণ করেন এবং বহু মনীষীর নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন'।[১৭]

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী তাদের গ্রন্থে লিখেছেন,

ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتابة الحديث،

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।
১. তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৫।
২. কাশফুয যুনূন আন-আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, ১/১০০৪ পৃঃ।
৩. হাদিয়াতুল আরেফীন, ২/১৮ পৃঃ; মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৬৮।
৪. তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৩৬ পৃঃ।
৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৯ পৃঃ।
৬. তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, ৯৫ পৃঃ; কাশফুয যুনূন, ১/১০০৪ পৃঃ; হাদিয়াতুল আরেফীন, ২/১৮ পৃঃ।
৭. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৭/৪১ পৃঃ।
৮. তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৩৬ পৃঃ; বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৬; মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৯ পৃঃ।
৯. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২৫৫; মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৬৮।
১০. মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১১০ পৃঃ।
১১. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৬; আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৫৭।
১২. হাদিয়াতুল আরেফীন, ২/১৮ পৃঃ; আত তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৫৬।
১৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৩৭৭।
১৪. ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) ওয়া কিতাবুহুস সুনান : দিরাসাতুন তাতবিকিয়াহ, (সঊদী আরব : প্রিন্সেস নূরা বিনতে আব্দুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪৩৩-৩৪ হিঃ), পৃঃ ৩।
১৫. ঐ, পৃঃ ৪।
১৬. ঐ, পৃঃ ৪।
১৭. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, ৩৬১ পৃঃ।

Contents

অর্থাৎ 'হাদীছ সংগ্রহের জন্য ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) ইরাক, বছরা, কূফা, বাগদাদ, মক্কা, সিরিয়া, মিসর, রায় প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন'।[১৮]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرهما من البلاد 'তিনি খোরাসান, ইরাক, হেজায, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মনীষীদের নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন'।[১৯] হাদীছ সংগ্রহের জন্য কষ্টকর দেশ ভ্রমণের পরে তিনি ১৫ বছরের অধিক সময় ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকেন।[২০]

শিক্ষকমণ্ডলী :

ইবনু মাজাহ (রহঃ) দেশ-বিদেশের অনেক মনীষীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অসংখ্য উস্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন- হাফেয আলী ইবনু মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী, জুরারাহ ইবনুল মুগাল্লিস, মুসয়াব ইবনু আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী, সুয়াইদ ইবনে সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়া আল-জুমাহী, মুহাম্মাদ ইবনু রুমহ, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবু বকর ইবনু আবু শায়বা, হিশাম ইবনু আম্মার, ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইয়ামামী, আবু মুছ'আব আয-যুহরী, বিশর ইবনু মু'আয আল-আকাদী, হুমাইদ ইবনু মাসয়াদা, আবু হুযাফা আস-সাহমী, দাঊদ ইবনু রুশাইদ, আবু খায়ছামা, আব্দুল্লাহ ইবনু যাকওয়ান আল-মুকবেরী, আব্দুল্লাহ ইবনু আমের ইবনে বাররাদ, আবু সাঈদ, আল-আমাযা, আব্দুর রহমান ইবনু ইবরাহীম দুহাইম, আব্দুস সালাম ইবনু আছেম আল-হিসিনজানী, ওছমান ইবনু আবু শায়বা প্রমুখ।[২১]

বহু মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষাগ্রহণ ও সংগ্রহ করলেও ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম উস্তাদ আবু বকর ইবনু আবু শায়বার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন।[২২]

ছাত্রবৃন্দ :

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন ইবরাহীম ইবনু দীনার আল-হাওশাবী, আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আল-কাযভীনী (তিনি হাফেয আবু ইয়া'লা আল-খলীলীর দাদা), আবুত তাইয়্যেব আহমাদ ইবনু রাওহিন আল-বাগদাদী আশ-শা'রানী, আবু আমর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাকীম আল-মাদীনী আল-ইস্পাহানী, ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাযভীনী, জা'ফর ইবনু ইদরীস, হোসাইন ইবনু আলী ইবনে ইয়াযদানিয়ার, সোলায়মান ইবনু ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, আবুল হাসান আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনে সালামা আল-কাযভীনী, আলী ইবনু সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসকারী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আছ-ছাফফার প্রমুখ।[২৩]

ইবনু মাজাহ (রহঃ) রচিত গ্রন্থাবলী :

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা না করলেও যে তিনটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন তা খুবই মূল্যবান, কল্যাণকামী ও সুপ্রসিদ্ধ।

১. السنن ابن ماجة (সুনানু ইবনি মাজাহ) : এটি কুতুবুস সিত্তার অন্যতম একটি গ্রন্থ। মূলতঃ এ গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমেই তিনি মুসলিম জাতির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।[২৪]

২. تفسير القرآن الكريم (তাফসীরুল কুরআনিল কারীম) : হাদীছের ভিত্তিতে রচিত এটি তাঁর একটি মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ।[২৫]

৩. تاريخ مليح (তারীখু মালীহ) : কোন কোন মনীষী এ গ্রন্থটিকে تاريخ كامل (তারীখু কামিল) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর একটি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ। আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) البداية والنهاية গ্রন্থে লিখেছেন, ولابن ماجة تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره، 'ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ, যাতে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে তাঁর সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে'।[২৬]

এতদ্ব্যতীত تاريخ قزوين (তারীখু কাযভীন) গ্রন্থটিকে আল্লামা ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী স্বীয় هدية العارفين নামক গ্রন্থে ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[২৭] কিন্তু কোন কোন মনীষী এ গ্রন্থটিকে আবুল কাসেম রাফেঈর বলে অভিমত পোষণ করেন।[২৮]

অনুসরণীয় মাযহাব :

ইবনু মাজাহ (রহঃ) নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কি-না এবং থাকলেও কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)

---

১৮. মুকাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০৯ পৃঃ; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ, পৃঃ ২৫৬।

১৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৯ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৭/৪০ পৃঃ।

২০. ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) ওয়া কিতাবুহুস সুনান : দিরাসাতুন তাতবিকিয়াহ, পৃঃ ৪।

২১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৭-৭৮ পৃঃ।

২২. বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৪৬; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২৫৫।

২৩. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৭/৪০-৪১ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৯ পৃঃ।

২৪. শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, ২/১৬৪ পৃঃ।

২৫. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২৫৬।

২৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/৬১ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৭/৪০ পৃঃ।

২৭. হাদিয়াতুল আরেফীন, ২/১৮ পৃঃ।

২৮. আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।

Contents

বলেন, তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[২৯] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৩০] আল্লামা তাহির জাযায়েরী বলেন, তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তবে তাঁর ফিকহী মাসআলায় ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), ইসহাক, আবু ওবায়দা প্রমুখ মনীষীর সাথে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[৩১]

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

كما أن البخاري رحمه الله تعالى كان متبعا للسنة عاملا بها مجتهدا غير مقلد لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم كذلك مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم كانوا متبعين للسنة عاملين بها مجتهدين غير مقلدين لأحد-

'ইমাম বুখারী (রহঃ) যেমন সুন্নাতের অনুসারী ও তদনুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ ছিলেন, ইমাম চতুষ্টয়ের বা অন্য কোন ইমামের কোন একজনের অনুসারী ছিলেন না। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ (রহঃ), তাঁরা প্রত্যেকেই সুন্নাতের অনুসারী ও তদনুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা কেউ কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।[৩২]

আল্লামা শাব্বির আহমাদ ওছমানী লিখেছেন,

وامام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.

'ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ আহলেহাদীছ ছিলেন, তাঁরা কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না'।[৩৩] মূলতঃ তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষকে অনুসরণ করতেন না; বরং তিনি নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন।[৩৪]

মৃত্যু :

ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনু কাছীর ও জামালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিযযী তাঁর মৃত্যু তারিখ, জানাযা ও দাফনকার্য সম্পাদন সম্পর্কে বলেন,

كانت وفاة ابن ماجة يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانِ بَقِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ أَرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً،

২৯. *মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৭০।*
৩০. *আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৫৭।*
৩১. *ঐ, পৃঃ ৫৭।*
৩২. *মুকাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/২৭৯ পৃঃ।*
৩৩. *ঐ, ১/১০১ পৃঃ।*
৩৪. *ঐ, ১/২৭৯ পৃঃ।*

'ইবনু মাজাহ (রহঃ) ২৭৩ হিজরী ২২ রামাযান মোতাবেক ২০ নভেম্বর ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। পরের দিন মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।[৩৫]

কেউ কেউ বলেন, তিনি ২৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৬]

ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ২৭৩ হিজরী রামাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৭] তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

তাঁকে গোসল করান মুহাম্মাদ ইবনে আলী কেহেরমান এবং ইবরাহীম ইবনে দীনার।[৩৮] জানাযায় ইমামতি করেন স্বীয় ভাই আবু বকর এবং কবরে লাশ নামান তার ভাই আবু বকর ও আবু আব্দুল্লাহ এবং স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ।[৩৯]

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইবনু মাজাহ :

হাদীছ, তাফসীর, ইতিহাস শাস্ত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার কারণে সমকালীন ও পরবর্তী মনীষীগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

১. হাফেয আবু ইয়া'লা আল-খলীল ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খলীল আল-কাযভীনী বলেন,

ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظ وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ

'ইবনু মাজাহ (রহঃ) খুবই নির্ভরযোগ্য সর্বসম্মত হাদীছবেত্তা ছিলেন। যাঁর হাদীছগুলো প্রামাণ্য দলীল হিসাবে পেশ করা যায়। হাদীছ সংকলক এবং সংরক্ষক হিসাবে তাঁর রয়েছে বিশেষ পরিচিতি। তিনি সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস প্রণেতাও বটে।[৪০]

২. আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) البداية والنهاية গ্রন্থে লিখেছেন,

وَهُوَصَاحِبُ كِتَابِ السُّنَنِ الْمَشْهُوْرَةِ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع،

'তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুনান গ্রন্থপ্রণেতা, যা তাঁর ইলম, আমল এবং সুন্নাতের অনুসরণ এবং এর প্রতিটি মূল ও শাখায় অগাধ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে'।[৪১]

৩৫. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৬১ পৃঃ।*
৩৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৪০ পৃঃ।*
৩৭. *সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৮৯ পৃঃ।*
৩৮. *আত-তুহফাতু লি তালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।*
৩৯. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতিল আহওয়াযী, ১/১০৯ পৃঃ; শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, ২/১৬৪ পৃঃ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৬১ পৃঃ।*
৪০. *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৭/৪১ পৃঃ; তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৩৬ পৃঃ।*
৪১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১১/৬১ পৃঃ; মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৫।*

৩. ইমাম যাহাবী বলেন, قد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا، واسع العلم، ‘ইবনু মাজাহ (রহঃ) ছিলেন হাদীছের হাফেয, রাবী সমালোচক, সত্যবাদী এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী’।[42]

৪. আল্লামা জালালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিযযী বলেন, أبو عبد الله بن ماجة القزويني الحافظ صاحب كتـــاب الـــسنن ذو التصانيف النافعة والرحلة الواســعة ‘হাফেয আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী ছিলেন কিতাবুস সুনানের সংকলক, কল্যাণকামী গ্রন্থপ্রণেতা এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী’।[43]

তিনি আরো বলেন, وكان عارفا بهذا الشان ‘তিনি এ জ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন’।[44]

৫. ইবনে খাল্লিকান বলেন, وكان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به ‘তিনি হাদীছের ইমাম এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন’।[45]

৬. ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, أبو عبد الله ابـــن ماجـــة، القزويني، مصنف السنن، والتاريخ و التفسير، وحافظ قزوين في عـــصره. ‘আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ সুনান, তারীখ ও তাফসীর প্রণেতা এবং সমকালীন যুগে কাযভীনের হাফেযুল হাদীছ ছিলেন’।[46]

৭. আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أبو عبد الله بن ماجة صاحب السنن أحد الأئمـــة حـــافظ ‘আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ সুনানগ্রন্থ সংকলক এবং একজন বিশিষ্ট হাদীছ সংরক্ষক ইমাম ছিলেন।[47]

৮. আল্লামা ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, كان عاقلا امامـــا عالما ‘তিনি একজন বুদ্ধিদীপ্ত আলেম ও ইমাম ছিলেন’।[48]

[চলবে]

---

৪২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৮ পৃঃ; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪২০।
৪৩. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৭/৪০ পৃঃ।
৪৪. ঐ, ২৭/৪১ পৃঃ।
৪৫. শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাবা, ২/১৬৪ পৃঃ; মা তামাসসাসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৪।
৪৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৭৭ পৃঃ।
৪৭. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪৭৭।
৪৮. মা তামাসসু ইলাইহিল হাজা লিমান ইউতালিয়ু সুনানা ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৩৪।

Contents

হাদীছের গল্প

বিদ‘আত প্রতিরোধে ছাহাবীগণের ভূমিকা

ছাহাবায়ে কেরাম সুন্নাত প্রতিপালনে এবং বিদ‘আত প্রতিরোধে ছিলেন আপোষহীন। তাঁরা বিদ‘আতকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। এমনই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে।-

আমর ইবনু ইয়াহ্ইয়া হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা হ'তে হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা প্রতিদিন ফজর ছালাতের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাড়ির দরজার নিকট গিয়ে বসে থাকতাম। তিনি যখন বের হ'তেন তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। আমাদের বসে থাকা অবস্থায় একদিন আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, আবু আব্দুর রহমান (ইবনু মাসঊদ) কি তোমাদের নিকটে বের হয়েছিলেন? আমরা বললাম, না এখনো বের হননি। ইবনু মাসঊদ বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে বসে থাকলেন। তিনি বের হ'লে আমরা সবাই তার নিকটে গেলাম। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি এখনই মসজিদে এমন কিছু দেখলাম যা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হ'ল। তবে আলহামদুলিল্লাহ, সেটি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) আমার কাছে ভালোই মনে হ'ল। তিনি বললেন, সেটি কী? উত্তরে আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বললেন, জীবিত থাকলে আপনি অচিরেই তা দেখবেন। এরপর তিনি বললেন, আমি মসজিদে গোলাকার হয়ে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখলাম, যারা ছালাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালকায় একজন বিশেষ লোক রয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে নুড়ি-পাথর রয়েছে। লোকটি বলছে, তোমরা একশ’ বার ‘আল্লাহু আকবার’ পাঠ কর। তারা একশবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলছে। এরপর সে বলছে, তোমরা একশ’ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বল। তারা একশত বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলছে। সে একশ’ বার ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলতে বললে তারা একশ’ বার ‘সুবহা-নাল্লাহ’ বলছে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, আপনি তাদেরকে কী বলেছেন? তিনি বললেন, আমি আপনার মতামত ও নির্দেশের অপেক্ষায় কিছুই বলিনি। তখন তিনি বললেন, আপনি তাদের গুনাহ সমূহ গণনা করে রাখতে বলেননি কেন? আর আপনি তাদের নিশ্চয়তা দিতেন যে, এভাবে গণনা না করাতে তাদের নেকী সমূহ বিনষ্ট হবে না। অতঃপর তিনি পথ চলা শুরু করলে আমরা তাঁর সাথে পথ চলতে লাগলাম। অবশেষে তিনি হালকা সমূহের কোন একটি হালকার নিকট পৌঁছলেন। তাদের নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে যা করতে দেখছি তা কী? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! এগুলো নুড়ি-পাথর। এর দ্বারা আমরা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের গুনাহসমূহ গণনা কর আর আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এভাবে গণনা না করলেও তোমাদের ছওয়াবসমূহ বিনষ্ট হবে না। ‘হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল’? তোমাদের নবী (ছাঃ)-এর বহু ছাহাবী এখনও জীবিত আছেন। এটি তাঁর (মুহাম্মাদ (ছাঃ-এর) পোশাক, যা পুরাতন হয়নি এবং পানপাত্র যা ভেঙ্গে যায়নি। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর (আল্লাহ্র) কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমরা হয় এমন এক মিল্লাতের (ধর্মের) উপর আছ, যা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর এর মিল্লাত অপেক্ষা অধিকতর সঠিক? অথবা তোমরা পথভ্রষ্টতার দার উন্মোচনকারী! তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহ্র কসম! আমরা এর দ্বারা কেবল ভালো উদ্দেশ্য করছিলাম। তখন তিনি বললেন, বহু লোক নেকী অর্জনের ইচ্ছা করে কিন্তু আদৌ তাদের নেকী অর্জিত হয় না। রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, এমন বহু মানুষ থাকবে যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়)। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না তোমাদের অধিকাংশই তারা কি-না? অতঃপর তিনি চলে গেলেন। আমর ইবনু সালামা বলেন, হালকার বহু লোককে আমি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি *(দারেমী হা/২০৪, ভূমিকা, অনুচ্ছেদ-২৩; ছহীহাহ হা/২০০৫)*।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, এতে তরীকাপন্থী ও সুন্নাহ্র পদ্ধতি বিরোধী হালকায়ে যিকিরকারীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। বেশি ইবাদত করার মধ্যে কল্যাণ নেই; বরং ইবাদত সুন্নাত অনুযায়ী এবং বিদ‘আত মুক্ত হওয়াতেই কল্যাণ রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মধ্যমপন্থায় সুন্নাতের উপর টিকে থাকা বিদ‘আতে ইজতিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম। ছোট বিদ‘আত বড় বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী। এজন্য দেখা যায়, হালকায়ে যিকিরকারীরা পরবর্তীতে খারেজী হয়ে যায়, যাদেরকে আলী (রাঃ) হত্যা করেন। এ হাদীছ থেকে আরো শিক্ষা অর্জন করা যায় যে, তাসবীহ গণনা করতে হবে আঙ্গুল দ্বারা, তাসবীহ দানার মাধ্যমে নয়। তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করা বিদ‘আত। ইউসিরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস (*সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস অথবা সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ* বলা) পাঠ করা যরূরী। তাসবীহ গণনার ক্ষেত্রে তোমরা অলসতা কর না; অন্যথা তোমরা তাওহীদ ভুলে যাবে ও রহমত হ'তে বঞ্চিত হবে। আর তোমরা আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ কর। নিশ্চয়ই আঙ্গুলকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং আঙ্গুল কথা বলবে *(তিরমিযী হা/৩৫৮৩; আবুদাঊদ হা/১৫০১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪০৮৭; মিশকাত হা/২৩১৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ হা/১৫০২; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৮৫০)*। ছালত ইবনু বাহযাম (রহঃ) বলেন, একদা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনাকারী মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার নিকট হ'তে তাসবীহ দানা নিয়ে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন। এরপর এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে নুড়ি-পাথর দিয়ে তাসবীহ গণনা করছিল। তিনি তাকে পা দিয়ে মৃদু আঘাত করে ও ধমক দিয়ে বললেন, অগ্রগামী হয়ে পড়েছ, এক অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ‘আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছ, নাকি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হয়ে গেছ? *(ইবনু ওয়ায্যাহ, আল-বিদউ‘ হা/২১, ১/৩০; যঈফা হা/৮৩-এর আলোচনা)*।

স্মর্তব্য যে, প্রচলিত ‘আল্লাহু’ ‘আল্লাহু’, ‘হু হু’ বা ‘ইল্লাল্লাহ’ শব্দে কোন যিকর নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি রয়েছে, তার অর্থ হ'ল ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ *(মুসলিম হা/১৪৮, আহমাদ হা/১৩১৬০; মিশকাত হা/৫৫১৬)*। শায়খ আলবানী বলেন, ‘শুধু ‘আল্লাহ’ শব্দে যিকর করা বিদ‘আত, সুন্নাতে যার কোন ভিত্তি নেই’ *(মিশকাত ৩/১৫২৭ পৃঃ, হা/৫৫১৬-এর টীকা-১ দ্রঃ)*। সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*। যা নিরিবিলি ও নিম্নস্বরে হবে।

** মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ*

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পর্দার বিধান পালন না করার পরিণতি

সাহিলা অন্যান্য দিনের মত আজও খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে। ওযূ সেরে ফজরের ছালাত আদায় করে কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করেছে। এরপর সে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। তখনও আকাশ ফর্সা হয়নি। চারিদিক থেকে পাখির কলরব ভেসে আসছে। সকালের শীতল হাওয়ায় তার মন ফুরফুরে হয়ে ওঠে। সে এখন দেশের একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত। সে প্রাথমিক জীবনে মাদরাসার ছাত্রী ছিল। ছোটবেলা থেকেই সে পর্দার বিধান মেনে চলত। কিন্তু তার বাবা মাথা ঢাকা, ঢিলা-ঢালা পোশাক পরা ও পর্দার বিধান মেনে চলাকে পসন্দ করতেন না। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথীরাও পর্দা করে না। পর্দা করলে শিক্ষকরাও কটূক্তি করেন। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তার এক শিক্ষিকা তাকে নেকাব খুলতে বাধ্য করেন। এভাবে ছেলেদের সামনে নেকাব খোলায় সে খুব লজ্জা পায়। শিক্ষিকার এ অন্যায় আচরণে সে ধৈর্য ধারণ করে। বাবাকে বললে বাবা উল্টা তাকেই ধমকায়। সে কেবল আল্লাহ্‌র কাছে বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হকের উপর অটল থাকার তাওফীক দাও। সে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে কথা বলে না। এমনকি সে তার প্রতিবেশী ছেলেদের সাথেও কথা বলে না। কারণ সে জানে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে কথা বললে এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে এক পর্যায়ে মন দেয়া-নেয়া হবে; যা এক পর্যায়ে অবৈধ সম্পর্ক পর্যন্ত গড়াতে পারে। এজন্য অনেকে তাকে সেকেলে বলে।

কিন্তু তার ছোট বোন দানিয়া একেবারে তার বিপরীত। সে ছোট থেকেই পর্দা করাকে অবহেলা করত। পর্দা করার ব্যাপারে তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন চাপও ছিল না। সে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় তার গ্রামের এক লম্পট ছেলে শাদীদ বন্ধুদের নিয়ে তার স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে ছোট হওয়ায় কিছু বুঝত না। সে তার বোন মালিহাকে বললে সে হেসে উড়িয়ে দেয়। সেও পর্দার বিষয়কে গুরুত্ব দিত না। শাদীদ এভাবে রাস্তায় প্রায়ই তাকে বিরক্ত করে। এক পর্যায়ে দানিয়ার কিশোর মনে দাগ কাটতে শুরু করে এবং তার মনে লম্পট শাদীদ স্থান করে নেয়। সে দানিয়ার বাবার মোবাইলে ফোন করে দানিয়ার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। তার বাবা বুঝতে পারে যে, কোন লম্পট ছেলে তার মেয়ের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। মেয়ের চালচলনে পরিবর্তন দেখেও দানিয়ার বাবা মেয়েকে কিছু বলেনি।

এদিকে শাদীদের সাথে দানিয়ার সম্পর্ক গভীর হ'তে থাকে। একথা জানতে পেরে বড় বোন সাহিলা বাবা-মা সহ পরিবারের সবাইকে দানিয়ার বিষয়ে জোর পদক্ষেপ নিতে বলে। দানিয়া যাতে পূর্ণ পর্দা করে চলে সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়। কিন্তু পরিবারের কেউ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিল না। দানিয়ার মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসল। সে রাত জেগে বই পড়ে। পরিবারের সবাই যখন ঘুমিয়ে যায় তখন বাবার মোবাইল নিয়ে ভিন্ন এক রুমে গিয়ে বন্ধুর সাথে কথা বলে। অসচেতন বাবা-মা বুঝতে পারে না কী হ'তে যাচ্ছে। সে পরীক্ষা দিতে যায় দূরের একটি শহরে। সে বান্ধবীদের সাথে অবস্থান করে একটি ছাত্রী নিবাসে। পর্দার ব্যাপারে অসচেতন বাবা মেয়ের ব্যাপারে তেমন খোঁজ-খবর নেয় না। তিনি মনে করেন তার মেয়ে খুব ভালো।

এদিকে দানিয়া তার বন্ধুর সাথে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করে। তার সাথে পার্কে, বাজারে ও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। বান্ধবীরা দেখলেও তাকে বা তার পরিবারের কাউকে কিছু বলে না। কারণ তারা তার প্রতি হিংসাপরায়ণ। তাছাড়া সমাজে তার পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। তার বান্ধবীরা চেয়েছিল তাদের পরিবারের ইয্‌যত-সম্মান বিনষ্ট হোক। পরীক্ষা শেষ করে দানিয়া বাড়ি আসল। বাবা-মা তার মধ্যে আরো পরিবর্তন লক্ষ্য করল। সাহিলাও গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। বাবা-মা দানিয়ার বিষয়ে সাহিলার সাথে আলোচনা করল। সাহিলা পরামর্শ দিল ভালো পাত্র দেখে তার বিবাহ দিয়ে দিতে। কিন্তু বাবার আকাঙ্খা মেয়েকে আরো পড়াশুনা করাবে। সে বড় চাকুরী করবে। সাহিলার পরামর্শ তার বাবা গ্রহণ করল না।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হ'ল। সে ভালো ফলাফল নিয়ে উত্তীর্ণ হ'ল। বাবার আকাঙ্খা আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। দানিয়াকে মহিলা মাদরাসায় ভর্তি করার জন্য সাহিলা বাবাকে পরামর্শ দিল। কিন্তু বাবা মেয়েকে শহরের কলেজে ভর্তি করে দিল। তখন দানিয়া তার বন্ধুর সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগ পেয়ে গেল। বাবা সব খবর জেনে মেয়েকে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হ'ল। প্রকৌশলী, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এলো। কিন্তু দানিয়া কারো সাথে বিবাহে রাযী হ'ল না। কারণ সে শাদীদকে পসন্দ করে। পরিবারের সবাই তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। বাবা তাকে একদিন মারধরও করল। কোন কাজ হ'ল না।

সাহিলা ছুটি শেষে ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে। সে সকালে তাকায় দূর আকাশের দিকে। সে ভাবে, কত অধপতিত এই সমাজের কথা, যেখানে ভাল কাজ করার অধিকারটুকুও নেই। কি এমন অন্যায় করেছে সে? সে ভেবে পায় না। সে কোন ছেলের সাথে কথা বলে না, ক্লাশ ছেড়ে কোথাও যায় না, এগুলোই কি তার দোষ? এর মধ্যে বাড়ি থেকে ফোন এলো। তাকে জানানো হ'ল দানিয়া শাদীদের সাথে রাতে পালিয়ে গেছে। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। মনে মনে বলল, ইসলামী পর্দার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার অশুভ পরিণতি আজ

Contents

পরিবারের সবাইকে ভোগ করতে হ'ল। পরিবারের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দানিয়াকে পেল না। থানায় সংবাদ দেওয়া হ'ল। থানার ওসি চল্লিশ হাযার টাকার বিনিময়ে উদ্ধার করে দিতে চাইল। কিন্তু এত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা সাহিলার বাবার ছিল না। লোকমুখে জানতে পারল সে কোর্ট ম্যারিজ করেছে।

দু'মাস চলে গেলেও সে ফিরে আসল না। এর মধ্যে তার এক ভাই মারা গেল। যে দানিয়াকে খুব স্নেহ করত। মৃত ভাইয়ের মুখ দেখারও সুযোগ হ'ল না তার। খবর পেল দানিয়া। কিন্তু কান্না ছাড়া তার কোন ভাষা ছিল না। সংসারের ঘানি টানতে শুরু করল। অভাবে তাদের সংসার ভালো চলে না। দানিয়ার পড়া-শুনা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন মোবাইলে বোন সাহিলার সাথে কথা হ'ল। সাহিলা তাকে বাবার বাড়ি ফিরে আসার পরামর্শ দিল। তাকে বলল, তোর বিয়ে হয়নি। এভাবে বিবাহ করা বৈধ নয়। কারণ অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া কোন মেয়ের বিবাহ হ'তে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে সে বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, হাকেম হা/২৭০৬; আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*। দেশের দুর্নীতিবাজ কাযীরা টাকার লোভে কাউকে ওলী সাজিয়ে বিবাহের নামে যুবক-যুবতীকে এভাবে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে দেয়। তোদের যেহেতু বিবাহ হয়নি, সেহেতু তোদের একত্রে বসবাস যেনা হবে। তোর কোন সন্তান হ'লে সেটি জারজ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। পরকালে তোদের যেনাকারের কাতারে দাঁড়াতে হবে। হাশরের ময়দানে এসব কাযীদেরকেও অপরাধীদের কাতারে দাঁড়াতে হবে। কারণ তারা অন্যায় কাজে সহযোগিতা করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। এখনও তোর ফিরে আসার সময় আছে। কিন্তু এসব কথা মোহাচ্ছন্ন দানিয়ার মনে কোন দাগ কাটল না।

ওদিকে দানিয়ার এহেন আচরণে তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবা ইচ্ছা করলেন সকল সম্পত্তি দানিয়া ব্যতীত অন্যান্য ছেলে-মেয়েদেরকে লিখে দিবেন। সাহিলা বাবাকে তা করতে নিষেধ করলেন। কারণ এটা অন্যায় হবে। সে অন্যায় করেছে তার ফল সে পাবে। বাবা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, সে আমার পরিবারের মান-সম্মান সব ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। সমাজে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। এখন আমি মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারি না। আমার মনে হয় জাহেলী যুগে এজন্যই কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হ'ত। বাবা রাগ ও ক্ষোভে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ল। কয়েকদিন পরেই বাবা ইহজগৎ ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমাল। যে বাবা বহু কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে পড়ালেখা করাল, আদর-যত্ন দিয়ে বড় করে তুলল, কোলে-পিঠে করে মানুষ করল, আজ সে বাবা এক বুক কষ্ট ও মনঃপীড়া নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। দানিয়া বাবার সাথে কথা বলার কোন সুযোগ পেল না। দূর থেকে বাবার মৃত চেহারা দেখে নীরবে অশ্রু ঝরানো ছাড়া তার করার কিছু ছিল না। সে নিজের ভুলের কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাল। সে দুনিয়া হারাল, হয়ত পরকালও হারাবে।

সুতরাং প্রত্যেক বাবার চিন্তা করা প্রয়োজন যে, মেয়ের পর্দার ব্যাপারে সচেতন না হ'লে অবস্থা এরূপ হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। দেশের কাযীদেরও উচিত এরূপ বিবাহ রেজিষ্ট্রী না করে কৌশলে মেয়ের অভিভাবকদের জানিয়ে তাদের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়া। কারণ অল্প বয়সী তরুণী মেয়েদের ভালো-মন্দ বাদ-বিচার করার জ্ঞান থাকে না। সুতরাং কাযীরা এরূপ অবুঝ একটি মেয়েকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং অশেষ ছওয়াব অর্জন করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ভাল কাজে সহযোগিতা করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

উম্মে হাবীবা
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Contents

ক্ষেত-খামার

পানি কচু চাষ পদ্ধতি

উপযোগী মাটি : মাঝারি নিচু থেকে উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি সহজেই ধরে রাখা যায় অথবা জমে থাকে এমন জমি পানি কচু চাষের জন্য উপযোগী। পলি দো-আঁশ ও এঁটেল মাটি পানি কচু চাষের জন্য উত্তম।

জাত : লতিরাজ (উফশী) ও জয়পুরহাটের স্থানীয় জাত পানি কচুর উত্তম জাত।

রোপণের সময় : আগাম ফসলের জন্য কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর)। নাবী ফসলের জন্য মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে লাগানো যায়। দক্ষিণাঞ্চলে বৎসরের যে কোন সময় লাগোনো যায়।

রোপণের দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি.।

কচু রোপণের নিয়ম : কচু চাষের বেলায় বীজের হার প্রতি হেক্টর ৩৭-৩৮ হাজার লতা। পূর্ণ বয়স্ক কচুর গোঁড়া থেকে ছোট ছোট চারা উৎপন্ন হয়। এসব চারার মধ্যে সতেজ চারা পানি কচু চাষের জন্য 'বীজ চারা' হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। পানি কচুর চারা কম বয়সের হ'তে হবে, ৪-৬টি পাতাসহ সহেজ সাকার বীজ চারা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, চারা রোপণের সময় উপরের ২/১টি পাতা বাদ দিয়ে বাকি সব পাতা ও পুরানো শিকড় কেটে ফেলতে হবে। চারা তোলার পর রোপণে দেরী হ'লে চারা ভিজামাটি ও ছায়ামুক্ত স্থানে রাখতে হবে। মাটি থকথকে কাঁদাময় করে তৈরির পর নির্ধারিত দূরত্বে ৫-৬ সেমি. গভীরে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর ১৫-২০ কেজি, ইউরিয়া ১৪০-১৬০ কেজি, টিএসপি ১২০-১৩০ কেজি, এমপি ১৬০-১৯০ কেজি। গোবর, টিএসপি, এমওপি সার চারা রোপণের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার ২/৩ কিস্তিতে দিতে হবে। তবে ১ম কিস্তি রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যেই প্রয়োগ করতে হবে।

অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : পানি কচুর গোঁড়ায় সব সময় পানি জমিয়ে রাখতে হবে এবং দাঁড়ানো পানি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। চারা বাড়তির জন্য মাঝে মাঝে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। আবার নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি দিতে হবে। দেওয়া পানি সরানো যদি ৩/৪ বার করা যায়, তবে পানি কচুর ফাল্গুটি সঠিকভাবে লম্বা ও মোটা হয়।

গোঁড়ার চারা সরানো : কাণ্ডের গোঁড়ায় যে সকল চারা হবে সেগুলি তুলে ফেলতে হবে। চারা হিসাবে ব্যবহারের জন্য মাটির নিচের অংশ থেকে যেসব চারা আসবে তা থেকে ২/৩টি রেখে বাকি চারা কেটে দিতে হবে।

পোকা দমন : ছোট ও কালচে লেদাপোকা পাতা খেয়ে ফেলে। এসব পোকা প্রথমত হাত দিয়ে মেরে ফেলতে হবে। সংখ্যা বেশি হ'লে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

রোগবালাই : কচুর পাতায় মড়ক রোগ হ'লে পাতার উপরে বেগুনী বা বাদামী রঙের গোলাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীতে এসব দাগ আকারে বেড়ে একত্রিত হয়ে পাতা ঝলসে যায়। পরে তা কচু ও কন্দে আক্রমণ করে। বেশি আক্রান্ত হ'লে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রিডোমিন বা ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

ফলন সংগ্রহ : চারা রোপণের ৪৫-৭৫ দিনের মধ্যেই কচুর লতি তোলা হয়। ১০-১৫ দিন পরপর লতি তোলা যায়। চারা রোপণের ৪০-১৮০ দিনের মধ্যে পানি কচু সংগ্রহ করা যায়। গাছের উপরের কয়েকটি পাতা রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলে কাণ্ডটি পরিষ্কার করে বাজারজাত করতে হবে।

ফলন : বিঘাপ্রতি লতি ১.৫-২ টন এবং পাতাকচু ৩-৫ টন।

মুখী কচু

মুখী কচু একটি সুস্বাদু সবজি। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এর চাষ হয়। মুখী কচু বাংলাদেশে গুড়াকচু, কচু, ছড়া কচু, দুলি কচু, বিন্নি কচু ইত্যাদি নামেও পরিচিত। মুখীর ছড়া বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পুষ্টি গুণ : মুখী কচুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং লৌহ থাকে।

জাত : আমাদের দেশে কচু জাতের মধ্যে বিলাসী একটি উচ্চফলনশীল জাত। বিলাসী জাতের গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারি লম্বা, এর মুখী খুব মসৃণ, ডিম্বাকৃতির হয়। সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায়।

মাটি : বিলাসী জাতের মুখী কচু চাষের জন্য দো-আঁশ মাটি উত্তম।

রোপণের সময় : মধ্য মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন। মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য বৈশাখ।

চারা তৈরি : মুখীর ছড়া বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রোপণের জন্য মুখীর ছড়া প্রতি শতকে ২ কেজি পরিমাণ দরকার হয়।

রোপণ পদ্ধতি : উর্বর মাটির জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেঃ মিঃ গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেঃ মিঃ। অনুর্বর মাটির বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেঃ মিঃ এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেঃ মিঃ রাখতে হয়।

বীজ বপণের গভীরতা : বীজ বপণের গভীরত হ'তে হবে ৮ থেকে ১০ সেঃ মিঃ।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর ৫০ কেজি, ইউরিয়া ৬০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম, এমপি ৭০০ গ্রাম। গোবর, টিএসপি এবং এমওপি রোপণের সময় এবং ইউরিয়া ৪০-৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা : সার উপরি প্রয়োগের পর গাছের গোঁড়ার মাটি টেনে দিতে হবে। জমি আগাছা মুক্ত করা, খরার সময় প্রয়োজনে সেচ এবং অতি বৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। চাষের সময় মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : মুখী কচুর গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে গেলে এ কচু তুলতে হয়। রোপণের পর থেকে ৬-৭ মাস সময় লাগে।

॥ সংকলিত ॥

Contents

চিকিৎসা জগৎ

কলার উপকারিতা

কলা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় একটি ফল। মিষ্টি স্বাদের এই ফলটি বেশ সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। কলা শরীরে শক্তি যোগায় এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। প্রতি ১০০ গ্রাম কলায় আছে ১১৬ ক্যালোরি, ক্যালসিয়াম ৮৫ মি.গ্রা., আয়রণ ০.৬ মি.গ্রা., অল্প ভিটামিন-সি, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ৮ মি.গ্রা., ফসফরাস ৫০ মি.গ্রা., পানি ৭০.১%, প্রোটিন ১.২%, ফ্যাট/চর্বি ০.৩%, খনিজ লবণ ০.৮%, আঁশ ০.৪%, শর্করা ৭.২%।

স্বাস্থ্য উপকারিতা :

* কলায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরী আছে। তাই মাত্র একটি কলা খেলেই অনেক সময় পর্যন্ত সেটা শরীরে শক্তি যোগায়।
* অতিরিক্ত জ্বর কিংবা হঠাৎ ওযন কমে গেলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। এসময়ে কলা খেলে শরীরে শক্তি সঞ্চার হবে এবং তাড়াতাড়ি দুর্বলতা কেটে যায়।
* কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম আছে। তাই হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য কলা উপকারী।
* কলা অ্যান্টাসিডের মত কাজ করে। অর্থাৎ কলা হজমে সহায়তা করে এবং পেট ফাঁপা সমস্যা সমাধান করে। এছাড়াও কলা পাকস্থলীতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে।
* কলায় প্রচুর আয়রণ আছে যা রক্তে হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে সাহায্য করে। ফলে যারা রক্ত শূন্যতায় ভুগছেন তাদের জন্য কলা খুবই উপকারী।

  কলা বুক জ্বালা পোড়া কমায় এবং পাকস্থলীতে ক্ষতিকর এসিড হ'তে দেয় না। বুক জ্বালাপোড়া সমস্যায় প্রতিদিন ভরা পেটে একটি করে কলা খেলে উপকার হবে।
* ডায়রিয়া হ'লে শরীরে পানি শূন্য হয়ে যায় এবং শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পটাশিয়াম বের হয়ে যায়। এসময়ে কলা খেলে শরীরে পটাশিয়ামের অভাব দূর হবে এবং হার্টের কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।
* কলায় ফ্যাটি এসিডের চেইন আছে, যা ত্বকের কোষের জন্য ভালো এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এছাড়াও এই ফ্যাটি এসিড চেইন পুষ্টি গ্রহণ করতেও সাহায্য করে।
* কলায় প্রচুর পটাশিয়াম থাকে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভালো। স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্যেও কলা উপকারী।
* ধূমপান ছাড়তে বেশি করে কলা খাওয়া যায়। কারণ কলায় উপস্থিত ভিটামিন বি-৬, বি-১২, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম শরীর থেকে নিকোটিনের প্রভাব দূর করতে সাহায্য করে।

কাঁচকলার গুণাগুণ :

কাঁচকলা আমাদের পরিচিত সবজি। পেটের পীড়া বা রক্তশূন্যতায় এই সবজি বেশি খাওয়া হয়। নানাভাবে কাঁচকলাকে খাওয়া যায়। সবভাবেই এর খাদ্যগুণ ঠিক থাকে।

শক্তি জোগায় : এতে প্রচুর ক্যালোরি থাকে। মাত্র ১০০ গ্রাম কাঁচকলায় ক্যালোরি থাকে ৮৩ গ্রাম। তাই শরীরের ক্ষয় পূরণে এবং কর্মক্ষমতা বাড়াতে কাঁচকলা কার্যকর সবজি।

পটাশিয়ামের উৎস : কাঁচকলার পটাশিয়াম স্নায়ু ভালো রাখতে ও মাংশপেশির কর্মক্ষমতাকে সচল রাখতে কাজ করে। তাই নিয়মিত কাঁচকলা খেলে মাংসপেশিতে জড়তাজনিত রোগ সহজেই এড়ানো যায়।

হজমে সহায়ক : পরিপাকতন্ত্রে গোলযোগ দেখা দিলে কাঁচকলা খেলে উপকার পাওয়া যায়। কাঁচকলার উপাদানগুলো খাদ্যবস্তু হজমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ডায়রিয়ার পথ্য : এটি ডায়রিয়া নিরাময়ে যেমন সক্ষম, তেমনি কোষ্ঠকাঠিন্য রোগেরও ওষুধ।

রক্তশূন্যতা এড়াতে : রক্তশূন্যতায় নিয়ম করে কাঁচকলার তরকারি খেলে উপকার পাওয়া যায়।

ক্লান্তি দূর করতে : এই সবজিতে আছে হজমযোগ্য শর্করা, যা শরীরে দ্রুত শক্তি জোগায় এবং শরীর থেকে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে।

হাড়ের সুরক্ষা : কাঁচকলাতে ক্যালসিয়াম থাকে প্রচুর। এই ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে এবং হাড়ের সুরক্ষায় কার্যকর।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

ত্বাগূত হকের শত্রু

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

তাওহীদের ঝাণ্ডা নিয়ে জোর দাপটে এগিয়ে চল
ত্বাগূতের ঐ শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড় যুবক দল।
ত্বাগূতের ঐ বেড়াজালে তোমরা কেন হও আটক
তাওহীদের ঝাণ্ডা নিয়ে দেখাও তোমরা জোর দাপট।
ত্বাগূত আছে মনে মিশে ত্বাগূতের হয় না মরণ
সুযোগ পেলেই মুমিনগণের ঈমান করবে হরণ।
সচরাচর সদাই থাকে কখনো থাকে গোপন
মনে থেকে ছুড়ে ফেল চিরতরে হোক পতন।
ত্বাগূতের ঐ সিংহাশনে অহী দিয়ে কর আঘাত
উঠুক জ্বলে পড়ুক মরে ত্বাগূত সব যাক নিপাত।
আল-কুরআন হাতিয়ার আছে হাদীছকেও কর ঢাল
ত্বাগূতের ঐসব মিথ্যা জাল সত্য দিয়ে ভেঙ্গে ফেল।
আল্লাহ চাইলে ধরায় হবে কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক দল
সেদিন তোমরা দেখতে পাবে বাতিল শক্তি যাবে তল।

সরিষার ভূত

মুহাম্মাদ আবুল ফযল খন্দকার
রামশার, কাযীপুর, নলডাঙ্গা, নাটোর।

দাড়ি-টুপি থাকলে কি আর মুসলমান হয় ভাই?
লেবাসের আড়ালে কত ভণ্ডামী আমরা দেখতে পাই।
আহলেহাদীছকে মিটিয়ে দিতে যারা করেছিল হীন চক্রান্ত,
তারা নিজের কুড়ালে কেটেছে নিজের পা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।
এদেশের মুসলিমদেরকে তারা করতে চেয়েছিল বিভক্ত
আর শয়তানের হাত করতে চেয়েছিল শক্ত।
শত ফুৎকারে আজীবন কাল করতে চাইলে বিলীন
তেজোদীপ্ত জ্যোতির বিকাশ হয় না বিন্দুবৎ মলিন।
উপরের দিকে মারলে থুথু পড়ে যে নিজেরই গায়,
তারা একুল-ওকুল সব হারালো এখন হবে কি উপায়?
যে ব্যক্তি সদাই অপরের অমঙ্গল চিন্তা করে
অন্যের জন্য গর্ত খুড়লে নিজেই একদিন পড়ে।
ক্ষমতায় থাকলে টিকটিকিও হয়ে যায় হাতি
ক্ষমতা গেলে ঐ টিকটিকিকে হাতি মারে লাথি।
শয়তানের সঙ্গে আঁতাত করে যারা করেছিল তোমাদের সর্বনাশ
লাল-কালির সেই বড় বড় লেখাগুলো হয়েছে আজ ইতিহাস।
আহলেহাদীছকে চেনালো তারা চিনলো বিশ্ববাসী
জ্ঞানপাপী, মূর্খদের কথা মনে হ'লে একা একাই হাসি।
নিরপরাধ আলেমদের প্রতি যুলুম করে তারা করেছিল যে ভুল
আজ তাদের দিতে হচ্ছে সেই ভুলেরই মাশুল।
হকপন্থীদের বিনাশে যারা করেছিল ছল
আজ তারা ভোগ করছে ষড়যন্ত্রের প্রতিফল।
ষড়যন্ত্রকারীরা বহাল তবিয়তে আজও আছে বাকি
মুখোশধারীদের থেকে আমরা যেন সাবধান থাকি।
সেই কুচক্রীদের নীল-নকশা বিস্তৃত বহুদূর
স্বার্থের জন্য আজও তারা মেলাতে চায় সুর।
মাযলূমের দো'আ যায় না বৃথা হাদীছ তাই বলে
তাদের সব জবাব দিতে হবে একদিন পরকালে।

অব্যক্ত কষ্ট

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

সফেদ পাঞ্জাবী বাহারী পোশাক
থরে থরে সাজিয়ে গোলাপ হবে কি ঈদ?
মানসপটে ভাসে যখন দেশহীন মানুষের ছবি রোহিংগা মুসলিম।
ধূলোয় ধুসর বোনের কায়া অন্নহীন।
রামাল্লার পল্লীতে নিষ্পাপ নিধনের উন্মত্ত অহংকার,
বিভৎস হত্যার আনন্দে নাচে ইসরাঈলের বেঞ্জামিন।
বিশ্ব বিবেক অথর্ব অনড় কি চমৎকার!
মনের ভিতরে ধেয়ে আসে মরুর সাইমূম,
মাথার উপরে উড়ে মার্কিন বোমারু বিমান,
কি হবে তখন এই ঈদে উপচে পড়া গোশতের বাটি,
কালিয়া-কাবাব মেকি হাসির আলিঙ্গন?
আপন ভিটায় কাঁদে পরবাসী ফিলিস্তীন
ভয়ার্ত মানুষের ঈদ নেই দু'চোখ নিদহীন।
কি হবে মিথ্যা আভিজাত্যের আলোকসজ্জায়,
যখন লায়মার কচি প্রাণ দলিত-মথিত হ'ল
একখণ্ড কাপড়ের আশায়।

জামা'আতী যিন্দেগী

মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন
খয়েরসূতি, পাবনা।

ওহে বিপ্লবী! গড়ে তুলি আস জামা'আতী যিন্দেগী
জামা'আত ছাড়া যে জাহেলী মরণ করিয়া বন্দেগী।
যত তুমি হও মহারথি যত বড় হোক মান
জামা'আতবদ্ধ জীবন এটা যে আল্লাহ্রই ফরমান।
জামা'আতী জীবন ফরয এখানে বিকল্প কিছু নেই,
আমীর মামূর বায়'আত রয়েছে আল্লাহ্র বিধানেই।
রাষ্ট্রীয় আমীর ছিলেন না নবীজী আকাবা বায়া'আতে জানি।
জামা'আত নষ্ট পরিকল্পনা ছাড় হে দুষ্ট জ্ঞানী!
তিনজন লোক একখানে হ'লে
আমীর বানাতে হয় এটা যে হাদীছে কয়।
তুমি পৃথিবীর বিরাট আধারে বহু ভাষাবিধ জ্ঞানের সাগরে,
কাজে আসিবে না জারি থাকিবে না, কবরে চলে যাবে।
ওহে বিপ্লবী! গড়ে তুলি আস জামা'আতী যিন্দেগী।
জালসা করিয়া কতটুকু লাভ মানুষের তো আবেগী স্বভাব
টাকার লাগিয়া জিহাদী সাজিয়া ঝংকারে মাতাবি,
ওহে বিপ্লবী! গড়ে তুলি আস জামা'আতী যিন্দেগী।
জামা'আতবদ্ধ বিপ্লব ছাড়া মানবতা ফিরে পাবে না এ ধরা
সকল বিধান বাতিল করে অহী কর বিজয়ী।
জাহেলী বিধান পদে পদে মেনে পাচ্ছে সম্মানী
বাতিলের ফাঁদে শাসকের সাজ অশান্ত পৃথিবী
ওহে বিপ্লবী! গড়ে তুলি আস জামা'আতী যিন্দেগী।
সংখ্যাগুরু মুসলিম দেশে ধারে না অহি-র ধার
অহী মুতাবেক আমল করিলে ধমকায় বারবার
বুঝি না এ ব্যাপার আমরা বুঝি না এ ব্যাপার।
শিরক, বিদ'আতে আপোষ করে হবে না বন্দেগী
ওহে বিপ্লবী! গড়ে তুলি আস জামা'আতী যিন্দেগী।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী। জন্ম ১৯৪ হিঃ ও মৃত্যু ২৫৬ হিঃ।
২. মুসলিম বিন হাজ্জাজ, জন্ম ২০২ হিঃ ও মৃত্যু ২৬১ হিঃ।
৩. আবু দাঊদ সুলায়মান বিন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, জন্ম ২০২ হিঃ ও মৃত্যু ২৭৫ হিঃ।
৪. মুহাম্মাদ ঈসা আত-তিরমিযী, জন্ম ২০৯ হিঃ ও মৃত্যু ২৭৯ হিঃ।
৫. আহমাদ বিন শু'আইব আন-নাসাঈ, জন্ম ২১৫ হিঃ ও মৃত্যু ৩০৩ হিঃ।
৬. মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, জন্ম ২০৯ হিঃ ও মৃত্যু ২৭৩ হিঃ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বাংলাদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. রাজশাহী। ২. ইসলাম খাঁন।
৩. ঈশ্বরদী। ৪. বগুড়া।
৫. বেনাপোল। ৬. কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. কোন নবীর জন্মের পর তার মা তাকে বাক্সে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেন এবং কেন?
২. কোন নবী নিজ শত্রুর বাড়ীতে লালিত-পালিত হন?
৩. মূসা (আঃ) কোথায় আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেন?
৪. ইউসুফ (আঃ)-এর জেল খাটার কারণ কি?
৫. কোন ব্যক্তি নিজে নবী ছিলেন এবং তাঁর পিতা, দাদা ও পরদাদাও নবী ছিলেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বাংলা সাহিত্য)

১. প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখক কে?
২. প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখিকা কে?
৩. বাংলা দৈনিকের প্রথম মহিলা সাংবাদিক কে?
৪. ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানার নাম কি?
৫. প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
৬. বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচয়িতা কে?
৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকার কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১৯শে আগস্ট, বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকার উদ্যোগে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫-এর শাখা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন ও আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হাফেয রায়হানুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুনীরুল ইসলাম।

বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী ২০শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় রাজশাহীর মোহনপুর থানাধীন বেড়াবাড়ী দারুল হাদীছ সালাফী মাদরাসায়, সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সভাপতি জনাব আবু হেনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান, অত্র মাদরাসার সাধারণ সম্পাদক জনাব সাজেদুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হাসনাহেনা শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফীযা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুরভী খাতুন।

খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২০শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৫টায় খানপুর বাগবাজার আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলী আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান, অত্র শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রবীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হাসনাহেনা শাখার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অত্র শাখার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল কুদ্দূস।

দড়িকমলপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২১শে আগস্ট, শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় দড়িকমলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যেলা সম্মেলন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫-এর যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এনামুল হক সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশিমুদ্দীন সরকার, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আশরাফুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর রজনীগন্ধা শাখার 'সোনামণি' পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাকিব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে জুয়েল রানা। উল্লেখ্য, প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের পূর্বে উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

চল সোনামণি

মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চল চল এগিয়ে চল সোনামণি দল
পারবে তোমরাই পাল্টাতে সমাজ
রাসূলের আদর্শে চালাবে রাজ
দলবেধে কর কাজ পাল্টাতে এ সমাজ।
তুমি বীর সোনামণি তুমি নির্ভীক সোনামণি
তোমার হৃদয়ে রয়েছে মহানবীর বাণী।
শক্তিতে তুমি তুলনীয় হবে খালিদের
সাহসে তুমি সাদৃশ্য হবে ওমরের।
মনে শুধু তোমার একটাই আশা
মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা।
চল সোনামণি চল এবার
কাজ কর এক সাথে পাল্টাতে এ সমাজ
দুর্বার গতিতে কর ইসলাম প্রচার
তুমি নির্ভীক সোনামণি চল এবার।

Contents

স্বদেশ

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের ফাযিল (স্নাতক ও পাস) এবং স্নাতকোত্তর (কামিল) মাদ্রাসাগুলোর অধিভুক্তি, পাঠ পরিচালনা, পরীক্ষা গ্রহণ, পরিদর্শন, কোর্স অনুমোদনসহ সব শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। গত ১লা সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ফলে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ফাযিল ও কামিলের ভর্তি ও পরীক্ষা আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়া হবে। এর আগে এর নিয়ন্ত্রণ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। গত ২৩শে আগস্ট থেকে ঢাকার ধানমণ্ডি ১২/এ রোডের ৪৪ নম্বর বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসের কার্যক্রম শুরু হয়। এদিন এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ।

উল্লেখ্য যে, ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ২০০৬ সাল থেকে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। অতঃপর এর অধীনেই ২০১০ সালে দেশের নামকরা ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু হয়। বর্তমানে সেখানে কুরআন, হাদীছ, দাওয়াহ, আরবী সাহিত্য এবং ইসলামের ইতিহাস এই ৫টি বিষয়ে ফাযিল (চার বছর মেয়াদী অনার্স) কোর্স চালু রয়েছে। অতঃপর ফাযিল (পাস), (অনার্স) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের শিক্ষার তদারকি এবং পৃথক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৩ সালে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংসদে পাস হয়। অতঃপর এ বছর ১লা সেপ্টেম্বর এর বাস্তবায়ন শুরু হ'ল। বর্তমানে দেশে মোট ২০৫টি কামিল, ৩১টি ফাযিল (সম্মান), ১০৪৯টি ফাযিল (পাস) এবং তিনটি সরকারী মাদরাসা রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ লাখ ৯৮ হাযার ৩১ জন শিক্ষার্থী আছে, যার মধ্যে ছাত্রী প্রায় ২ লাখ। আর শিক্ষক সংখ্যা ২২ হাযার।

[অবশেষে মাদরাসাগুলির জন্য আরেকটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় না হয়! (স.স.)]

'দাড়ি' রাখাকে কটাক্ষ করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে অফিস আদেশ জারি

এবার 'দাড়ি'কে কটাক্ষ করে খোদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজারদের বদলীর আদেশে একজন সুপারভাইজারের নামের শেষে 'দাড়িওয়ালা' বলে বিদ্রূপ করা হয়। বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামল এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও এ ধরনের ঘটনা নযীরবিহীন বলে ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আযীযুর রহমান নামে একজন ফিল্ড সুপারভাইজারকে বাগেরহাট থেকে শরীয়তপুর জেলা কার্যালয়ে বদলীর আদেশে তার নামের শেষে 'দাড়িওয়ালা' উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আদেশে মোট ৪৫ জনকে বদলী করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক শামীম মুহাম্মাদ আফযালের নির্দেশে এ বদলী হয় এবং নথিতে তিনি স্বাক্ষর করেন। দাড়িকে এভাবে কটাক্ষ করে লেখার বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের একজন কর্মকর্তা বলেন, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে এখানে ইসলামের পরিবর্তে নাস্তিক্যের চর্চা চলছে। নইলে অফিস আদেশে কিভাবে 'দাড়িওয়ালা' উল্লেখ করা হয় তা বোধগম্য নয়। অথচ সরকারী আদেশে কখনো 'দাড়িওয়ালা' কিংবা 'মোচওয়ালা' উল্লেখ করার কোন বিধান নেই। *[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]*

দেশীয় শিপইয়ার্ডে যুদ্ধ জাহায নির্মাণে নতুন মাইলফলক

বৃহদাকারের দু'টি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে খুলনা শিপইয়ার্ড দেশের নৌ-নির্মাণশিল্পে নতুন মাইলফলক অতিক্রম করতে যাচ্ছে। গত ৬ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর জন্য দু'টি 'লার্জ পেট্রোল ক্রাফট' (এলপিসি) নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থে প্রায় ৮শ' কোটি টাকা ব্যয়ে আগামী ৩০ মাসের মধ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করবে। দেশের নৌ-নির্মাণশিল্পে এটিই এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ কর্মকাণ্ড। জাপানের নৌ জরিপ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ক্লাস এনকে'র তত্ত্বাবধানে চীনা কারিগরি সহযোগিতায় টর্পেডো, এন্টি এয়ার ক্রাফট গান ও মিসাইলসমৃদ্ধ এ যুদ্ধজাহায নির্মাণকাজ সম্পন্নের মাধ্যমে খুলনা শিপইয়ার্ড সমর শিল্পে উপমহাদেশে বিশেষ স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করছেন ওয়াকিফহাল মহল। প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজে ৭০ জন করে নৌসেনা ও নাবিক থাকতে পারবে এবং এগুলিতে ১০ কিলোমিটার দূরে শত্রুর লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার মতো মিসাইলসহ সমর সরঞ্জাম সংযোজন করা হবে। এছাড়া এটি ঘণ্টায় প্রায় ৪৭ কিলোমিটার বেগে সাগরে ও উপকূলের লক্ষ্যস্থলে চলতে সক্ষম হবে। এসব যুদ্ধজাহায বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হ'লে তা দেশের সমুদ্রসম্পদ রক্ষায় অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এর আগে খুলনা শিপইয়ার্ড সাফল্যজনকভাবে আরো ৫টি পেট্রোল ক্রাফট নির্মাণের গৌরব অর্জন করে।

উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ এ নৌ-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটিতে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশ সামরিক-বেসামরিক নৌযান নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ব্রুনাই ও ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের নৌবাহিনী প্রধানরা খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করে অভিভূত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিরাষ্ট্রীয়করণ তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড ১৯৯৯ সালে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের পরে শত কোটি টাকার দায় দেনা কাটিয়ে গত ১৫ বছরে আরো প্রায় সোয়া ২শ' কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ এর কমকর্তা-কর্মচারীদের সততা ও আন্তরিকতার পাশাপাশি দক্ষতার কারণেই খুলনা শিপইয়ার্ড আজ গোটা জাতীর সামনে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান 'আইএসও'র সনদ লাভকারী খুলনা শিপইয়ার্ড বিশ্বসেরা নৌ-নির্মাণ পরামর্শক ও জরিপ প্রতিষ্ঠান জাপানের এনকে, ফ্রান্সের ব্যুরো অব ভেরিটার্স ছাড়াও লয়েডস, সিসিএস ও জিএল-এর মতো বিশ্বে সেরা নৌ-নির্মাণ পর্যবেক্ষণ ও সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানে কাজ করারও গৌরব অর্জন করেছে।

Contents

বিদেশ

ভারতে বাড়ছে মুসলিম, কমছে হিন্দু

হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে তুলনামূলকভাবে বেড়ে চলেছে মুসলিম জনসংখ্যা। সর্বশেষ ২০১১ সালের শুমারী অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে ০.৭ শতাংশ আর মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ০.৮ শতাংশ। এসময় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৭.২২ কোটি। যা ২০০১ সালে ছিল ১৩.৮ কোটি। দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৯.৮০ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ১৪.২ শতাংশ মুসলিম, ২.৩ শতাংশ খ্রিস্টান, ০.৮৪ শতাংশ বৌদ্ধ ও ০.৪০ শতাংশ জৈন ধর্মাবলম্বী।

হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমেছে ০.১ শতাংশ। তবে খ্রিস্টান ও জৈনদের জনসংখ্যা মোটামুটি একই আছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকেও এগিয়ে আছে মুসলমানরা। ২০০১ থেকে ২০১১-এই দশ বছরে দেশটিতে ১৭.৭ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ২৪.৬ শতাংশ, হিন্দুদের বৃদ্ধির হার ১৬.৮ শতাংশ, খ্রিস্টানদের বৃদ্ধির হার ১৫.৫ শতাংশ, শিখ ৮.৪ শতাংশ, বৌদ্ধ ও জৈন যথাক্রমে ৬.১ ও ৫.৪ শতাংশ।

ভূমধ্যসাগর যেন লাশের সাগর

২০১১ সালে তথাকথিত আরব বসন্তের পর থেকেই যুদ্ধবিধ্বস্ত আরব দেশগুলির নির্যাতিত জনগণের নির্মম মৃত্যুর নতুন ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমধ্যসাগর। 'লাশের সাগর'-এ পরিণত হওয়া এ সাগরটিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তা বিশ্বের আর কোন সাগরে হয়তো হয়নি। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে, এ বছরেই কমপক্ষে ২ হাযার অভিবাসী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছেন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ২৭৯ জন। তাদের অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশের অধিবাসী। গৃহযুদ্ধসহ নানা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হাযার হাযার মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলি সহ বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হওয়ার চেষ্টা করছে। এদেরই একটা বড় অংশ নৌকাডুবিতে করুণ মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে চরম মানবিক বিপর্যয়।

মানবাধিকারের ধ্বজাধারী পশ্চিমা বিশ্ব নতুন নতুন দেশে তেল দখল, ভূমি দখল, শাসক বদল আর গণতন্ত্র রফতানির জন্য যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লাখো মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে চলেছে। একইভাবে যুদ্ধের ফলস্বরূপ সৃষ্ট হাযার হাযার শরণার্থীকে স্থান না দিয়ে তাদের এ মৃত্যু দৃশ্য দেখেও তারা মুখে কুলুপ এটেই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরের সৈকতে পড়ে থাকা তিন'বছর বয়সের শিশু আইলানের ছবি দুনিয়াজুড়ে মানুষের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। সিরিয়ায় যুদ্ধের কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে আইলানের পরিবার কানাডা যাবার জন্য পাড়ি দিতে চেয়েছিল ভূমধ্যসাগর। কিন্তু পিতার হাত ফসকে সমুদ্রের স্রোতে ভেসে যায় আইলান। পরে তার নিথর দেহ ভেসে ওঠে তুরস্কের এক সমুদ্র সৈকতে। এই ছবি সারা বিশ্বে সংবাদ মাধ্যমসহ আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে ঝড় তোলে। মধ্যপ্রাচ্যে নানামুখী স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে রক্ত ঝরছে তার প্রতীক হয়ে উঠে এই শিশু। অবশেষে যুদ্ধের নেপথ্য নায়কেরা লৌকিকতার খাতিরে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু আইলানের পরিবার নয়, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির এরূপ লাখ লাখ পরিবার এখন ভূমধ্যসাগরের স্রোতের সাথে ভেসে আশ্রয় পেতে চায় ইউরোপসহ পশ্চিমা দেশগুলিতে। তুরস্ক ইতিমধ্যে প্রায় ২০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। জর্দান, মিসর, লেবানন প্রভৃতি দেশ সমূহ আরো প্রায় ২০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। এই যখন অবস্থা তখন লিবিয়া, সিরিয়া ও ইরাক যুদ্ধের কারিগর ইউরোপ আর আমেরিকা ও রাশিয়া নিশ্চুপ। ভূমধ্যসাগরে শত শত মানুষের মৃত্যুদৃশ্য যেন তারা উপভোগ করছে। আইলানের এই নিথর দেহ তাদের ঘুমকে ভাঙানোর চেষ্টা করছে।

মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় সামনে এনেছে ইউরোপের কোন কোন দেশের সরকারপ্রধান। শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে তারা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করছে। যেমন হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী বলছেন, মুসলমানদের আশ্রয় দিলে ইউরোপের খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়বে। অথচ সিরিয়া, ইরাক ও লিবিয়ার যুদ্ধ আরব দেশগুলোর গোষ্ঠীগত সজ্ঘাতের কারণে শুরু হয়নি। এর পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। তাই অভিবাসন প্রার্থীদের দায় এসব দেশকে অবশ্যই নিতে হবে।

জাপানে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে উদ্বেগজনক হারে

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতাকে স্বাভাবিক হিসাবেই ধরা হয়। কিন্তু কিছু দেশ আছে, যেখানে জনসংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। তন্মধ্যে বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান অন্যতম। দেশটিতে জনসংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমছে। নিম্ন মৃত্যু ও জন্মহারের কারণে আগামী ২০৬০ সালের মধ্যে বর্তমান লোকসংখ্যা ১২ কোটি ৭৩ লাখ থেকে কমে ৮ কোটি ৭ লাখে পৌঁছবে এবং প্রতি ১০ জনে চারজন নাগরিকের বয়স ৬৫ বছরের চেয়ে বেশী হবে বলে এক জরিপে বলা হয়েছে।

একদিকে গড় আয়ু বেশী হওয়ায় জাপানে বৃদ্ধদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। অন্যদিকে নিম্ন মৃত্যু হার এবং যুবক-যুবতীদের মধ্যে চরম বিয়ে বিমুখতার কারণে জন্মহার আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দাবী করেছে।

যেমন মাত্র ৫০ বছরে জাপানের ইউবারি শহরের জনসংখ্যা কমেছে ৯০ শতাংশ। শহরের অবশিষ্ট বাসিন্দাদের বেশীর ভাগই বুড়োবুড়ি। শিশুরা নেই বলে বন্ধ হয়ে গেছে পাঠশালা! শহরের বেশির ভাগ দালান-কোঠাই এখন পরিত্যক্ত। শহরের পথ-ঘাটে ভয়-ডরহীনভাবে চরে বেড়ায় বুনো হরিণেরা। ১৯৬০ সালে কয়লা খনির কারণে সেখানে লোকসংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাযার। ১৯৯০ সালে জনসংখ্যা নেমে আসে ২১ হাযারে। পরবর্তী দুই দশকেই এই সংখ্যা নেমে আসে অর্ধেকে। এখানকার তরুণ-তরুণীরা কাজের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছে দূর-দূরান্তে। ফলে প্রতি ২০ জনে মাত্র একজনের বয়স এখন ১৫ বছরের নিচে। একটা শিশু জন্মাতে জন্মাতে অন্তত এক ডজন মানুষ মারা যান ইউবারিতে। জাপানের আর সব শহরের মতোই ইউবারিতেও একসময় অনেক স্কুল-কলেজ ছিল। কিন্তু এখন মাত্র একটা স্কুলেই চলছে শিশু, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউবারি শহরের অবস্থা ভবিষ্যত জাপানেরই একটি মাইক্রো মডেল। সুতরাং এ অবস্থা নিরসনে সরকারকে এখন থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

[স্বভাবধর্মের বিরোধিতা করলে এরূপ পরিণতি সবাইকে বরণ করতে হবে। অতএব বস্তুবাদীরা সাবধান হও। ইসলামের দিকে ফিরে এসো (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

ভাইকে কিডনী দিতে লটারী!

ব্যবসা বা জমিজমা ভাগ-বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে ভাইদের মধ্যে প্রায়শই বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু সম্প্রতি সঊদী আরবে দেখা গেছে ভ্রাতৃত্বের এক ভিন্ন চিত্র। অসুস্থ ছোট ভাইকে কিডনী দান করার ঘটনা নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন চার সহোদর। শেষে লটারির মাধ্যমে তাদের সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়।

সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে সঊদী আরবের দাহরান প্রদেশে। গত এক বছর ধরে অসুস্থ থাকার পর আব্দুল্লাহ নামক এক যুবকের দেহে কিডনী প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তার বড় চার ভাই-ই কিডনী দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত। প্যাথলজী পরীক্ষায় চার জনই কিডনী দানে সক্ষম প্রমাণিত হওয়ায় তাদের মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। এ নিয়ে বিরোধ চরমে উঠলে সমাধানে এগিয়ে আসেন বড় ভাই হোসাইন মানছূর আল-সাবহান। তিনি লটারির মাধ্যমে ডোনারের নাম বেছে নেয়ার প্রস্তাব দেন। যথারীতি ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেষ হাসি হাসেন তৃতীয় ভাই ৩২ বছরের মুহাম্মাদ। বিজয়ী মুহাম্মাদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, আব্দুল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠলেই আমাদের পরিবারে আবার সুখ-শান্তি ফিরে আসবে।

[ধন্য তোমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ। তোমাদের দেখে নিষ্ঠুর ভাইয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। রেহেমের সম্পর্ক রহমানের সাথে যুক্ত। আল্লাহ বলেন, যে এটিকে দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে এটিকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে ছিন্ন করব (বুখারী)। হাদীছটি মনে রাখুন (স.স.)]

মিসরে মহাগ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার

ভূমধ্যসাগরের মিসরীয় উপকূলে সুবিশাল এক প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার অবিষ্কার করেছে ইতালীর তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান ইএনআই। সংস্থাটির হিসাবে এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রগুলোর একটি। তারা বলেছে, গ্যাসক্ষেত্রটি ভূপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে ১৪শ' মিটার গভীরে রয়েছে এবং এটি প্রায় ১শ' বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষেত্রটিতে ৩০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট আয়তনের সমান গ্যাস অথবা সাড়ে ৫শ' কোটি ব্যারেল তেলের সমপরিমাণ বিকল্প জ্বালানী থাকতে পারে বলে ধারণা করছে প্রতিষ্ঠানটি। যা মিসরের কয়েক দশকের জ্বালানী চাহিদা মিটাতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক এই আবিষ্কার মিসরের জ্বালানী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেবে বলে মনে করেন সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী ক্লডিও ডেসকালজি।

কাতারে মওজুদ রয়েছে ১৩৮ বছরের প্রাকৃতিক গ্যাস

কাতারের জাতীয় ব্যাংক (কিউএনবি) উপসাগরীয় দেশটিতে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ রয়েছে বলে দাবী করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেয়া কিউএনবির হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে আগামী ১৩৮ বছর পর্যন্ত বর্তমান হারে উৎপাদনযোগ্য গ্যাসের মজুদ রয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মাথাপিছু তেল ও গ্যাসের মজুদের পরিপ্রেক্ষিতে কাতার অন্যান্য প্রধান তেল ও গ্যাস উৎপাদক দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কাতার বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু দেশটির গ্যাস উত্তোলন নীতি ও আরো গ্যাস অনুসন্ধানের ওপর রাষ্ট্র আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এবং দেশটির উত্তরের গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ২০১৪ সালে কাতারের গ্যাসের মওজুদ দশমিক ৬ শতাংশ কমে গিয়েছিল। এ গ্যাসক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গ্যাসের মওজুদ রয়েছে।

[আল্লাহর এই অফুরন্ত নে'মত মানবতার কল্যাণে ব্যয় না করে বিলাসিতায় ব্যয় করছে কাতার সরকার। আগামী বিশ্বকাপ ভেন্যু হচ্ছে সেখানে। ব্যয় হচ্ছে শত শত কোটি ডলার। পাশেই সিরিয়ার লাখ লাখ মুসলমান উদ্বাস্তুকে তারা আশ্রয় দিচ্ছে না। তারা ইউরোপমুখী হচ্ছে। আর ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরছে। ধিক এইসব নেতাদের (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

নাসার মঙ্গল অভিযানের আরেক ধাপ প্রস্তুতি সম্পন্ন!

মঙ্গল অভিযানে যাওয়ার আগে আরেক ধাপ প্রস্তুতি সম্পন্ন করল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। সম্প্রতি মঙ্গল অভিযানে জীবন-যাপন কেমন হ'তে পারে তার অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য নাসার একটি দল হাওয়াই দীপপুঞ্জে এক বছরের জন্য অবস্থান শুরু করেছে। এ সময় তারা পৃথিবীর বাকি অংশের সঙ্গে সংযোগহীন অবস্থায় থাকবে বলে জানায় নাসা। ছয়জনের এই দলে রয়েছে একজন ফরাসি মহাকাশবিজ্ঞানী, এক জার্মান পদার্থবিদ ও এক মার্কিন পাইলট, এক আর্কিটেক্ট, এক চিকিৎসক ও এক ভূ-তত্ত্ববিদ।

এই ছয়জন ব্যক্তির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হ'ল আবদ্ধ স্থানটিতে বিশুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ পানি বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ছাড়া একত্রে বসবাস করা। ৩৬ ফুট চওড়া ও ২০ ফুট লম্বা একটি ডোমের মধ্যে রাখা হয়েছে তাদের। আশেপাশে নেই কোন পশু বা গাছ। প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট আলাদা ঘর রয়েছে। ঘুমানোর জন্য খাট ও একটি ডেস্ক রয়েছে সেখানে। রাখা হয়েছে বেশ কিছু শুকনো খাবার। বাইরে যেতে চাইলে স্পেশস্যুট পরে বের হ'তে হবে। এছাড়া সীমিত ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে।

নাসার টেকনিশিয়ানরা গত কয়েক বছর ধরেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে মঙ্গল অভিযানের প্রযুক্তিগত ত্রুটি খুঁজতে এবং তা থেকে রক্ষার ব্যবস্থাপনা তৈরী করতে। কিন্তু মানবিক সমস্যাগুলো কি হ'তে পারে তা জানার জন্যই নাসা এ ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ সম্পর্কে নাসার তদন্তকারী কর্মকর্তা কিম বিনসটেড বলেন, এখানে মূল সমস্যা হ'লে আন্তঃব্যক্তিক পর্যায়ের সংঘর্ষ। আমরা দেখতে চাই এখানে অবস্থানকারীরা কিভাবে তার সমাধান করে। দীর্ঘ সময় একত্রে ছোট স্থানে থাকলে সংঘর্ষ হবেই। সবচাইতে ভালো ব্যক্তিটির সঙ্গেও তেমনটি ঘটতে পারে।

দ্রুত ক্ষত সারাবে স্মার্ট ব্যান্ডেজ

অস্ট্রেলিয়ার গবেষকেরা সম্প্রতি উদ্ভাবন করেছেন এমন স্মার্ট ব্যান্ডেজ, যা ক্ষত সারাবে দ্রুত। তাদের দাবী, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর করে শরীরের ক্ষত সারিয়ে তোলার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে পারে এই স্মার্ট ব্যান্ডেজ। সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির এই গবেষকদের মতে, 'কিছু মানুষের ক্ষত দ্রুত সেরে যায়। কিন্তু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ক্ষত সারতে দেরী হয়। এতে সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে। স্মার্ট ব্যান্ডেজ তাঁদের সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে।

পানি ছাঁকতে বই!

যুক্তরাষ্ট্রের কারনেগী মেলন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক টেরি ডেঙ্কোবিচ 'ছাঁকনি বই' আবিষ্কার করেছেন। যে বইয়ের একটি পাতা দিয়ে পানি ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত বিশুদ্ধ করা সম্ভব হবে। বইটির পাতা ছিঁড়ে তাতে ছেঁকে নিলেই দূষিত ও জীবাণুযুক্ত পানি খাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবে। সংবাদে বলা হয়েছে, ঐ বইয়ের পৃষ্ঠায় রূপা ও তামার সূক্ষ্ম কণার আস্তরণ রয়েছে যা পানিতে থাকা জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে। এ পদ্ধতিটির পরীক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানার ২৫টি স্থান থেকে দূষিত পানি নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় পানি ৯৯ শতাংশেরও বেশী জীবাণুমুক্ত হ'তে দেখা গেছে। অধ্যাপক টেরি ডেঙ্কোবিচ পানি বিশুদ্ধ করার জন্য বই থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে তা নদী, পুকুর ইত্যাদির পানি ছেঁকে নিলেই তা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এভাবে পানি পরিষ্কার তো হবেই, জীবাণুমুক্তও হবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ঐ বইয়ের একটি পাতা দিয়ে ১০০ লিটার পর্যন্ত পানি পরিষ্কার করা সম্ভব। আর একটি বই দিয়ে চার বছর পানি পরিষ্কার করা যাবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৫

দেশে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় পদে এগিয়ে চলুন

-কর্মী সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৭ ও ২৮শে আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৭ ও ২৮শে আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, এজন্য চাই একদল আনুগত্যশীল ও নিবেদিত প্রাণ যোগ্য কর্মী বাহিনী। যারা স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে কাজ করবেন। তিনি বলেন, শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ আমাদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কবুল করেছেন, এজন্য আল্লাহ্র প্রতি রইল সর্বোচ্চ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। এতে আমাদের কোন অহংকার নেই। তিনি হেদায়াত দান করেছেন বলেই আমরা এ আন্দোলন ও সংগঠনে যোগদান করতে পেরেছি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের ত্যাগ ও আল্লাহ্র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধের কথা স্মরণ করেন। সেই সাথে বায়'আত ভঙ্গকারী বনু আসাদ প্রতিনিধি দলের কথা মনে করিয়ে দেন। যাদের অন্যতম নেতা তুলায়হা আসাদী ফিরে গিয়ে দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং নিজেকে নবী বলে দাবী করে। অথচ তারা এসে বড়াই করে বলেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কিন্তু মুসলমান হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাদের কাছে কোন মুবাল্লিগ বা সেনাদল পাঠাননি। একথার জওয়াবে সূরা হুজুরাতের ১৭ আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, তোমরা ঈমান এনেছ বলে বড়াই করো না। বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি হেদায়াত দান করেছেন'। অতএব আমরা যেন অহংকার না করি। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা বৃহত্তর সমাজ বিপ্লবের মহতী স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলুন। বাংলায় সবুজ মাটিতে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সংগঠিত হৌন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন!

আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান ও পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব রবীউল ইসলাম।

দু'দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (বিষয়: তাওহীদের চেতনা বিকাশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (সংগঠনের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (অর্থনৈতিক সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (শিক্ষা সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (দাওয়াতের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (আন্দোলনের পরিচিতি), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (তাক্বওয়া), শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (হালাল রূযী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা), 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস (সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও অভিভাবকের দায়িত্ব), 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন (সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), সাবেক সহ-সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম (সাহিত্য সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান), খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (হিংসা ও অহংকার), মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ঢাকার খত্বীব মাওলানা আমানুলাহ বিন ইসমাঈল (চরমপন্থী মতবাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলন), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী (ইসলামের দৃষ্টিতে সংগঠনের গুরুত্ব), রাজশাহীর মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা (নেতৃত্ব সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান) প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আইয়ূব হোসেন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৯টি যেলা থেকে সহস্রাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর

Contents

অর্থ-সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ ও মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন' রাজশাহীর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম ও পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক আফতাবুদ্দীন।

সম্মেলনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যেগুলি পাঠ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। যা বিপুলভাবে সমর্থিত হয়।-

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।
২. শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে আহলেহাদীছ-এর কিতাব সমূহ পৃথকভাবে সিলেবাসভুক্ত করতে হবে।
৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সর্বত্র চালু করতে হবে। বিশেষ করে সূদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।
৪. ইসলামী বিচার ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৫. অশ্লীল বইপত্র, সাহিত্য ও ছবি সমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন বন্ধ করতে হবে।
৬. সরকার পরিচালিত 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে'র মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের পরিবর্তে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. এই সম্মেলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছবি টাঙ্গানো এবং শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।
৮. মহিলাদের হিজাব পরার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে ন্যাক্কারজনক আচরণ করা হচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।
৯. সরকারী অফিস আদালতে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি এবং দেশের সর্বত্র মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা অবিলম্বে বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।
১০. নেতৃত্ব নির্বাচনের দলীয় প্রথা বাতিল করে সর্বস্তরে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালুর দাবী জানাচ্ছে।
১১. এ সম্মেলন ক্রমবর্ধমান শিশু হত্যা ও নারী ধর্ষণসহ বিচার বহির্ভূত সকল প্রকার গুম, অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন :

২৮শে আগস্ট শুক্রবার : কর্মী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকাল সাড়ে ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের ২য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গঠনতন্ত্রের ধারা ২২ (২) অনুযায়ী সম্মেলনে গত বছরের (২০১৪-১৫) অডিট রিপোর্ট এবং আগামী বছরের (২০১৫-১৬) বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনা পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর তা অনুমোদিত হয়। অতঃপর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য গণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন। সবশেষে সমবেত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যগণ সংগঠনের স্তম্ভ স্বরূপ। আপনারা যতবেশী সচেতন হবেন, সংগঠন তত বেশী শক্তিশালী হবে। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন বলে আমরা আশা করি।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব রবীউল ইসলাম। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। সম্মেলন পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

সম্মেলনে ২০১৫-২০১৭ সেশনের জন্য মজলিসে আমেলা ও শূরা পুনর্গঠন করা হয়। আমেলা সদস্যগণ হ'লেন-

দায়িত্ব	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
সাধারণ সম্পাদক	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)	কামিল, এম.এ
সাংগঠনিক সম্পাদক	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)	এম.এ
অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)	বি.এ
প্রচার সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা)	কামিল, এম.এ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)	এম.এ
গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ (রাজশাহী)	এম.এ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী)	দাওরা, এম.এ
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির (খুলনা)	বি.কম
দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক	অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)	এম.এ

মজলিসে শূরা সদস্যদের তালিকা : উপরের ৯ জন সহ বাকীগণ হলেন,

ক্রমি নং	নাম	যেলা	সাংগঠনিক মান
০১	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান	সাতক্ষীরা	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০২	মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৩	মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন	ঝিনাইদহ	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৪	মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া	কুষ্টিয়া	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৫	অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম	সাতক্ষীরা	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৬	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	বগুড়া	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৭	অধ্যাপক আব্দুল হামীদ	পিরোজপুর	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৮	ডাঃ মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদ	গাইবান্ধা	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
০৯	অধ্যাপক জালালুদ্দীন	নরসিংদী	সাধারণ পরিষদ সদস্য
১০	মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান	মেহেরপুর	সাধারণ পরিষদ সদস্য

Contents

১১	ডঃ মুহাম্মাদ আলী	নাটোর	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
১২	অধ্যাপক বযলুর রহমান	জামালপুর	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
১৩	কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ	ঢাকা	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
১৪	মাওলানা আলতাফ হোসাইন	সাতক্ষীরা	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য
১৫	মাওলানা দুররুল হুদা, মোহনপুর	রাজশাহী	কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য

আমীরে জামা'আতের বগুড়া সফর

বগুড়া ৬ই আগস্ট বৃহস্পতিবার: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বগুড়া যেলার গাবতলী থানাধীন 'সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা মেন্দিপুর-চাকলা'র একাডেমিক ভবন ও জামে মসজিদের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে অদ্য সকাল পৌনে ৮-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রাজশাহী হ'তে মাইক্রো যোগে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী। বগুড়া পৌঁছে তাঁরা জিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিকটবর্তী ছোট বেলাইলে যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলামের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রস্তাবিত 'বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'-এর জন্য তার দানকৃত সাড়ে তিন শতাংশ জমি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ছালাত আদায়ের কারণে জনাব রফীকুল ইসলাম সহ বেশ কয়েকজন আহলেহাদীছ ভাইকে স্থানীয় হানাফী মসজিদের ইমাম ও তার সাথীরা নানাভাবে অপদস্থ করে এবং ছহীহ হাদীছ মানতে বারবার বাধা প্রদান করে।

অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মেন্দিপুর-চাকলা মাদরাসায় পৌঁছে প্রথমে তিনি মহান আল্লাহ্র নামে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। অতঃপর মাদরাসা মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় শেষে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ার আন্দোলন। অতএব কেবল কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করুন যে, আপনারা ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তিশালী সামাজিক শক্তি। তাহ'লেই আপনাদেরকে সবাই সমীহ করবে এবং আল্লাহ আমাদেরকে ভালবাসবেন।

এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী (রাজশাহী) ও কুয়েত প্রবাসী মিয়াঁ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা) প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম।

অতঃপর গাবতলী পৌরসভার সাবেক কমিশনার আব্দুল লতীফ আকন্দ-এর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে তিনি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী সারিয়াকান্দি থানা সদরে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক কমপেক্স রাজশাহী'র নামে লিখে দেওয়া 'বাড়ইপাড়া মাদরাসাতুল হাদীছ আসসালাফিইয়াহ' পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু আমীরে জামা'আতের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত 'আল-মারকাযুল ইসলামী ইয়াতীমখানা ও তাহফীযুল কুরআন নশিপুর'-এর মুহতামিম ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুর রঊফ ও তার বড় ভাই জনাব গোলাম রব্বানীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে নশিপুর মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা পরিদর্শনে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি 'আল-মারকাযুল ইসলামী ইয়াতীমখানা নশিপুর' এবং এর মহিলা শাখা 'নশিপুর তাহফীযুল কুরআন মহিলা মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা' পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তিনি পৃথকভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেন। নশিপুর পৌঁছলে প্রধান সড়ক থেকে মাদরাসা গেইট পর্যন্ত দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শিক্ষক ও ছাত্ররা মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে আমীরে জামা'আতের আগমনকে স্বাগত জানায়। নশিপুরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ফেরার পথে তিনি পার্শ্ববর্তী বাগবাড়ীতে যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান ও তার স্ত্রী 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যা মুসাম্মাৎ শাহরীমা খাতুন কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত 'বাগবাড়ী তা'লীমুল কুরআন মহিলা মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা' পরিদর্শন করেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বিকাল ৫-টায় তিনি সারিয়াকান্দি মারকাযে পৌঁছেন।

সারিয়াকান্দি পৌঁছে আমীরে জামা'আত প্রথমে থানা শহরে প্রতিষ্ঠিত 'বাড়ইপাড়া মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ'র জন্য প্রদত্ত জমি পরিদর্শন করেন। অতঃপর মারকাযে অপেক্ষমান সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, শহরে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও আমরা এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি কেন? কারণ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বস্তুগত উন্নতির পথ দেখানো হয়। আখেরাতের পথ থেকে তাদের বিমুখ রাখা হয়। আর আলিয়া মাদরাসাগুলিতে তুলনামূলকভাবে দুনিয়াই মুখ্য।

কওমী মাদরাসাগুলি দ্বীন শিক্ষার নামে একটি বিশেষ মাযহাবী শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরকী আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমলে ও নানারূপ বিদ'আতে অভ্যস্ত হয়ে ছাত্ররা গড়ে ওঠে। এসবের বিপরীতে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আখেরাতই মুখ্য। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল শিক্ষা দেওয়া হয় ও সেমতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা হয়। আমরা দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিক্রি করতে পারি না। সেকারণ সরকারী বা দুনিয়াদার লোকদের সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত। এই শহরে বহু কোটিপতি আছেন। তাদের অর্থে বিদ'আতী প্রতিষ্ঠানগুলি এমনকি শিরকের আড্ডাখানাগুলি জমজমাট হচ্ছে। অথচ তাদের পাশেই

Contents

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি পড়ে আছে মিসকীনী হালতে। আমরা কেবল আল্লাহকেই সবকিছু বলি। তিনি যাকে ভালবাসেন, তার অন্তরকে এদিকে রুজু করে দিবেন। এর বেশী কিছু আপনাদের কাছে আমাদের বলার নেই। আল্লাহ আমাদের খিদমতগুলি কবুল করুন- আমীন!

অত্র প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা জনাব নযরুল ইসলাম বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আল-আমীন, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওয়ায়েস ক্বারনী ও মাদরাসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব আযীযুর রহমান প্রমুখ।

অতঃপর একদিনের সংক্ষিপ্ত সফরে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রাত ১২-টায় মারকাযে পৌঁছেন।

কর্মী সমাবেশ

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ১২ই আগষ্ট, বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারূক ছিদ্দীকী ও মান্দা উপযেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি আফযাল হোসাইন প্রমুখ। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মারকায সংবাদ

কুল্লিয়া-র ক্লাস শুরু

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে কুল্লিয়া ১ম বর্ষের ক্লাস শুরু উপলক্ষে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদে **দারসুল বুখারী** অনুষ্ঠিত হয়। এক ঘণ্টা ব্যাপী উদ্বোধনী দরস পেশ করেন মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সরাসরি ফাৎহুলবারী থেকে বুখারী শরীফের ১ম হাদীছের দরস প্রদানকালে সমবেত ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের সৌভাগ্য যে, পবিত্র কুরআনের পরে শ্রেষ্ঠ হাদীছ গ্রন্থ থেকে আমরা অহি-র ইলম শিক্ষার সূচনা করছি। 'অহি' আল্লাহ্র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। যা অভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত সত্যের উৎস। উক্ত সত্যের আলোকে মুসলমানের জীবন পরিচালিত হবে। অতএব আমাদের জ্ঞান অহি-র জ্ঞানের ব্যাখ্যাকারী হবে, পরিবর্তনকারী নয়। তিনি বলেন, স্রেফ আখেরাতের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহি-র প্রচারের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করেননি। আল্লাহ বলেন, আমরা মানুষের বুকের মধ্যে দু'টি কলব দেইনি *(আহযাব ৪)*। অতএব দুনিয়া ও আখেরাত দু'টি এক সঙ্গে হাছিল করার লক্ষ্যে দ্বীন শিক্ষা করলে দু'টিই হারাতে হবে। সেকারণ ইমাম বুখারী নিজের পরিশুদ্ধ অন্ত রকে প্রকাশ করার জন্য শুরুতেই নিয়তের হাদীছ এনেছেন। যদিও অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে অত্র হাদীছের সরাসরি কোন মিল নেই। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেকে অনেক রকম স্বপ্ন দেখে। তোমরা কি ইমাম বুখারীর মত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারো না? তিনি বলেন, দুনিয়ার লোভ তোমাদেরকে পিছন দিকে টানবে। অতএব তুচ্ছ এ দুনিয়া নয়, আখেরাতে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের বৃহত্তম স্বপ্ন দেখ। সবশেষে তিনি ছাত্র ও শিক্ষক সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আসুন! আমরা নিজেদেরকে অহি-র ইলমে সমৃদ্ধ করি এবং আমাদের জীবনকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করি।

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বক্তব্য পেশ করেন, পরিচালনা কমিটির সদস্য ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

প্রবাসী সংবাদ

শেরাঙ্গুন আঙ্গুলিয়া, সিঙ্গাপুর ১৭ই জুলাই, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে শেরাঙ্গুন আঙ্গুলিয়া জামে মসজিদে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মোয়াযযম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (ময়মনসিংহ), মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর), এমদাদুল হক (গাইবান্ধা), মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী) ও আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম (মাগুরা)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৬ জন ভাই ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেন ও আহলেহাদীছ হন। *আলহামদুলিল্লাহ।*

[আমরা নতুন ভাইদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের দুরূহ ময়দানে সাহসী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দিন- আমীন! (স.স.)]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : মৌসুমে ইট আগাম কিনে রেখে অন্য সময়ে তা বেশী দামে বিক্রয় করা এবং খাদ্যদ্রব্য যেমন ধান-চাল, আলু-পিঁয়াজ ইত্যাদি স্টক রেখে পরে তা বিক্রয় করা যাবে কি? এছাড়া মাছ চাষের সময় টাকা বিনিয়োগ করে পরে মাছ বিক্রয়ের সময় মনপ্রতি কিছু টাকা লাভ নেওয়া জায়েয হবে কি?

-মুহসিন আলী
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ইট খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এতে ইহতিকার হয় না। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করাই হ'ল 'ইহতেকার', যা হারাম। মা'মার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশী দামের আশায় সম্পদ জমা রাখে সে গুনাহগার *(মুসলিম হা/১৬০৫, আবুদাঊদ হা/৩৪৪৭)*। তবে সাধারণভাবে উৎপাদনের মৌসুমে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অন্য মৌসুমে প্রচলিত বাজার মূল্যে বিক্রয় করায় কোন দোষ নেই। কেননা খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে তা জায়েয *(আউনুল মা'বূদ ৫/২২৬-২২৮ পৃ, 'ইহতেকার নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; নায়ল, ৫/২২২ পৃঃ, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*।

আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে যদি 'মুযারাবা' পদ্ধতিতে একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করে এবং লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়, তবে তা জায়েয *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (২/২) : মাযার কেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হাফেয আনীসুর রহমান, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : মাযার কেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ এর উদ্দেশ্যই হ'ল শিরকের প্রতি মুছল্লীদের প্রলুব্ধ করা ও তাদেরকে মাযারমুখী করা। জানা-অজানা কবর ও ভুয়া কবর নিয়েই বহু স্থানে মাযার নাম দিয়ে নযর-নেয়ায ও ওরসের জমজমাট ব্যবসা চলছে। আর এইসব স্থানে দ্বীনদার মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য বানানো হয় মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুফরীর উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা ক্বোবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল, যা 'মসজিদে যেরার' নামে খ্যাত *(তওবা ৯/১০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে সেই মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ যুগের এইসব মসজিদ শিরকের উদ্দেশ্যে নির্মিত। অতএব এখানে ছালাত জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : আমাদের সমাজে কিছু মানুষ ফিৎরার খাতসমূহে বণ্টন শেষে ১টি অংশ নিজ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বণ্টন করে। এটা জায়েয হবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম
সারদা, রাজশাহী।

উত্তর : খাতসমূহের মধ্যে হকদার গরীব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও বণ্টন করবে। এতে কোন দোষ নেই। এছাড়া সেখান থেকে সারা বছরের জন্য স্থানীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে যেটা রাখা হবে, তা থেকেও প্রয়োজনে অন্যান্য হকদারগণের ন্যায় তারাও পাবেন। উল্লেখ্য যে, আত্মীয়-স্বজন হকদার না হ'লে তাদের মাঝে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে না *(আবুদাঊদ হা/১৬০৯)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : একজন শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি কোন বিষয়ে দু'জন আলেমের নিকটে দু'রকম মাসআলা পেলে তার জন্য করণীয় কি হবে?

-নাছির রায়হান
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ফৎওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, দলীল জেনে নেওয়া। ছাহাবীগণ একটি বিষয়ে একাধিক ছাহাবীর কাছে জানতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৫)* এবং পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। তবে দলীল বুঝার ক্ষমতা না থাকলে যিনি যিদ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত এবং যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দেন, সেইরূপ যোগ্য ও আল্লাহভীরু আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করতে হবে। এরপরেও এরূপ আলেম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দলীলবিহীন ফৎওয়া দেন, তাহ'লে তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪২)*।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক আলেমের কর্তব্য হ'ল জেনে-শুনে যাচাই-বাছাই করে ছহীহ দলীলভিত্তিক ফৎওয়া দেওয়া। আর জানা না থাকলে 'আল্লাহ ভালো জানেন' বলা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২)*। ইমাম মালেক (রহঃ) দুই-তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার ক্ষেত্রে না জানার ওযর পেশ করেছেন। তিনি বলতেন, 'আলেমের রক্ষাকবচ হ'ল 'আমি জানি না বলা'। যদি সে এ রক্ষাকবচ ব্যবহারে গাফেল হয়, তাহ'লে সে ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হবে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৬৭)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যাঙ কেটে পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু শুনেছি এ প্রাণীকে এভাবে হত্যা করা গোনাহের কাজ। এক্ষণে করণীয় কি?

-নুছরাত সাকী ইউহা
সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জীববিজ্ঞানের পড়াশুনার জন্য ব্যাঙ কেটে পরীক্ষা করা জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন এমনকি ঔষধের প্রয়োজনেও তিনি তা নিষেধ করেছেন। আব্দুর রহমান বিন ওছমান (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ডাক্তার ঔষধ হিসাবে ব্যাঙের ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল

Contents

(ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৪৫)*। প্রয়োজনে একই জাতীয় অন্য প্রাণীর সাহায্য নিবে।

প্রশ্ন (৬/৬) : আমি একজন মুওয়াযযিন। আমার দুই স্ত্রী এবং ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে আছে। সম্পদের ৪ ভাগের ৩ ভাগ আমি ছেলেমেয়েদের মাঝে হেবা বিল এওয়ায মোতাবেক বণ্টন করেছি। কিন্তু ইমাম ছাহেব বলছেন, মালিক জীবিত অবস্থায় বণ্টন করা জায়েয নয়। তাই তা ফেরত না নিলে চাকুরী করা যাবে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুল জাব্বার
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন হওয়াই শরী'আত নির্দেশিত বিধান, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। তবে মৃত্যুর পূর্বে পিতা সন্তানদের মাঝে কিছু বণ্টন করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সকলকে সমানভাবে প্রদান করতে হবে। একদা নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) তার এক ছেলেকে একটি গোলাম দান করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জানালে তিনি তাকে তার অন্য ছেলেদের একই সমান প্রদানের নির্দেশ দেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*। অতএব জীবিত অবস্থায় শরী'আত মোতাবেক হকদারকে কিছু সম্পদ প্রদান করা জায়েয। এজন্য মুওয়াযযিনকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন (৭/৭) : ফেরেশতাগণকে জিবরীল, আযরাঈল, মিকাঈল ইত্যাদি নামে নামকরণ করার বিষয়টি কি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? যেমন মালাকুল মাউতকে আযরাঈল বলা ইত্যাদি।

-আশরাফ হাসাইন, দোগাছী, পাবনা।

উত্তর : ফেরেশতাগণের নামগুলি কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জিবরীল এবং মীকাঈলের নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ৯৮)*। কুরআনে মীকাল আসলেও হাদীছে মীকাঈল শব্দে এসেছে *(বুখারী হা/৩২৩৬)*। এছাড়া ইসরাফীলের নাম হাদীছে পাওয়া যায় *(মুসলিম হা/৭৭০, মিশকাত হা/১২১২)*। আর যে ফেরেশতা জান কবয করেন তার নাম মালাকুল মাঊত *(সাজদাহ ১১)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যিনি সিংগায় ফুঁক দিবেন তার নাম ইসরাফীল *(ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যারা কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাদের নাম মুনকার এবং নাকীর *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০)*। আব্দুর রহমান বিন সাবাত্ব বলেন, দুনিয়াবী কর্মসমূহ পরিচালনা করেন চার জন ফেরেশতা। জিব্রীল, মীকাঈল, মালাকুল মাঊত যার নাম আযরাঈল এবং ইস্রাফীল *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা নাযে'আত ৭৯/৫)*। তিনি বলেন, মালাকুল মঊতের নাম হ'ল আযরাঈল। যার অর্থ আব্দুল্লাহ *(কুরতুবী, শাওকানী, আয়সারুত তাফাসীর, তাফসীর সূরা সাজদাহ ৩২/১১)*। তবে আলবানী (রহঃ) বলেন, 'মালাকুল মাঊত' কুরআনে বর্ণিত নাম। কিন্তু মানুষের মাঝে প্রচলিত তার 'আযরাঈল' নামকরণের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এটা ইসরাঈলী বর্ণনা মাত্র *(আলবানী, তা'লীক্ব 'আলাত তাহাবী পৃঃ ৭২)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : দাঁত পড়ে যাওয়া পশু কুরবানী করা যাবে কি?

-আব্দুল আহাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোট চার ধরণের পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। যথা স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণ-শীর্ণ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৬৫)*। হাতমা (اَلْهَتْمَــاءُ) অর্থাৎ কিছু দাঁত পড়ে যাওয়া পশু এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এরূপ পশু কুরাবানী করায় কোন বাধা নেই। তবে নিখুঁত ও সুন্দর পশু ক্রয় করাই উত্তম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ২৬/৩০৮; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪৩২)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : টয়লেট সহ বাথরুমে ওযূ করার পর ওযূর দো'আ পাঠ করা যাবে কি? না বাইরে এসে দো'আ পড়তে হবে?

-মা'ছূম
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : টয়লেটের ভিতরে উক্ত দো'আ পাঠে বাধা নেই। কেবল পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় দো'আ সহ সকল প্রকার যিকির থেকে বিরত থাকবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৫)*। সাধারণভাবে বাথরুমে দো'আ পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : মোবাইলে বা কম্পিউটারে দেখে কুরআন পাঠ করা যাবে কি? করা গেলেও পূর্ণ নেকী লাভ করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম তাজ, সিলেট।

উত্তর : যাবে। এতে পূর্ণ নেকীও অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব হ'তে একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। অতএব মুখস্ত হৌক, মুছহাফ দেখে হৌক আর কম্পিউটারে দেখে হৌক, সবক্ষেত্রেই সমান নেকী অর্জিত হবে। আর মুছহাফ দেখে কুরআন পাঠের বিশেষ ফযীলত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ ও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬, ১৫৮৬; যঈফুল জামে' হা/২৮৫৫)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : মোযা টাখনুর উপর পর্যন্ত পরা থাকলে প্যান্ট টাখনুর নীচে পরা যাবে কি?

-মুনীর খান
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : যাবে না। কারণ উভয়ের বিধান পৃথক। শরী'আতে মোযা পরিধান সিদ্ধ *(তিরমিযী হা/২৮২০; মিশকাত হা/৪৪১৮)*। কিন্তু টাখনুর নীচে কাপড় পরা হারাম। টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গোনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন টাখনুর নীচে কাপড় যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অতএব সর্বাবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

Contents

প্রশ্ন (১২/১২) : আমি একটি মসজিদের বেতনভুক মুওয়াযযিন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে যোহর ও আছরের ছালাতে আযান দিতে পারি না। এজন্য আমি দায়ী হব কি?

-রফীকুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫, 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়)*। সুতরাং কৌশলে বা অবাধ্য হয়ে এরূপ করলে অবশ্যই গুনাহগার হ'তে হবে। আর যদি বিষয়টি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে তবে কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি শস্য চাষের জমিতে আগে ওশর দিতাম। বর্তমানে পুকুর কেটে মাছ এবং কলার চাষ করছি। এক্ষণে এই ফসলের ওশর বা যাকাত আদায় করব কিভাবে?

-যাকির হোসাইন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : মাছ বা কলার শরী'আত নির্ধারিত কোন যাকাত নেই। তবে উভয়টিই যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে করা হয় তবে বছর শেষে মূলধন ও লভ্যাংশ হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হলে তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : সূরা ফজর ২ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ফাহীমা, কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল- আর 'শপথ দশ রাত্রির'। ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের, মুজাহিদ, সুদ্দী, কালবী প্রমুখ বিগত ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ বিদ্বান এর দ্বারা যুলহিজ্জাহ্‌র প্রথম দশদিন অর্থ নিয়েছেন। তবে কেউ কেউ রামাযানের শেষ দশকের কথাও বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দশদিনের (অর্থাৎ যুলহিজ্জাহ্‌র প্রথম দশদিনের) আমলের চাইতে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্‌র কাছে নেই। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও কি নয়'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়েছে। কিন্তু কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি'। অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে *(বুখারী হা/৯৬৯; তিরমিযী হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; মিশকাত হা/১৪৬০; দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা ২৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : তাল গাছের রস বা লালি খাওয়া যাবে কি?

-আবুল কাসেম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মাদকতা না আসা পর্যন্ত তাল গাছের রস পানে বাধা নেই। যা মাদকতা সৃষ্টি করে কেবল সেটি হারাম *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮; ছহীহাহ হা/২০৩৯)*। সাধারণতঃ তাযা রসে মাদকতা থাকেনা। কিন্তু তা রোদ্রের তাপ পেলে তাতে মাদকতা আসতে পারে। যখন মাদকতা আসবে তখন হারাম। তবে তালের লালি খাওয়াতে কোন বাধা নেই। কারণ তাতে কোন মাদকতা সৃষ্টি করে না।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : দুধ বা কোন খাবারে বিড়াল মুখ দিলে উক্ত খাবার খাওয়া যাবে কি?

-তাওহীদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত খাবার খাওয়া যাবে। তবে রুচি না হলে খাবে না। তাবেঈ বিদ্বান দাঊদ ইবনু ছালেহ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতার মুক্তিদানকারিণী মনিব একবার তাঁকে কিছু হারীসা নিয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পাঠালে তিনি তাঁকে ছালাতরত অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি আমাকে ইশারা করে খাবারটি রেখে যেতে বললেন। এসময় একটি বিড়াল আসল এবং তা হ'তে কিছু খেল। ছালাত শেষে আয়েশা (রাঃ) বিড়ালের খাওয়া স্থান হতেই কিছু খাবার খেলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের পাশে অধিক বিচরণকারী একটি জন্তু। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ হা/৭৬, মিশকাত হা/৪৮৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : জেহরী ছালাতে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা ইমামের সাথে সাথে পাঠ করবে, নাকি এক আয়াত পরে পরে পাঠ করবে?

-এস এ তালুকদার, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে নীরবে সূরা ফাতিহা পড়বে। জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : ফেরেশতাগণের নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি?

-মেহেদী হাসান
কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাখা যাবে *(নববী, মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৮/৪৩৬)*। ফেরেশতাগণের নামে নাম রাখা যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি খুবই দুর্বল *(আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৩২৮৩)*। এছাড়া নবীগণের নামেও নাম রাখায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫০)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে কোন স্থান পরিদর্শনে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে ওমরাহ করতে হবে কি?

-আখতারুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জ করতে গিয়ে মীক্বাতের বাইরে গেলেও ওমরাহ করতে হবে না। কারণ এক সফরে একটি ওমরাহ হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) ঋতুবতী হওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে না পারায় হজ্জের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমরার জন্য তাঁর ভাই আব্দুর রহমানকে তার সাথে মীক্বাতের বাইরে তানঈমে পাঠালেন। আয়েশা (রাঃ) সেখানে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করলেন। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আব্দুর রহমান পুনরায় ওমরাহ করেননি *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৫৬, ২৬৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও একাধিক ওমরাহ করেননি। অতএব মীক্বাতের বাইরে গিয়ে

Contents

পরে মক্কায় ফিরে আসলেও ওমরাহ করতে হবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৭৮; ঐ, প্রশ্নোত্তর নং-১৫৯৩; আলবানী, ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৮৯)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : কাউকে যাকাতের মাল প্রদানের সময় তাকে জানানো যরূরী কি?

-ইলিয়াস সরকার, জামালপুর।

উত্তর : শরী'আতে যাকাতের মাল হকদারদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ এসেছে *(তওবা ৯/৬০)*। এজন্য তাদেরকে জানানোর কোন আবশ্যকতা নেই। কাউকে জানানো হ'লে বরং তাকে ছোট করা হয়, যা খোটা দানের শামিল। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা খোটা দিয়ে তোমাদের ছাদাক্বাগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : বিশ বছর পূর্বে আমার দাদারা আমাদের মসজিদটি আহমাদিয়া জামা'আতের নামে লিখে দিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত হন। বর্তমানে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করছেন। কিন্তু মসজিদ তাদের নামেই লেখা আছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আবু সাঈদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : আদালতে ঘোষণাপত্র দলীল সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত রেজিস্ট্রি পরিবর্তন করে নতুনভাবে রেজিস্ট্রি করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় সুযোগ সন্ধানীরা পুনরায় মসজিদটি দখলের অপচেষ্টা চালাবে। এখুনি নাম পরিবর্তন করা না গেলেও উক্ত মসজিদে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। মনে রাখতে হবে যে, আহমাদিয়া জামা'আত শেষনবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মানেনা। সেকারণ ওরা মুসলমান নয়। ওদের নবী হ'ল পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার কাদিয়ান শহরের ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী।

প্রশ্ন (২২/২২) : বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে দেখা যাচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সিংহাসন সদৃশ মিম্বার তৈরী করা হচ্ছে। এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

-লোকমান আলী
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : মসজিদে অধিক সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমক করা নিষেধ। মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয় এরূপ বস্তু সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে *(বুখারী হা/৫৯৫৯; মিশকাত হা/৭৫৮, ৭৫৭; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৭১৮-১৯)*। সুতরাং মিম্বার এমনভাবে তৈরী করা যাবে না, যা মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং অপব্যয়ের শামিল হয়। শরী'আতে সরলতা পসন্দনীয়। সকল প্রকার বাড়িবাড়ি ও অপব্যয় পরিত্যাজ্য *(আ'রাফ ৩১; ইসরা ২৬-২৭)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : হজ্জে গমনকারী পিতা সেখানে কুরবানী দিবেন। এক্ষণে বাড়ীতে অবস্থানকারী পরিবারের জন্য কুরবানী দিতে হবে কি?

-আহসানুল্লাহ, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

উত্তর : হজ্জপালনকারীকে হজ্জের ওয়াজিব হিসাবে সেখানে নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে হয়। যা অনাদায়ে ফিদইয়া দিতে হয় *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*। এর সাথে পরিবারের কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। সেকারণ সামর্থ্য থাকলে বাড়িতে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে যে, মোহরানাসহ তোমার যা কিছু আছে সব ফেরত নিয়ে আমাকে তালাক দাও। অন্যথায় এখনই আমি আত্মহত্যা করব বলে সে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় স্বামী নিরুপায় হয়ে একত্রে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর ঘন্টাখানেক পর স্ত্রী স্বাভাবিক হ'লে তারা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে একত্রে বসবাস করতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটে। এক্ষণে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় তার পক্ষ থেকে 'খোলা' প্রার্থনা এবং স্বামী কর্তৃক জীবন বাঁচানোর স্বার্থে এভাবে তালাক প্রদান শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির উপর হ'তে শরী'আতের বিধান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একজন হ'ল মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি *(তিরমিযী হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩২৮৭)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : ইদানিং অনেক লোক হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম বাঁধার পর জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মদীনায় যান এবং মদীনা থেকে ফিরে এসে মক্কায় হজ্জের কাজ সমাধা করেন। এতে হজ্জের কোন ত্রুটি হয় কি?

-মাহমূদুল ইসলাম
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : ইহরাম বাঁধা হয় হজ্জ ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে। এ সময় বলতে হয় 'লাব্বাইক ওমরাতান' অথবা 'হাজ্জান' (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ অথবা হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার দরবারে হাযির) *(মুসলিম হা/১২৩২)*। সেকারণ ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্যত্র যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। রাসূল (ছাঃ) হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্যই মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৫১৬ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে সফরসূচী যদি জেদ্দা থেকে মদীনা হয়, সেক্ষেত্রে ইহরাম না বেঁধেই মদীনা গমন করবেন। অতঃপর সেখান থেকে আসার পথে যুল-হুলায়ফা মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে ওমরাহ ও হজ্জ পালন করবেন।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : হোমিও ঔষধ সেবনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-নাছিরুদ্দীন, গাযীপুর।

উত্তর : হোমিও ঔষধ সেবনে শরী'আতে কোন বাধা নেই। কেননা হোমিও সহ বিভিন্ন ঔষধে কেবল সংরক্ষণের জন্য সামান্য পরিমাণ পরিশোধিত এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। যাতে মাদকতা আসে না এবং তা ছালাত ও যিকর হ'তে বিরতও রাখে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/২৫৬-২৫৯, ১৭/৩১)*।

Contents

প্রশ্ন (২৭/২৭) : সাত পরিবারের পক্ষ থেকে সাত ভাগে গরু বা উট কুরবানী করা যাবে কি?

-মাহবূব, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে সাত ভাগে কুরবানী করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(আবুদাউদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১৪৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় সর্বদা নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন' *(বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; মুসলিম হা/১৯৬৭, মিশকাত হা/১৪৫৩-৫৪)*। ছাহাবীগণের মধ্যেও সর্বদা একই প্রচলন ছিল। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে লোকেরা নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী কুরবানী দিত *(তিরমিযী হা/১৫০৫, সনদ ছহীহ)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮, সনদ ছহীহ)*। অতএব পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাত।

উল্লেখ্য যে, সাত পরিবার নয় বরং সাতজন ব্যক্তি মিলে একটি গরু বা উট কুরবানী করার বিধান রয়েছে সফর অবস্থায়। যেমন জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হোদায়বিয়া এবং হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি উটে ও গরুতে সাতজন করে শরীক হবার নির্দেশ দিলেন *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০-৫১)*। একই বাক্যে বর্ণিত মুসলিম ও আবুদাঊদের উক্ত হাদীছটি সংক্ষেপে এসেছে মিশকাতে *(হা/১৪৫৮)*। যেখানে বলা হয়েছে, গরু ও উট সাতজনের পক্ষ হ'তে। এটি সফরের অবস্থায়। যা একই রাবীর অন্য বর্ণনায় এসেছে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এমন সময় ঈদুল আযহা উপস্থিত হয়। তখন আমরা একটি গরুতে সাতজন ও একটি উটে দশজন করে শরীক হই' *(তিরমিযী হা/৯০৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; মিশকাত হা/১৪৬৯)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : আমাদের এলাকায় ঈদুল আযহার এক সপ্তাহ পূর্বেই কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি হয়ে যায়। এটা শরী'আত সম্মত কি?

-মকবূল, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ ক্রয়-বিক্রয় দোষণীয় নয়। কারণ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে, যদি সেখানে পরিমাপ, পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারিত থাকে *(বুখারী হা/২২৪০, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : পুরুষের ইমামতিতে মহিলা জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় ইমামের ক্বিরাআতে ভুল হ'লে মহিলারা ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে কি?

-আব্দুর রহীম, কাসেমপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এমতাবস্থায় মহিলাগণ ক্বিরাআতের সংশোধনী দিবেন না। কেননা রাক'আত বা অনুরূপ কোন বড় ভুলে 'হাতের উপর হাত' মারা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮)* ব্যতীত তাদের জন্য সকণ্ঠে সংশোধনী দেওয়ার কোন বিধান নেই।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : কোন কোন ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে এবং কোন ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে না। বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুনীর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কালেমা পাঠকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয। এছাড়া বাকি সকল ছালাতই নফল *(বুখারী হা/২৬৭৮; মুসলিম হা/১১; মিশকাত হা/১৬৯)*। যেকোন ফরয ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা অবহেলাবশতঃ ফরয ছালাত পরিত্যাগ করা 'কুফরী' পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪, ৫৮০)*। এছাড়া নফল ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি গোনাহগার হবে না। তবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করে *(বুখারী হা/৬৫০২)*। বান্দার ফরয ইবাদতের ঘাটতিসমূহ এর দ্বারা পূরণ হয় *(আবুদাঊদ হা/৮৬৪, মিশকাত হা/১৩৩০)*। তবে কিছু নফল ছালাত রয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) কখনোই ছাড়তেন না। যেমন ফজরের সুন্নাত ও বিতর ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৩, ১২৬২)*। এতদ্ব্যতীত যোহরের আগে-পরের ৬ বা ৪, মাগরিবের পরে ২ ও এশার পরের ২ রাক'আত ছালাত তিনি পারতপক্ষে ছাড়তেন না *(তিরমিযী হা/৪১৫; ঐ, মিশকাত হা/ ১১৫৯)*।

তাছাড়া ইদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ, যা সবাইকে আদায় করা আবশ্যক। এটি ইসলামের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর জানাযার ছালাত ফরযে কিফায়া, যা মহল্লার কেউ আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হয় এবং কিছু লোক আদায় করলে সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২১৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : গামছা বা অনুরূপ পাতলা কিছু গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-বুলবুল, কাঠালপাড়া, নবাবগঞ্জ।

উত্তর: উভয় কাঁধ পূর্ণরূপে ঢেকে থাকলে এরূপ কাপড় গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৪)*। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাক্বওয়াপূর্ণ সুন্দর পোষাক পরে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়া যরূরী। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : জনৈক আলেম বলেন, ২৫ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮ হাযার টাকা, একবছর থাকলে যাকাত দিতে হবে। এর সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : একথা ভিত্তিহীন। উক্ত আলেম হাদীছে বর্ণিত দিরহাম

Contents

ও দীনারের মান বুঝতে ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়' *(আবূদাউদ হা/১৫৭৩)* এবং 'পাঁচ উক্বিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই' *(বুখারী হা/১৪৮৪)*। হাদীছে বর্ণিত ২০ দীনার সমান ৮৫ গ্রাম তথা ৭ ভরি ৫ আনা ৫ রতি স্বর্ণ। আর ১ উক্বিয়া সমান ৪০ দিরহাম হিসাবে ৫ উক্বিয়া সমান ২০০ দিরহাম তথা ৫৯৫ গ্রাম সমান ৫১.০২ ভরি রৌপ্য *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৩৮)*। অতএব ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মধ্যে যেটির মূল্যমান অপেক্ষাকৃত কম থাকবে সেটি অনুযায়ী নিছাব পরিমাণ হলে যাকাত আদায় করতে হবে *(ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৩৭৩, ৩৮৮, ৪১১ পৃঃ, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/২৫৭)*।

তবে স্বর্ণের মূল্যমান রৌপ্য অপেক্ষা স্থিতিশীল এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য বিধায় অধিকাংশ বিদ্বান স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : কোন হিন্দু মেয়েকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করা যাবে কি?

-আবুল কালাম
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে' *(বাক্বারাহ ২২১)*। তবে তার অভিভাবক অমুসলিম হওয়ার কারণে যেহেতু অলী হ'তে পারবে না, তাই সরকারের মুসলিম প্রতিনিধি বা সমাজ নেতা উক্ত মেয়ের অলীর দায়িত্ব পালন করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অলী নেই তার অলী হবে দেশের শাসক' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহের অভিভাবক' অনুচ্ছেদ)*। আবু সুফিয়ান অমুসলিম থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার কন্যা উম্মে হাবীবার বিয়েতে বাদশাহ নাজাশী অলীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন *(ইরওয়াউল গালীল ৬/৩৫৩, হা/১৮৫০ 'অলী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : শিরক সম্পর্কে না জানার কারণে মাযার ও শহীদ মিনারের সামনে মাথা নত করে শিরক করেছি। এক্ষণে পূর্বে কৃত এসব পাপ থেকে মুক্তির উপায় কি?

-ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : এসব গোনাহ হ'তে মুক্তি লাভের আশায় অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ *(তাহরীম ৬৬/৮)*। তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- (১) একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তওবা করতে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তওবার জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : একসাথে দুই স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

- আব্দুল্লাহ, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোহর ও ভরণ-পোষণের সামর্থ্য থাকার শর্তে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সামর্থ্য না থাকলে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০, মিরক্বাত ৬/১৮৬)*। যেখানে প্রথম বিবাহের জন্যই সামর্থ্যের শর্তারোপ করা হয়েছে, সেখানে সামর্থ্যহীন অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয হয় কিভাবে? উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত হওয়ার জন্য একাধিক বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪০০ আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : অহি লেখকগণ কে কে ছিলেন?

-মুছত্বফা কামাল, যশোর।

উত্তর : যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন অহি লেখকগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। সেকারণ কুরআন জমা করার সময় ওছমান (রাঃ) তাঁকেই এ গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন *(বুখারী হা/৪৬৭৯, ৪৯৭৯)*। তিনি ব্যতীত আরো অনেক ছাহাবী বিভিন্ন সময়ে এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। যাদের সংখ্যা ২৬ থেকে ৪২ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) এক্ষেত্রে ২৫ জন ছাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হ'লেন (১) হযরত আবুবকর (২) ওমর (৩) ওছমান (৪) আলী (৫) আবান বিন সাঈদ ইবনুল আছ (৬) উবাই বিন কা'ব (৭) যায়েদ বিন ছাবেত (৮) খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ (৯) মু'আয বিন জাবাল (১০) আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম (১১) ছাবেত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস (১২) হানযালা বিন রবী' (১৩) ও তার ভাই রাবাহ (১৪) ও চাচা আকছাম বিন ছায়ফী (১৫) খালেদ বিন ওয়ালীদ (১৬) যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (১৭) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ (১৮) 'আমের বিন ফুহায়রাহ (১৯) আব্দুল্লাহ বিন আরক্বাম (২০) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রব্বিহি (২১) 'আলা ইবনুল হাযরামী (২২) 'আলা বিন উক্ববাহ (২৩) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (২৪) মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (২৫) মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩৩৯-৩৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু আনা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে বৈধ পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে আসাতে কোন বাধা নেই। কারণ হজ্জ পালনকালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে হজ্জের সময় ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। তাতে হজ্জের নেকীতে ঘাটতি হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : শত্রুর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা থাকলে কি কি দো'আ পাঠ করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, বাঘা, রাজশাহী।

Contents

উত্তর : ঘর হ'তে বের হওয়ার সময় পড়বে 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লা-হি'। অর্থাৎ 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪৩)*।

অতঃপর পড়বে 'আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম'। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টসমূহ হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১, দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৮৭)*। 'নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন গোত্রের ভয় করতেন, তখন উপরোক্ত দো'আটি পড়তেন।

এছাড়া আরো পড়বে- *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আ পাঠ করলে, ঐ স্থান হ'তে প্রস্থান করা পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করবে না'। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : হারাম উপার্জন দ্বারা হজ্জ করলে তা কবুল হবে কি?

-মীযানুর রহমান
আল-বুরাইদা, সঊদী আরব।

উত্তর : হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা হজ্জ করলে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না *(মুসলিম হা/১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০)*। অর্থাৎ এর মাধ্যমে কোন নেকী অর্জিত হবে না। তবে এর দ্বারা হজ্জ-এর ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে মর্মে জমহূর বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৭/৬২; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ২৯; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৮৮/১৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৪৩)*। যেমন ছালাতের মধ্যে 'রিয়া' থাকলে ছালাত আদায় হয়ে যায়, কিন্তু তা আল্লাহ্র নিকটে কবুলযোগ্য হয় না।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : ঈদের মাঠে মিম্বার কখন থেকে চালু হয়েছে? জনৈক আলেম কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে ঈদের খুৎবা দিতেন। এক্ষণে এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবায় মিম্বার ব্যবহার করতেন না। উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন হাকাম (৬৪-৬৫ হিঃ) সর্বপ্রথম ঈদগাহে মিম্বার ব্যবহার করেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে পৌঁছে প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর তারা তখন স্ব স্ব কাতারে বসা থাকত। ... রাবী বলেন, মানুষ এভাবে আমল করতে থাকে। পরে আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিৎর অথবা ঈদুল আযহায় গেলাম। তখন তিনি মদীনার আমীর। মাঠে এসে দেখি কাছীর ইবনুছ ছালত মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিম্বার তৈরী করেছে। মারওয়ান মিম্বরে চড়ে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিতে চাইলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি জোরপূর্বক মিম্বরে উঠে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করলে। মারওয়ান বললেন, আবু সাঈদ! তুমি যে নিয়ম জান ঐ নিয়ম এখন চলবে না। আমি বললাম, আমি যে নিয়ম জানি তাতেই কল্যাণ রয়েছে। তখন মারওয়ান বললেন, মানুষ ছালাতের পর আমার খুৎবা শুনার জন্য বসে না। তাই আমি খুৎবাকে ছালাতের পূর্বে করেছি' *(বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম, হা/৮৮৯ 'ঈদায়েন-এর ছালাত' অধ্যায়)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মারওয়ান ঈদের দিন মিম্বার নিয়ে বের হ'লেন এবং ছালাতের পূর্বেই খুৎবা শুরু করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের বিরোধিতা করলে। ঈদের দিন তুমি মিম্বর বের করলে যা কখনো এখানে বের হয়নি! আবার তুমি ছালাতের পূর্বে খুৎবাও শুরু করলে! একথা শুনে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি কে? তখন উপস্থিত অন্যরা বলল, অমুক। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ 'মুনকার' কিছু দেখলে তা যেন হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান *(আবুদাঊদ হা/১১৪০)*। এই হাদীছ শুনানোর মাধ্যমে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতিবাদকে সমর্থন করলেন এবং প্রকারান্তরে তিনি ছালাতের পূর্বে খুৎবা ও মিম্বার উভয়েরই প্রতিবাদ করলেন।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে মিম্বর মসজিদ হ'তে বের করে মাঠে নিয়ে যাওয়া হ'ত না, সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবনুল হাকাম এটি করেছেন' *(যাদুল মাআদ ১/৪৩১ পৃঃ)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খলীফা মারওয়ানই তার শাসনামলে সর্বপ্রথম ঈদগাহে মিম্বারের প্রচলন ঘটান। আবু সাঈদ (রাঃ) ও অন্যান্যগণ যার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে দিয়েছেন মর্মে প্রশ্নকারীর উপস্থাপিত দলীলগুলির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি কুরবানীর ঈদে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন খুৎবা শেষ করলেন, তখন মিম্বার থেকে নামলেন' *(আহমাদ হা/১৪৯৩৮, আবুদাঊদ হা/২৮১০; তিরমিযী হা/১৫২১)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি মুত্ত্বালিব ও জাবের (রাঃ)-এর মাঝে ইনক্বিতা' বা সনদে বিচ্ছিন্নতার দোষে দুষ্ট...। রাবী মুত্ত্বালিব একজন মুদাল্লিস রাবী। অতএব এরূপ বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় এ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে,

Contents

যেখানে মিম্বারের কথা উল্লেখ নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

(২) অন্যত্র জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবা শেষে অবতরণ করে নারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন' *(বুখারী হা/৯৭৮)*। এ হাদীছের ব্যাপারে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'ইতিপূর্বে 'মুছাল্লার দিকে বের হওয়া' অনুচ্ছেদে পাওয়া গেছে যে, রাসূল (ছাঃ) ঈদের মুছাল্লায় যমীনের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তাই সম্ভবতঃ রাবী স্থান পরিবর্তনকে অবতরণ করা শব্দে এনেছেন' (ضَمَّنَ النُّـــزُولَ مَعْنَى الاِنْتِقَال) *(ফাৎহুল বারী ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ ২/৪৬৭)*।

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঈদের মুছাল্লা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ঈদের দিন রাসূল (ছাঃ) (أَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ) কাছীর বিন ছালতের বাড়ির সামনে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন এবং ছালাত আদায়ের পর খুৎবা দিলেন *(বুখারী হা/৯৭৭)*।

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত নিশানা এবং কাছীর ইবনুছ ছালতের বাড়ী কোনটিই রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। বরং তা পরবর্তীতে তৈরীকৃত। কারণ হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ)-এর মুছাল্লা ছিল খোলা ময়দান। সেখানে কোন সুৎরা বা নিশানা ছিল না। ফলে তার সামনে একটি বর্শা পুঁতে দেওয়া হ'ত এবং তিনি সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩০৪, ইবনু রজব হাম্বলী, ফৎহুল বারী হা/৯৭৭ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অর্থাৎ পরবর্তীতে সেখানে বাড়ি এবং নিশানা নির্মিত হওয়ার পর ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে সেগুলির মাধ্যমে স্থানটি চিনিয়ে দিচ্ছিলেন মাত্র।

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে জুম'আ, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরের খুৎবা দিতেন'। এ হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৩)*।

সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের খুৎবা মিম্বারে দেয়ার প্রমাণে কোন বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। সুতরাং মিম্বারহীন খোলা ময়দানে দাঁড়িয়েই

হজ্জ ট্রাজেডীতে আমীরে জামা'আতের দুঃখ প্রকাশ

এবারের হজ্জ মওসুমে প্রচণ্ড ধূলিঝড় ও বজ্রপাতে ক্রেন ভেঙ্গে পড়ে মাগরিবের ছালাতের জন্য হারামে অবস্থানরত মুছল্লীদের মধ্যে একজন বাংলাদেশীসহ ১০৭ জন নিহত ও ২৩৫ জন ব্যক্তি আহত হওয়ায় আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। সেই সাথে তাদের শোকার্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। আল্লাহ যেন তাদের এই আকস্মিক মৃত্যুকে শহীদী মৃত্যু হিসাবে কবুল করেন। সেই সাথে আল্লাহ নাখোশ হন এমন সকল কাজকর্ম থেকে দ্রুত তওবা করার জন্য আল্লাহ যেন সেদেশের শাসকবর্গকে তাওফীক দান করেন- আমীন!

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমীরে জামা'আতের শুভেচ্ছা

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গসংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল স্তরের কর্মী, সুধী, উপদেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ী সহ দেশে-বিদেশে ও প্রবাসের সকল মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি পবিত্র হজ্জ ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। পিতা ইবরাহীম ও পুত্র ইসমাঈলের অতুলনীয় ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন সর্বোচ্চ জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় অগ্রবর্তী হ'তে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন! আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ঈদ কবুল করুন- আমীন!

নাচীয খাদেম
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের প্রতি আমীরে জামা'আতের ধন্যবাদ ও নছীহত

১. বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগমন ও সুশৃংখলভাবে তা সম্পন্ন করার জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।
২. স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য সকল কর্ম সম্পাদন করুন। পোকার খোরাক দেহটিকে রূহের খোরাক সংগ্রহে কাজে লাগান। তাহাজ্জুদের ছালাত এবং প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখুন। সর্বদা হালাল রূযী ভক্ষণ করুন। আল্লাহ আপনার ভিতর-বাহির সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন- এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখুন।
৩. হৃদয়কে কলুষমুক্ত রাখুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রবেশ করে না।
৪. পরকালীন নেকীর স্বার্থে ইমারতের প্রতি পূর্ণভাবে আনুগত্যশীল থাকুন। নিজ পরিবার ও সমাজকে আল্লাহ্র আনুগত্যশীল করে গড়ে তুলুন।
৫. সংগঠনকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসুন এবং এর প্রচার ও প্রসারে দিন-রাত কাজ করুন। আল্লাহ আপনাকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।